কৃষ্ণযাত্রা

(দান-লীলা বা নৌকা-বিহার,
অক্রূর-সংবাদ, নিমাই-সন্ন্যাস,
অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

গীতিনাট্য

শ্রীপাঁচকড়ি দে-সঙ্কলিত

[বহু যাত্রাদলে অভিনীত]

কলিকাতা।
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
"বাণী-পীঠ"—৩৫।১, বিবেকানন্দ রোড
১৩৪৩

Published by S. N. Dey for Paul Brothers & Co.
Bani-pith—35/1, Vivekananda Road, Calcutta.
Printed by C. C. Santra, "Lalit Press"
81, Simla Street, Calcutta.

1937

ভূমিকা

ভগবদ্ভক্ত মহোদয়গণের প্রীত্যর্থে রসিক-চূড়ামণি যশস্বী প্রেমিক সুগায়ক গোবিন্দ অধিকারী মহোদয়ের ভাব, অনুরাগ ও রসানুভূতিকে ভিত্তি করিয়া এই কৃষ্ণযাত্রা রূপ পরম রমণীয় ভক্তি-সৌধ বিনির্ম্মিত হইল।

এই পঞ্চম খণ্ডে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা সম্পূর্ণ হইল। এই সংগ্রহ মধ্যে স্থানে স্থানে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির মহাজনী পদ স্থান পাইয়াছে। এই সকল পদ অধিকারী মহাশয়ের নিজের রচিত না হইলেও তিনি নিজের মনোমত পরিবর্ত্তনাদি করিয়া তাঁহার অভিনয়কে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিবার জন্য নানা আখর দিয়া গাহিতেন। বিশেষতঃ প্রথমে তিনি উত্তম কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন, সেজন্য এ বিষয়ে অধিকারী মহাশয়ের অধিকারও যথেষ্ট ছিল। আমরা অঙ্গহানির আশঙ্কায় সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করি নাই।

বিনীত

সঙ্কলয়িতা।

শ্রীযুক্ত ভক্ত-ভাবুকগণের

করকমলেষু ;—

দান-লীলা

(নৌকা-বিহার)

গীতি-নাটিকা

চরিত্র।

পাত্র।— শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম, সুদাম, দাম,
বসুদাম প্রভৃতি রাখালগণ।

পাত্রী।— শ্রীরাধা। বড়াই, বৃন্দা, ললিতা,
বিশাখা, চিত্রা প্রভৃতি সখীগণ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সঙরি পূরব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুঁক্ দিলা গোরা রায়।
অঙ্গুলী নোযাইয়া কিবা সুললিত গায়॥
নগরের যত লোক শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী তীরে তরু-লতা পুলকিত॥
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর স্বরে।
শ্রীগোবিন্দ দাস ইথে কি বলিতে পারে॥

দান-লীলা।

(নৌকা-বিলাস)

প্রথম অঙ্ক।

গৃহ।

বৃন্দার প্রবেশ।

(তুক)

বৃন্দা।— গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়া মাঝারে গোরা দান সিরজিল॥
কিসের দান চাহে সেথা গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী॥
দান দেহ, দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী যত পড়িল বিপাকে॥
দান চাহে গোরাচাঁদ মনের উল্লাসে।
সামান্য নহে এ দানী ভণে গোবিন্দ-দাসে॥

গীত।

শ্রীগোবিন্দ আনন্দ মনে মাগিতেছে দান।
নাগরী নায়িকা যত, করে যতনে দান প্রদান॥

দান লইতে হ'য়ে দানী,
কদমতলায় আমদানি,
জানি না এ দীন কি ধনী,
কি দানই ওরে করিবে দান ॥
শুনেছি যে চায় গো দান,
তারে দান করিবে প্রদান,
এ বিধান বিধির বিধান,
দানে পরিষ্কার হয় নিদান ॥
যে করিবে আদান-প্রদান,
সেই দানিবে দানীরে দান,
দানীরে দানিতে দান,
করে গোবিন্দ সম্প্রদান ॥

রাধার প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃন্দে!

বৃন্দা। কেন গো ঠাকুরাণি! কি বল্‌ছ গো? এস এস, তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

রাধা। ওগো বৃন্দে সহচরি, তুমি এখানে কি কর্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো বৃষভানু-নন্দিনী গরবিণী রাই কিশোরি! এখানে তোমারই সন্ধান কর্‌ছি গো!

রাধা। কেন গো বৃন্দে! এ অভাগিনীকে সন্ধান কর্‌ছ কেন গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তুমি অভাগিনী কেন হবে গো, তুমি ত ভাগ্যবতী গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ভাগ্যবতী হ'লে আজ এমন বিষাদিনী হব, কেন গো?

বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি! তোমায় বিষাদিনী কেন দেখি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার যেমন কপাল, তেমনি দশা গো!

বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি! তোমার কপালের দোষ কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে পরাধীনী, শাশুড়ী ননদিনীর অধীনী, শ্যাম-বিরহে বিষাদিন .গা।

বৃন্দা। ওগো রাধা-বিনোদিনি! শ্যাম-বিরহে বিষাদিনী কেন হ'লে গো? এখন ত এ অসময় গো, তা অসময়ে রসময়ের জন্য এমন বিরহ কেন গো?

গীত।

ওগো, বল গো বল রাজনন্দিনী।
অসময়ে রসময়ে হেরিতে কেন বিষাদিনী॥
তুমি গো রাই বিনোদিনী,
ব্রজ-মাঝে আহ্লাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে হ্লাদিনী, মধুর রস-উন্মাদিনী॥
কি কারণে অকারণে,
অসময়ে আশা পূরণে,
মন টেনেছে সেই চরণে কৃষ্ণধনের শরণে—
গোবিন্দে রাখ স্মরণে, র'বে না কেউ প্রতিবাদিনী॥

ওগো শ্রীমতি! শ্যামের প্রতি সম্প্রতি এমন মতি কেন হ'ল গো? এ দাসী বৃন্দাকে তার কারণ বলবে কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, তোমাকে বল্‌ব না ত, সে কথা আর কা'কে বল্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তবে বল, শুনি গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে, আমায় গোবিন্দ ধন দেখাতে হবে গো! যার জন্য আমার মন উচাটন, সেই হৃদয়-রতন কৃষ্ণধন কৈ, একবার আমায় দেখাও গো! আমি তোমার করে ধ'রে বিনয় ক'রে বল্‌ছি, আমায় কৃষ্ণ দাও—আমাকে প্রাণে বাঁচাও গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এ অসময়ে এ তোমার কেমন আব্দার গো! দিবসে পীতবাসের দেখা কি ক'রে পাবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, যেমন ক'রেই পার, তাকে দেখানই চাই গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! আমি যে নারী গো! নারী হ'য়ে এমন কাজ কর্‌তে নারি গো!

রাধা। না গো বৃন্দে! তা বল্‌লে চল্‌ছে না গো! আমায় কৃষ্ণধন দেখাতেই হবে, নৈলে কিছুতেই তোমায় ছাড়্‌ব না গো!

বৃন্দা। বলি, ওগো ঠাকুরাণি! সহসা এমন ধারা কৃষ্ণ-বিরহ জেগে উঠ্‌ল কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! ও সব কেনর কি উত্তর দিব গো। এখন বিনয় ক'রে বল্‌ছি, তুমি আমার কৃষ্ণধনের দেখা মিলিয়ে দেও গো!

গীত।

বিনয় করি সহচরী, দেখাও আমায় কৃষ্ণধন।
বুঝি গিয়েছে গোঠে, যমুনা-তটে কিংবা গিরি গোবর্দ্ধন॥
গিয়েছে আনন্দ মনে, সঙ্গে ল'য়ে রাখালগণে,
গুরুজনে হেরি অঙ্গনে, নারিনু শ্যাম দরশনে;

আমার ইহ-পরকাল, সেই চিকণ কালো
জানি চিরকাল'—
এখন কালে কাল হ'ল আমার নন্দের গোধন ॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! নন্দের গোধন যদি তোমার কৃষ্ণধনের দরশনে বাধা দেয়, তা হ'লে দোষ কা'র গো? বোধ হয়, নন্দ যশোমতীই দোষী; কেমন, নয় গো?

রাধা। না গো বৃন্দে! তাঁদের দোষ কি গো?

[গীতাংশ]

নিরীহ সে নন্দ ঘোষ, নাহি তার কোন দোষ,
যশোমতীও নির্দ্দোষ, করে নি সে কিছু দোষ;
নন্দের আনন্দ-ধন, যশোদার জীবন-ধন,
ব্রজের সর্ব্বস্ব ধন;—
আমার গোবিন্দ ধন, বিনে জীবন হ'ল নিধন ॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! শুন্‌ছ গো?

রাধা। কেন গো বৃন্দে, কি বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। বল্‌ছি ভাল গো, বল্‌ছি ভাল। বলি, তোমার প্রাণধন যখন গোধন নিয়ে গোষ্ঠে যান্, তখন কি তিনি তোমার মুখপানে চেয়ে দেখেন নি গো?

রাধা। না গো বৃন্দে, সে নিষ্ঠুর বাঁকাশ্যাম একবার বাঁকা চোখেও চেয়ে গেল না গো!

বৃন্দা। তা হ'লে ত বাছা, তুমিও তার চাঁদমুখখানি দেখ্‌তে পাও নি? সে দেখার ভাগ্যি তোমার ঘটে নি বল?

রাধা। না গো বৃন্দে! তখন স্বামী, শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতি গুরুজন সব আঙ্গিনাতে ছিল গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তা' হ'লে লজ্জায় আর গুরুজনের ভয়ে চাইতে পার নি বুঝি, কেমন গো?

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে! সেইজন্য আমিও আঁখি পালটিতে পারি নি গো?

বৃন্দা। ওগো বাছা! তবে ত বড় কষ্টের কথা বটে গো!

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে, তাকে না দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে গো। সেইজন্যই তাকে দেখ্‌তে আগ্রহ হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! অসময়ে এমন আগ্রহ ক'রো না, বাছা। তা'তে শুভগ্রহ নাই, বরং নিগ্রহ হবে গো!

রাধা। কেন গো বৃন্দে, নিগ্রহ কিসে হবে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কেন নিগ্রহ হবে, বল্‌ছি; তুমি অনুগ্রহ ক'রে শোন গো!

গীত।

ওগো রাধা, শোন রাধা কেন সহিবে সদা নিগ্রহ।
ত্রিলোকে কবে পুলকে শ্যাম-কলঙ্ক লোক-নিগ্রহ॥
হের বিমানে রবিগ্রহ, দিবসে ঘটাও কি গ্রহ,
পাবে না তার অনুগ্রহ, এখন করিয়ে বিফল অনুগ্রহ॥
বিরূপ তোমায় শুভগ্রহ, রুষ্ট তোমার নবগ্রহ,
নষ্ট বুদ্ধি করে সংগ্রহ, যত তোমার দুষ্টগ্রহ;—
পেলে গোবিন্দ বিগ্রহ, কাটে তোমার এ কুগ্রহ,
গ্রহ ফেরে গোবিন্দের গ্রহ, আগ্রহে হয় গলগ্রহ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! গ্রহ আমায় নিগ্রহ কর্‌বে না গো, আমার শ্যাম-বিগ্রহের দেখা পেলে সব নিগ্রহ, অনুগ্রহ হ'য়ে যাবে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতী গো! তা হ'লে এখন কি কর্‌তে মতি করেছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! অন্য মতি আর কি কর্‌ব গো, শ্রীমতীর মতির সেই শ্রীপতিকে দেখ্‌তে মতি হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! ভাল অনুমতি কর্‌লে গো! এখন কি ক'রে তাঁকে দেখ্‌তে যাবে গো, তা হ'লে যে বড় কলঙ্ক হবে, গো বাছা!

রাধা। ওগো বৃন্দে! শ্যাম-কলঙ্কে আমি ডরি না গো!

বৃন্দা। 'কেন গো শ্রীমতি! কলঙ্কে ডর' না কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! শ্যাম-কলঙ্ক আমার অলঙ্কার গো; অলঙ্কার পর্‌তে নারী কি কখন ডরে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তবে এখন কি কর্‌বে, তাই বল গো শুনি?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কি আর কর্‌ব গো, আমি শ্যাম-দরশনে যাব গো!

বৃন্দা। ওগো রাই! তোমার শ্যামরায় ওই মথুরার পথে গেছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আমিও মথুরার পথে যাব গো!

বৃন্দা। ওগো কমলিনি! সে কি কথা গো! তুমি যে রাজনন্দিনী, তুমি কেমনে মথুরায় যাবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যেমনে যেতে পারি, তার উপায় তুমি ক'রে দেও গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তুমি কি কিছু ঠিক কর নাই গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, তা করেছি বৈকি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! কি ঠিক করেছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি দধি দুগ্ধ বিকাবার ছলে মথুরায় যাব গো!

গীত।

ওগো বৃন্দে সই, শোন তোমায় কই,
আমি যাব গো মথুরা।
নিয়ে মাথায় দধি দুগ্ধ
ঘৃত ছানার পসরা॥
না হেরিলে প্রাণ-কানাই,
রাই-দেহে প্রাণ রবেক নাই,
কোথা' গেলে শ্যামকে পাই,
বল সখি বল গো তোমরা।
বল সখি উপায় বল,
সবাই আমার সাথে চল,
গোবিন্দ বিনে মন চঞ্চল,
দাস গোবিন্দ দিশেহারা॥

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি। তা হ'লে ত যারা মথুরায় ভার নিয়ে নিতুই বিকি কর্‌তে যায়, তাদের সঙ্গে যেতে হবে গো!

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে, আমি তাদের সঙ্গেই ত পসরা মাথায় নিয়ে যাব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এর উপায় ত আমি কর্‌তে পার্‌ব না, বাছা! তুমি অপরের কাছে যাও গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি আবার কার কাছে যাব গো! তুমিই ত আমার শ্যাম-মিলনের সখী আছ গো!

বৃন্দা। না গো ঠাকুরাণি! আমি সে-সব কিছুই নই, আমার মা বড়াই বুড়ীই এর গোড়া গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে তুমি সেই বড়াই বুড়ীকেই ডাক না কেন গো, সে ত নিতি নিতি মথুরায় বিকি কর্‌তে যায় গো!

বৃন্দা। হ্যা গো শ্রীমতি! বড়াই-মা আমার রোজই মথুরায় পসরা নিয়ে যায় গো? তুমি তাঁর সঙ্গে মথুরায় যাবে নাকি গো?

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে! আমি বড়াই-মা'র সঙ্গেই মথুরার হাটে যাব গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! পসরা নিয়ে মথুরায় গিয়ে তুমি কি কর্‌বে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি আর কিছু কর্‌ব না গো কেবল আমার শ্যামরায় কোথায় আছে, তাই দেখ্‌তে যাব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! হঠাৎ তাঁকে দেখ্‌বার জন্য এত ব্যাকুল হ'লে কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যে বাঁশী বাজিয়ে গেল গো, তার বাঁশী শুনেই ত আমি এমন উদাসী হয়েছি গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! এমন অস্থির হ'লে কি হবে, বাছা! স্থির হও।

গীত।

ওগো রাজনন্দিনী ধনি,
প্রেমে অত হ'য়ো না অস্থির।
কৃষ্ণ-প্রেম করিতে স্থির,
কর কৃষ্ণের প্রতি মতি স্থির॥
যখন যার সময় হয়, তখনি সে উদয় হয়,
অসময়—সুসময় হয়, কে কোথা করেছে স্থির॥

শ্রীগোবিন্দের প্রেম সাধায়, ভোগায় রাধা বহু বাঁধায়,
জটিলে কুটিলের বাধায়, দাস গোবিন্দ নয় সুস্থির ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! বাজে কথা ব'লে কাল নষ্ট ক'রো না গো, আমার শ্যামরায়কে দেখাও, আমার জীবন বাঁচাও গো! বড়াই যাকে ডাক্ দেও গো, আমি তার সঙ্গে পসরা মাথে মথুরার পথে যাব গো!

বৃন্দা। বলি, ওগো ঠাকুরাণি! তোমার ও ঠারে-ঠোরের কথা ছেড়ে দেও গো; এখন তোমার মনের আসল মতলবখানা কি, তাই খুলে বল গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, আমার আসল মতলব যে কি, তা ত তোমায় বল্‌লেম গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে ত শুন্‌লেম গো—নাগর দরশনে নাগরীর আশা হয়েছে।

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে, এ ভিন্ন অন্য বাসনা এখন আমার নেই গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তবে সব কথা খুলে-খেলে বল, গো বাছা! সব শুনে—যা কর্‌তে হয়, তা এখনই কর্‌ছি। তোমার মতলব কি?

রাধা। ওগো দূতি! আমার মনের মতলব কি শুন্‌বে?

গীত।

যে যাবে মথুরার দিকে, যাব আমি তার সনে।
ভেটিব নাগর কানু করেছি মনোবাসনে ॥
পরোক্ষে শুনিয়ে গুণ,
জ্বলেছে মনে প্রেমাগুন,
সে আগুন হ'য়ে দ্বিগুণ,
এখন ধরেছে বসন-ভূষণে ॥

যাব দেখিতে কালোসোণা,
করেছি মনে বাসনা,
বিনে গোবিন্দের উপাসনা,
ত্যজিব প্রাণ অনশনে ॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তবে কি নিতান্তই নাগর দরশনে যাবে গো?

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে! আমি নিশ্চয় যাব গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তাতে যদি তোমার কলঙ্ক ঘটে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, তবু আমি শ্যাম দরশনে যাব গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! সেখানে কি ছলে যাবে গো? আর সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে, তাও ত কিছু বল্‌ছ না গো!

রাধা। বৃন্দে গো! কি কর্‌ব শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো—

(সুরে) অলখে লখিব কানু না দিব পরিচয়।
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাব গুরুকুলের ভয় ॥
না পরিব আভরণ, না পরিব বাস।
তনু আচ্ছাদিয়ে লব নিজ নীলবাস ॥
যদি না নাগর দিঠে, দিঠি পড়ে মোর।
রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর ॥
তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিবে গোপতে।
রাধা ব'লে কানু যেন না পারে চিনিতে ॥
গোবিন্দদাস বলে এও কি কভু হয়।
পূর্ণিমার চাঁদ কি হাতের আড়ে রয়?

গীত।

তোরা আয় গো আয়, আয় সবে ত্বরায়,
কে কে যাবি বিকিতে মথুরায়।
আমার মন যেতে চায়, পসরা মাথায়,
যথায় আছেন সেই শ্যামরায়॥
যে শুনেছে শ্যামের গুণ,
তারি বুকে ধরেছে ঘুণ,
শ্যামের বাঁশী করেছে খুন,
তাই রাইয়ের প্রাণ বাহিরায়॥
কলঙ্কে আর নাহি ভয়,
বড়াই মা দিবে গো অভয়,
হয়েছি তাই মনে নির্ভয়,
ভয়ে রাই আর না ডরায়॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! আর চেঁচাচেঁচি হাঁকাহাঁকি ক'রে ডাকাডাকি কর্‌তে হবে না গো, ঐ যে বড়াই মা পসরা নিয়ে এই দিকেই আস্‌ছেন। ওঁর সঙ্গেই তুমি মথুরায় যাও, বাছা!

পসরা লইয়া বড়াইয়ের প্রবেশ।

বড়াই। বলি, ওগো শ্রীমতি! আজ তুমি এত চঞ্চলমতি হ'লে কেন গো?

রাধা। ওগো মা-বড়াই গো! সে কথা তোমাকে বল্‌তে আমি যে বড় ডরাই গো!

বড়াই। ওগো রাই! ডর কিসের গো? তোর প্রেমডোর শক্ত

করতে এসে আমায় যে, জীবন-ভোর ব্রজে থাকতে হয়েছে গো! তোর কি হয়েছে তাই বল্‌না গো?

রাধা। ওগো বড়ি মাই! আমার কি হয়েছে শুনবে গো?

বড়াই। ওগো রাই! শুন্‌ব ব'লেই ত তোর ডাক্ শুনে কাছে এলেম গো! তুই আমায় ডাক্‌ছিলি কেন গো বাছা?

রাধা। ওগো বড়ি মাই! কেন ডাক্‌তে বল্‌ছিলেম, বলি শোন গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তোমাকে বল্‌তে হবে না গো, আমিই তোমার হ'য়ে ব'লে দিচ্ছি গো!

[তুক্ক-কীর্ত্তনাঙ্গ]

ওগো বড়ি মাই, কহিতে ডরাই, রাই-অন্তরের কথা।
কারে না কহিবি, শপথ রাধার, দেখা ওর শ্যাম কোথা॥
বাঘিনীর মাঝে বসতি রাধার, না ছাড়ে দীরঘ শ্বাস।
(হরিণী থাকে বাঘিনীর মাঝে) (হরি নিয়ে হরিণী এ রাধা তেমনি থাকে)
(জোরে জোরে শ্বাস ফেলে না), (রুদ্ধশ্বাসে আশ্বাস পায়)
কি কব বিশেষ, আঙিনা বিদেশ, না পরে নীলিম-বাস॥
রাধার জাতি কুল মান, ধরম করম যাহার লাগিয়া সব গেছে।
(সব গেছে সেই কেশবের লাগি), (সব সঁপে দিয়ে শব হয়েছে)
কানু-অনুরাগ-বাঘ যব বৈঠল রাধার মন-ঘন-কানন মাঝে॥
কালার ভরমে, জলদ না হেরে, না যায় যমুনা-ঘাটে।
(মেঘ দেখে না—বঁধুর বদন মনে পড়ে ব'লে মেঘ দেখে না)
(ঘাটে গেলে নাকি কুল ঘাঁটে) (এ কথা তার ননদিনী রটে)॥
(কিন্তু হাটে গেলে কুল ঘাঁটে না)
পাড়ায় পাড়ায় করে কানাকানি, রাধার কলঙ্ক রটে॥

(তারা ব'সে ব'সে কানাকানি করে) (যত কাণা আর কাণী মিলে)

(মিলে যত কাণাকাণী, করে কত কানাকানি)

নিন্দুকের মুখে আগুন ভেজাই, যাইবে বঁধুর পাশে।

যা থাকে কপালে, তাই হবে কহয়ে গোবিন্দদাসে।

বড়াই। ওগো বৃন্দে, কথাগুলো সব শুন্‌লুম গো; কিন্তু ভাব ত বড় ভাল বুঝ্‌লুম না গো; এ রোগের ঔষধ কে দেবে বাছা?

বৃন্দা। ওগো বড়াই মা, এর উপায় তোমার করাই চাই, নৈলে আমরা রাইকে বুঝি হারাই, শেষে 'হা রাই' 'হা রাই' ক'রে কেঁদে বেড়াতে হবে যে গো!

গীত।

ওগো মা বড়াই, শ্যাম বিনে রাই,
অতি সকাতর মতি।
কহিতে ডরাই, কিসে বাঁচে রাই,
বুঝি হারাই মোরা শ্রীমতী॥
গোষ্ঠ গমনে গেল কালাচাঁদ,
না হেরিল ফিরে রাই-বয়ানচাঁদ,
তাই রাই আজ পেতে নয়ান-ফাঁদ,
গগনের চাঁদ ধরিতে মতি॥
কলঙ্কের মুখে আগুন জ্বেলে.
রাই যেতে চায় কদমতলে,
দেখ্‌বে ব'লে কোন ছলে
প্রাণপতি সেই শ্রীপতি॥

বড়াই। এ দিনের বেলা রাই যাবে কদমতলা, বলিস্ কি গো! তার পর জানিস্ ত—ঠিক দুপুর-বেলা, যখন ভূতে মার্‌বে ঢেলা, রাম-লক্ষ্মণের খেলা।

বৃন্দা। এবার ঠিক কদমতলা নয়—বনে-বাদাড়ে নয়—পথে ঘাটে মাঠে নয়, একেবারে মথুরার হাটে বিকি কর্‌তে গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে বাছা, আমি তোমার মা বড়াই, তোমার কাছে না বড়াই করা ভাল, বরং আমি ডরাই গো! এখন যদি রাইকে শ্যাম না-ই দিই, তবে কি ক'রে সাম্‌লাই গো?

বৃন্দা। সে কথা বল্‌লে চল্‌বে না গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে, গোবিন্দে আন্‌তে পার্‌তাম গো, যদি এখন গোঠে গো-বৃন্দের মধ্যে গোবিন্দ থাক্‌ত গো! এ ত বড় বিষম কথা গো, তাইতে তোমার কথা শুনে আমি যে বড় ডরাই গো!

বৃন্দা। কেন গো বড়াই-মা! তোমার আবার ডর কিসের গো?

বড়াই। ওগো বৃন্দে! শ্রীমতী যুবতী কুলবতী হ'য়ে যে, মথুরায় বিকি কর্‌তে যেতে চায় গো!

বৃন্দা। ওগো মা-বড়াই। তাই ত রাই বল্‌ছেন গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে, সে যে বড় শক্ত ব্যাপার গো!

বৃন্দা। কেন গো বড়াই-মা? তোমার কাছে আবার শক্ত কিসে গো?

বড়াই। ওগো বৃন্দে! মথুরার পথে কি হয়েছে, তা বুঝি তোরা শুনিস্ নি গো?

বৃন্দা। না গো বড়াই-মা! পথে কি হয়েছে গো?

বড়াই। ওগো বৃন্দে! যে পথে মথুরায় যেতে হবে, সেই পথে যে একজন দানী এসে দান আদায় কর্‌ছে গো! দান না দিলে, সে যে যেতে দিবে না গো!

রাধা। ওগো বড়াই-মা! তা'তে আর হয়েছে কি গো?

বড়াই। ওগো শ্রীমতি! কিছু হয় নি, বাছা! তবে দানীকে দান দিতে কড়ি চাই ত গো?

রাধা। ওগো মা-বড়াই! সেজন্য ভাবনা ক'রো না গো! আমি সে দানীকে দান দিয়ে দিব গো!

বড়াই। ওগো—শ্রীমতী গো! সে দানীকে দান দেওয়া বড় সঙ্কট গো বাছা!

বৃন্দা। কেন গো বড়ি-মা! দানীকে দান দিতে সঙ্কট কিসের গো? উনি রাজনন্দিনী, ওঁর কি কড়ির অভাব আছে গো? সে দানী যত দান চাইবে, উনি ততই দিবেন গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে! সে দানী ছড়ি-হাতে পথ আগুলে আছে, দান না দিয়ে যেতে দিবে না গো!

রাধা। ওগো বড়ি-মাই। আমি ত তাই বল্‌ছি গো! দান দিয়েই আমি মথুরায় যাব গো।

[শ্রীকৃষ্ণ নেপথ্য হইতে বংশীধ্বনি করিলেন]

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ঐ শোন গো—

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি ঐ বাঁশী শুনেই মজেছি গো! বাঁশী শুন্‌লে আমি যে আর স্থির থাকৃতে নারি গো!

বড়াই। ওলো রাই! বাঁশী শুনে তুমি অত অস্থির হও কেন গো?

রাধা। ওগো বড়ি-মা! কেন অস্থির হই, শুন্‌বে গো? তবে বলি, শোন গো—

[সুরে]

মোহন মুরলী-রবে, মোহিত করিল সবে,
আর চিত ধরণে না যায় গো। [গমনোদ্যত]

বৃন্দা। ওগো, ঠাকুরাণি! তুমি করছ কি গো? এখনই অম্‌নি চল্‌লে যে গো! দাঁড়াও—আগে পসরা গুছিয়ে নেও, তবে ত যাবে গো!

রাধা। হাঁ গো বৃন্দে, তাই ত যাব গো!

বৃন্দা। তবে এখন হ'তে কোথা যাচ্ছ গো, বাছা?

রাধা। ওগো বৃন্দে! বাঁশী শুনে আত্মহারা হ'য়ে যাচ্ছিলেম গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! অতখানি ভাল নয়, বাছা! যা রয়, সয়, তাই কর্‌তে হয় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমায় মাপ কর গো! তুমি আর বড়ি-মাই যা বল্‌বে, আমি তাই করব গো!

বৃন্দা। ওগো বড়ি-মা! কি ক'রে মথুরায় যেতে হবে, তুমি ব'লে দেও গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে, আমি আর বল্‌ব কি গো? তুমি ত সব জান গো! সেই মত বেশে শ্রীমতীকে সাজিয়ে নিয়ে যাই চল গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! এখন এ দূতী যা বল্‌ছে, মন দিয়ে শোন গো!

রাধা। বল গো বৃন্দে, কি বল্‌ছ? আমি মন দিয়েই শুন্‌ব গো।

বৃন্দা। রাজনন্দিনী গো! তবে বলি, শোন গো—

[সুরে] চল বৃষভানুরাজ-নন্দিনী।

আনন্দে আকুল চিত, প্রেমে অঙ্গ পুলকিত
শুনিয়ে গোবিন্দ পথে দানী॥
সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি, ঘৃত দধি ছানা পুরি,
সারি সারি পসরা সকল।
তাহাতে উড়ানির ডালি, বিচিত্র নেতের ফালি
রাই শিরে হবে ঝলমল॥

নিতম্ব গুরুয়া ভারে, পা টলমল করে,
যেন মদমত্ত করিণী।
লোটন লুটায় পিঠে, কাঁকালি লুকায় মুঠে,
তাহে শোভা বিচিত্র কিঙ্কিণী॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম,
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়,
যমুনা-কিনারে দিতে দেখা॥
নাগর আছয়ে তথি, হেরিলে সে কুলবতী,
দান ছলে আগুলিবে আসি।
শ্রীগোবিন্দ দাস কয়, গোবিন্দ মুখ নিরখয়,
যেমন চকোরে মিলে শশী॥

গীত।

ওগো রাজনন্দিনী গো, যেতে হবে এমনি ভাবে।
যেমনি ভাবে বলি কথায়, সাজ্‌তে হবে তেমনি ভাবে॥
সোনার ভাঁড়ে দই ক্ষীর,
নিয়ে পসরা হও বাহির,
চল্‌বে পথে অতি ধীর,
যেয়ো না যেন অধীর ভাবে॥
যাবে তরুর ছায়ে-ছায়ে,
যমুনা-তীরে পায়ে-পায়ে;
দাস গোবিন্দ গোবিন্দের পায়ে
যেন পায় হে আপন স্বভাবে॥

বড়াই। ওগো রাই! বৃন্দে যেমন যেমন বল্‌লে তেমনি ভাবে সেজে-গুজে আমার সঙ্গে মথুরায় চল গো!

রাধা। হাঁ গো বড়ি-মা, আমি ঠিক তাই যাব গো!

বড়াই। ওগো শ্রীমতি! শুধু তুমি একা গেলে লোকে কি ভাব্‌বে গো।

রাধা। ওগো বড়ি-মাই! তবে আর কা'কে সঙ্গে নিয়ে যাব গো?

বড়াই। ওগো রাই! যে যেতে চায়, তাকেই সঙ্গে নিতে পার গো! বলি, ওগো বাছা! তোমার সঙ্গিনীরা সব যাবে না গা? তাদের একবার জিজ্ঞেস্ ক'রেই দেখ না গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি কি আমার সঙ্গে মথুরার হাটে যাবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীতি! তুমি যদি যাও, আর দূতীকে যদি যেতে অনুমতি দেও, তা হ'লে আমাকে যেতে হবে বৈকি গো!

বড়াই। ওগো বাছা বৃন্দে, তবে আর দেরি ক'রো না গো! পসরা সাজিয়ে নিয়ে এস গো।

বৃন্দা। ওগো বড়ি-মা! তুমি রাজপথে একটু দাঁড়াও গো; আমি সব ঠিক ক'রে নিয়ে যাচ্ছি গো।

বড়াই। আচ্ছা গো বাছা! তোমরা এস, আমি পথে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই গো। [প্রস্থান।

রাধা। ওগো বৃন্দে!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! কি বল্‌ছ গো?

রাধা। বৃন্দে গো! বল্‌ছি কি—মথুরায় যে বিকি কর্‌তে যাব গো! তা কেমন ক'রে পসরা সাজাতে হয়, তা ত আমি কিছু জানি নে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি, তোমার অনুমতি হ'লেই এই বৃন্দে দূতীই পসরা সাজিয়ে মাথায় ক'রে নিয়ে যাবে গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে, তুমি পসরা সাজাতে জান নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! গয়লার ঘরের মেয়ে পসরা সাজাতে জানি না, বাছা? কি বল্‌ছ গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে তুমি আমার পসরা সাজিয়ে দেও গো।

বৃন্দা। শ্রীমতী গো! তোমার এত সব সহচরী থাক্‌তে পসরা সাজাবার ভার আমাকেই দিলে, বাছা?

রাধা। হাঁ গো বৃন্দে, পসরা সাজাবার ভার আমি তোমাকেই দিলেম গো! তুমি আমার পসরা সাজাবার ভার নিয়ে আমার ভার লাঘব কর গো।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তোমার ভার আমরা নেব কি গো, তোমাদিগেই ভার দিয়ে আমরা যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি গো! তোমার যে ভার, এ অতি তুচ্ছ ভার। আর আমাদের যে ভার, সে ভার তোমার ভারের চেয়ে অনেক উচ্চ ভার।

রাধা। না গো বৃন্দে! তোমাদের ভার উচ্চ ভার হ'লেও আমি তুচ্ছ ভার ভাবি গো! এখন আমার এই ভার ধর্‌বে কি না, তাই বল গো?

বৃন্দা। ওগো রাই! তোমার ভারের জন্য ভাবনা কি গো? ভূভার-হারীর ভার যে ধরে, তার ভার সে ধরে গো? তবে শ্রীমতী গো! তুমি যখন আমাদের ভার ধর, তখন আমরাও তোমার এ ভার ধর্‌ব গো! তোমার পসরা সাজাবার ভার আমি নিলেম গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! তোমরাই আমার কত ভার ধর, আমি আর তোমাদের কি ভার ধরি গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তুমি আমাদের কি ভার ধর, বলি শোন—

গীত।

ভূভারহারী তোমার ভারী,
ধর মোদের সকল ভার।
ধরম করম, সরম ভরম,
সবই তোমার সমিভ্যার॥
দিলে আজ যে তুচ্ছ ভার,
ধর তার কত উচ্চ ভার,
ভব-পারাবারের ভার,
দিয়েছ এই গুরুভার;
যেন ভেবো না ভার, গোবিন্দের ভার
তারিতে ভবপারের ভার॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! বাব বার তুমি ভার ভার ক'রে যা বল্‌লে, তা আমার বোঝা ভার হ'য়ে উঠ্‌ল গো! আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌লেম না গো!

বৃন্দা। বলি, ঠাকুরাণি! লোকে লোকের উপকার করে কেন গো?

রাধা। ওগো দুতি! তারা উপকার পাবার জন্য উপকার করে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! আমি যে তোমার শ্যাম-মিলনের উপলক্ষ্য পসরা সাজাবার ভার নিলেম, এর বদলে আমাদের একটা ভার ত তোমায় নিতে হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তোমাদের আবার কি ভার নেব গো? তোমাদের কি কোন ভার আছে নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো কমলিনি! আমাদের ভার এখন নেই বটে, তা একদিন ত ভার হবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যেদিন ভার হবে, সেদিন ভার নিব গো? দিলে যে নিতে হয়, আর নিলে যে দিতে হয়, তা ত তুমিই আমায় শিখিয়েছ গো।

বৃন্দা। তবে রাধারাণী গো! আমাদের দেহভার দিন দিন পাপভারে ভারী হ'য়ে উঠ্‌ছে; তুমি আমাদের. ভব-পারাবার পারাপারের ভার ধর গো।

রাধা। ওগো দুতি! যখন তোমাদের সে ভার ধর্‌বার সময় হবে গো, তখন আমি তোমার ভার নেব গো! এখন আমার ভার নিয়ে মথুরার পথে চল গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কি বল্‌লেন, আর একবার আমায় বলুন গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! এক কথা কতবার বল্‌ব গো?

বৃন্দা। আহা বাছা, রাগ ক'রো না নিজের ভারের ভাবনায় তোমার ভারের কথা ভুল হ'য়ে গেছে গো! কি ভার দিলে, আর একবার বল?

রাধা। ওগো সহচরি! তবে বলি, শোন গো—

গীত।

শোন বৃন্দে সই, মনের কথা কই,
চল যাই মথুরায়।
দধি দুগ্ধ নিয়ে যাই মথুরায়
হেরিতে সে শ্যামরায়॥
বড় বিপদ দেখি ধরায়,
এ বিপদে কেবা তরায়,

চল যাই দেখিতে ত্বরায় দানীবেশে সে পীতধড়ায়,
মথুরায় শ্যামরায় কি মোহন বেশে দাঁড়ায়॥
পুলকে পাই মোহন চূড়ায়,
পলকে যে আবার হারায়,
রাধা ধরা যায় পীতধড়ায়,
আমরা দেখিব সে গোবিন্দ রায়?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্যাম-দরশনে যে, যাব যাব বল্‌ছ গো, তা সেখানে যেতে পথে বাধা আছে, শুন্‌লে ত গো বাছা?

রাধা। হাঁ গো বৃন্দে! তা শুনেছি বৈকি গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! আমার বোধ হয়, তুমি শোন নেই গো।

রাধা। হাঁ গো বৃন্দে, শুনেছি বৈকি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি। শুন্‌লেও তোমার হয় ত মনে নেই গো।

রাধা। না গো দূতি! আমার সব মনে আছে গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কৈ—কি মনে আছে, বল দেখি গো শুনি। আমার বোধ হয়, তোমার মনে নাই গো!

রাধা। কেন গো বৃন্দে! কিসে বুঝ্‌লে গো আমার মনে নাই? জান্‌লে কি করে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমার যে মনে নেই, তা জান্‌লেম কি ক'রে, শুন্‌বে গো?

রাধা। হাঁ গো বৃন্দে, বল না বাছা! শুনি।

বৃন্দা। ঠাকুরাণি গো! যদি সে-সব কথা তোমার মনে আছে, তবে বাছা, তেমন কিছু আয়োজন না ক'রেই যে মথুরায় যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দিচ্ছ গো?

রাধা। ওগো সহচরী! আবার কি আয়োজন করতে হবে গো?

বৃন্দা। বলি শ্রীমতি গো! সেই যে দানী পথ-আগুলে ব'সে আছে, তাকে দান না দিলে যে, সে যেতে দেবে না। তার আয়োজন ত কিছুই করলে না, গো বাছা?

রাধা। ওগো বৃন্দে! দানী পথ ছেড়ে না দেয়, তাকে দানের কড়ি দিব গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! সে দানী কি কেবল কড়ি-দানই নেয় গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে সে আবার কি নিতে চায় গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে দানীতে কি নিতে চায়, শুনবে? সে বিনিমূলে কিনিতে চায় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে দানী যদি এমন দানী, তবে ত সে সামান্য দানী নয় গো!

বৃন্দা। না গো ধনি! সে দানী সামান্য দানী নয়, সে অসামান্য দানী গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে দানীর কথা বল না গো, আমি একটু শুনি।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! দানীর কথা শুনবে? তবে শোন গো—

গীত।

শোন গো রাই কমলিনী, সে দানী নয় সামান্য দানী,
বিনিমূলে সব দানই দানী চায় কিনিতে।
জানি না এ দানী, চাহিবে কি দানই
দেবে গো তুমি ধনী, দানীকে দান কি নিতে॥

শুনেছি ইদানী, নূতন দানীর আম্‌দানি,
যারে যে দান চায় দানী, যেই দানী দেয় সেই দানই ;—
দেখিলে তোমায় দানী, না জানি সে নূতন দানী,
চেয়ে বস্‌বে কোন্ দানই, পারিবে কি তা দানিতে ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে ! সে দানী যেমন দানীই হ'ক্ না কেন, আমাকে সে যে দানই চাইবে, আমি দানী হ'য়ে দানীকে সেই দানই দান কর্‌ব গো !

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! সে দানী যদি ইদানী তোমার গোবিন্দ দানী হয়, তা হ'লে কি কর্‌বে গো ?

রাধা। ওগো দূতি ! আমার গোবিন্দ যদি সে দানী হয় গো, তা হ'লেও সে যা চাহিবে, তাকে তাই দিব গো !

বৃন্দা। ওগো দানী দাতা ! সে দানী যদি গোবিন্দ দানী না হয়, তা হ'লে কি কর্‌বে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! সে যদি গোবিন্দ দানী না হয়, তা হ'লেও সে যা চাইবে, তাকে তাই দিব গো।

বৃন্দা। আচ্ছা গো ঠাকুরাণি ! যদি সে দানী তোমার কাছে প্রাণ দানই চায় গো, তখন কি কর্‌বে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! দানীকে প্রাণদানই দিব গো !

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তোমার একটা প্রাণ ক'জনকে দান কর্‌বে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ; একটা প্রাণ আবার ক'জনকে দান করা যায় গো ?

বৃন্দা। তা ঠাকুরাণি গো ! তুমি যখন দানী, তখন সে কথা তুমিই ত জান, আমি তার কি জানি গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! একটা প্রাণ একজনকে একবারই দান করা যায় গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তবে যে প্রাণ শ্যামকে দান করেছ, সে প্রাণ আবার কাকে দান কর্‌তে চাইছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, দান করা প্রাণ আমি কোথায় পাব গো! সে যাকে দিয়েছি, তার কাছেই ত আছে গো!

বৃন্দা। বলি, ওগো ঠাকুরাণি! তোমার প্রাণ ত তোমার কাছেই আছে গো!

রাধা। না গো বৃন্দে! আমার প্রাণ আমার কাছে নেই গো! বৃন্দে গো! আমার প্রাণ আমার সেই প্রাণনাথের কাছে আছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তবে নূতন দানীকে তুমি কার প্রাণ দিবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার কাছে যে প্রাণ আছে, আমি তাই দিব গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি, তা যদি পার গো, তা হ'লে বুঝ্‌ব যে, তুমি দানীর মত দানী বট' গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এখন কি কর্‌ব বল গো?

বৃন্দা। ওগো রাধারাণি! এইবার তুমি মথুরায় যেতে পার গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে মথুরা যাবার পথ ভাল চিনি না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! মথুরার পথ ত তোমার খুব চেনা পথ গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ আবার তুমি কি বল্‌ছ গো! আমি কখন্‌ মথুরায় গিয়েছি? তবে মথুরার পথ চিন্‌লেম কেমন ক'রে গো? এই ত সবে আজ সে পথে পা বাড়িয়েছি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! যে পথে যমুনার ঘাটে জল আন্‌তে যাও,

যে পথ নিকুঞ্জের ধার দিয়ে যমুনার দিকে গিয়েছে, সেই পথেই যে, মথুরায় যেতে হয় গো!

রাধা। ওগো দূতি! সে পথেও ত আমি একা কখন চলি নি গো! তাই এ পথেও একা যেতে সাহস হচ্ছে না গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! একা যেতে সাহস হচ্ছে না কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কেন সাহস হচ্ছে না, বলি গো;—

গীত।

আমি কুলবতী যুবতী নারী, চলিতে নারি একা পথে।
একা পথে যেতে যেতে, পাছে চ'লে যাই সেই বিপথে॥
চলি নি কভু একা পথে,
তাই চাই না যেতে একা পথে,
চ'লে গেলে ভুলে অন্য পথে
কাহারে সুধাব পথে॥
একা যুবতী গেলে পথে,
লজ্জা দেয় লোকে পথে,
নিয়ে যেতে চায় কুপথে,
দেখায় না কেউ সুপথে;—
নারী যদি যায় গো পথে,
পদে পদে বিপদ্ পথে,
দাস গোবিন্দের একা পথে
যাতায়াত সেই এক পথে॥

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তুমি একা কেন পথে যাবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে পথে তবে কে আমার সঙ্গে যাবে গো?

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! আমি যাব, ললিতা বিশাখা যাবে, বড়ি-মা তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে পথে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি সঙ্গে যাবেন, তবে একা যেতে হবে কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আর যদি কেউ না যায়, তবে তুমিই আমাকে নিয়ে না হয় চল গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! আমি একা যাব কেন গো! সকলকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে যাব গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কে কে যাবে, তাদের ডেকে নেও গো! বড় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে-সব আমি ঠিক-ঠাক্ ক'রে নিচ্ছি গো! ওগো ললিতা! ওগো বিশাখা! ওগো চিত্রা! ওগো মুঞ্জরি! তোরা সব কে কে মথুরার হাটে দুধ দই বিকি করতে যাবি, শীঘ্র আয় গো! রাই আমাদের আজ হাটে বিকি কর্‌তে চলেছেন, আমরাও সবাই মিলে শ্রীমতীর সঙ্গে যাই আয় গো!

গীত।

তোরা আয় গো আয়, যদি যাবি মথুরায়
দধি দুগ্ধ নবনী বিকিতে।
শুনেছি মথুরার হাটে, সকল বস্তু ত্বরায় কাটে,
নগদা বই বিকি নাই বাকীতে॥
আয় বিশাখা, আয় ললিতে,
ক্ষতি নেই তোদের বলিতে,
রাইয়ের সাথে হবে মথুরার পথে চলিতে—

শুনি শ্যাম আছে সে পথে, দান মাগে দানীরূপেতে,
দাঁড়ায়ে ওই পথে,
তাই প্যারী যায় মথুরার পথে,
চায় দানীরে দেখিতে ;
সবাই সঙ্গে গেলে মথুরাতে, ব্যাপারে হবে না ঠকিতে ॥

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা প্রভৃতি
সখাগণের প্রবেশ ।

ললিতা। ওগো বৃন্দে দূতি ! আমাদের সব ডাক্‌ছিস্ কেন গো ?

বৃন্দা। ওগো ললিতে ! এসেছিস্ গো ? আয় আয়, সবে আয় গো !

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! আমাদের ডাক্‌ছিস্ কেন গো ?

বৃন্দা। ওলো বিশাখা ! রাই আজ বি-সখা হ'য়ে আমাদের সঙ্গে মথুরার হাটে বিকি কর্‌তে যেতে চায় গো, তাই তোদের ডেকেছি গো !

চিত্রা। ওগো বৃন্দে দিদি গো ! আমরা ত সব এসেছি গো ! এখন কি কর্‌তে হবে, তাই বল গো !

বৃন্দা। ওগো চিত্রা ! সবাই মিলে একসঙ্গে জুটে, দল বেঁধে গেলে সেখানে হাটে কেউ আমাদের হঠাতে পার্‌বে না, আর ঠকাতেও পার্‌বে না। তাই সবাই একযোগে যাব ব'লে তোদের ডাক্‌লেম গো !

বিশাখা। মথুরার সে পথে যেতে যে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে গো !

বৃন্দা। কেন গো বিশাখা ! সে পথে কি আছে গো ?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! মথুরা যাবার পথে এক বালক-দানীর আম্‌দানি হয়েছে গো !

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! সে বালক-দানীকে এত ভয় কিসের গো ? দান দোব আর চ'লে যাব গো !

বিশাখা। সে দানী যে পথে-ঘাটে লোকের ঝি-বৌ ধ'রে দান মাগ্‌ছে গো! যে দান দিতে না চায়, তারে নাকালের একশেষ করে গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা, দানের কড়ি পেলে আর কিছু বল্‌বে না গো!

বিশাখা। না গো বৃন্দে! আমরা সে পথে যাব না গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! দানীর জন্য তোদের কোন ভয় নেই গো! আমাদের সঙ্গে বড়াই-মা যাবেন গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে, তবুও সে দানীকে ভয় হয় গো!

বৃন্দা। ওগো! আমাদের সঙ্গে ত রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাই দানী হ'য়ে সে দানীকে দান দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! তা' হ'লে যেতে পারি গো!

বৃন্দা। আচ্ছা, বিশাখা গো! তুই সে বালক-দানীকে দেখেছিস্ গো?

বিশাখা। হাঁ গো বৃন্দে, দেখেছি বৈকি গো!

বৃন্দা। ওলো বিশাখা, সে দানী বালক কেমন, বল্ ত গো শুনি?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে, তবে বলি, শোন গো—

গীত।

এ দানী বালকে, দেখিয়ে এ লোকে
মনে হয় এ লোক কে, এলো কে—এ লোকে।
দেখে নাই কোন লোকে, এ বালকে এ তিন লোকে
বলে লোকে এ বালকে দেখি নাই ইহলোকে॥
কেউ বলে কপট বালক এ,
কেউ বলে এ রয় গোলোকে,
কেউ বলে বিশ্বপালক এ
থাকে পরলোকে ;—

ললাটে হেরি তিলকে, মনে হয় পূজ্য ত্রিলোকে ॥
নিন্দা করে অবোধ লোকে,
চিন্‌তে পারে সুবোধ লোকে,
প্রবোধ হইলে লোকে
যায় সর্ব্ব-গর্ব্ব-খর্ব্ব লোকে ;—
দেখি বালকে সিদ্ধলোকে,
বলে থাকে সে ধ্রুব-ব্রহ্মলোকে,
জনলোকে কি তপোলোকে,
স্বর্গলোকে মর্ত্তলোকে
উন্মত্তচিত্ত লোকে
নৃত্য করে নিত্যলোকে ;
কি পুরুষ কি স্ত্রীলোকে, যেরূপে দেখে যে লোকে,
সেরূপে সুখী সে লোকে পুলকে,
হেরিয়ে গোবিন্দ লোকে, গোবিন্দ হারায় পলকে ॥

বৃন্দা। ওগো বিশাখা গো! তুই ত লোকে লোকে ক'রে কত কথাই বল্‌লি গো! বলি, এসব কথা তোকে বল্‌লে কে গো?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! কে আর বল্‌বে গো? লোকে সব বলাবলি কর্‌ছে, তাই শুনে এলেম গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা গো! লোকে কি না বলে গো? লোকের কথায় কান দিতে গেলে আমরা গোয়ালার মেয়ে, আমাদের কি দিন গুজ্‌রাণ চলে গো? একটা বালক-দানীর ভয় ক'রে ঘরে ব'সে থাক্‌লে হাটে যাওয়া বন্ধ হবে যে গো! হাট বন্ধ হ'লে পেট চল্‌বে কি ক'রে গো?

বিশাখা। ও ভাই বৃন্দে! তুই যতই বল্ গো, আমি কিছুতেই ও পথে যাব না গো!

বৃন্দা। বলি, আমরাও ত সবাই যাচ্ছি গো! রাজনন্দিনী রাই যাচ্ছেন, বড়াই-মা যাচ্ছেন, ললিতা, চিত্রা, ধীরা সবাই যাচ্ছে, তবু তোর যেতে এত ভয় হচ্ছে কেন গো?

বিশাখা। ওগো দূতি! আমি তোর ও দূতী-গিরিতে ভুল্‌ছি না গো! আমি সব জানি গো, সব জানি।

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! কি জানিস্ লো—কি জানিস্?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! কেউ যদি আগুনে পড়্‌তে যায়, তার দেখাদেখি কি সবাই আগুনে পড়্‌বে নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! এ আবার কি কথা গো! মথুরায় যাওয়া আর আগুনে পড়্‌তে যাওয়া কি এক কথা নাকি গো?

বিশাখা। ওগো দূতি! তা এক বৈ কি গো! বলি, পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে ব'লে কি মাতঙ্গও আগুনে পুড়ে মর্‌তে যাবে নাকি গো? তোরা যদি লাজ-সরমের মাথা খেয়ে সেই দানীর কাছে ধস্তাধ্বস্তি হ'তে যাস্, তা' ব'লে আমরাও কি তাই ক'রে পস্তাতে যাব নাকি গো? তোরা যাবি যা, আমি যাব না গো!

বৃন্দা। কেন গো বিশাখা, যাবি না কেন গো? কি হয়েছে গো?

বিশাখা। মথুরায় যাবার কথা শুনে আমার জ্বর হয়েছে গো!

বৃন্দা। সে কি গো বিশাখা? তোর জ্বর হয়েছে কি গো? বলি. কি জ্বর হয়েছে গো?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! কি জ্বর হয়েছে, তা জ্বরই জানে গো। আমি ত আর জ্বর হই নি? জ্বরই আমার হয়েছে। সে কি জ্বর হয়েছে, তা জ্বরই জানে, আমি তা কি ক'রে জান্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! তোর যদি জ্বরই হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ত কবিরাজ দেখানো দরকার হয়েছে গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! কবিরাজ জ্বরের কি কর্‌বে গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! আর কিছু করুক্ আর নাই করুক্, নাড়ী টিপে নারীর নাড়ীর খবরটা ত বল্‌তে পার্‌বে গো?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! নারীর নাড়ীর খবর কবিরাজ দেখ্‌তে জানে না গো!

বৃন্দা। বলি ওগো বিশাখা! তোর যে জ্বর হয়েছে, তার লক্ষণ কি, বল্‌তে পারিস্ গো?

ললিতা। ওগো, আমরা জানি না ব'লেই ত তোকে রোগের লক্ষণটা বল্‌তে বল্‌ছি গো! তুই ব'লে আমাদের জানিয়ে দে না গো!

বিশাখা। ওগো ললিতে! তবে আমার জ্বরের লক্ষণ বলি, শোন গো!

গীত।

এ জ্বরে যে জ্বরে, সে জ্বরে হয় জরজর।
শুক্ল পক্ষের পক্ষ যেমন বিপক্ষ লৌহ-পিঞ্জর॥
শিব-জ্বর কি বিষ্ণু-জ্বর,
দৃষ্ট কি অদৃষ্ট-জ্বর,
ইষ্ট নয় যে অনিষ্ট জ্বর.
তাই উষ্ণ গাত্র পুষ্ট জ্বর.
দুষ্টলোকে দেখে এ জ্বর, মেরে করিবে রুষ্ট জ্বর॥

ললিতা। ওগো বৃন্দে! তা' হ'লে বিশাখার বি-সখা জ্বর কি-না— বিরহ-জ্বর হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! শুধু বিশাখার বিরহ-জ্বর হয় নি, আমাদের

সকলেরই ঐ জ্বর ধরেছে গো! তাই ত রাই-তনু সেই জ্বরে জরজর! এ জ্বর সামান্য জ্বর নয় গো। নিদানের বিধানে বলে, এ জ্বরের নাম প্রেম-জ্বর গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি ঠিক ধরেছ গো! আমাদের সকলেরই প্রেম-জ্বর হয়েছে বটে গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! প্রেম-জ্বরের লক্ষণ কি গা?

বৃন্দা। ওগো ললিতা, প্রেম-জ্বরের লক্ষণ কি, বলি তা শোন্ গো—

গীত।

প্রেমজ্বরে জ'রেছে যারে,
সে মরেছে কার পিরীতে।
প্রাণের প্রিয়রতনে পায় না যে হেরিতে,
বিরহে সুসম্পীরিতে—
যে জনা এ জ্বর ভোগে না,
সে মজে না কারু পিরীতে॥
যেমন রাই কেনা শ্যাম-পিরীতে,
শ্যাম কেনা রাইয়ের পিরীতে,
মোরা সখী কেনা রাধা-শ্যামের যুগল পিরীতে;
গুরু কেনা শিষ্যের পিরীতে,
শিষ্য কেনা গুরুর পিরীতে,
ত্রিজগৎ কেনা পিরীতে,
ব্রজে গোবিন্দ কেনা গোপীর পিরীতে॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে এ জ্বরে জরে, সেই পিরীতে পড়ে, নয় গো?

বৃন্দা। হাঁ গো শ্রীমতি! তাই গো!

রাধা। ওগো দূতি! এ জ্বরের কি ঔষধ নাই গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এর ঔষধ—কবিরাজ সব আছে গো!

রাধা। ওগো সহচরি! এ রোগের কবিরাজ কে গো?

বৃন্দা। শ্রীমতি গো! এ রোগের কবিরাজ স্বয়ং বৈদ্যরাজ বৈদ্যনাথ।

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে না হয় বৈদ্যনাথে গিয়ে ধন্না দোব গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমাকে বৈদ্যনাথে গিয়ে ধন্না দিতে হবে কেন গো, স্বয়ং বৈদ্যনাথই যে তোমার পায়ে ধন্না দেন গো। সেই বৈদ্যনাথ শ্যামচাঁদ যে তোমার ঘরের লোক গো! তাঁর কাছে গিয়ে একটু মিলন-পাচন খেলেই এ জ্বর সেরে যাবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আর দেরি না ক'রে আমাদিগে সেই বৈদ্যনাথের কাছেই নিয়ে চল গো!

ললিতা। বৃন্দে! সেখানে গেলে ওষুধের দাম লাগ্‌বে না ত গো?

বৃন্দা। না গো ললিতে! সে বৈদ্যনাথের দাতব্য চিকিৎসাশালা, সেথা বিনিমূলে ওষুধ পাওয়া যায় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে সেইখানে আমাদিগে নিয়ে চল গো।

গীত।

ওগো বৃন্দে, চল যাই আনন্দে হেরিতে সে বৈদ্যনাথে।
পাই যদি বিনিমূলে বৈদ্যের ঔষধ খেতে;—
দয়া কি করিবে বৈদ্য দেখিয়ে সব অনাথে॥
ওগো বৃন্দে কর কথায় কর্ণপাত,
থাকে না জীবন আর বিনে মম প্রাণনাথ,
যে জগন্নাথ, বিশ্বনাথ, ত্রিলোকনাথ, অনাথনাথ
সেই দীননাথ গোবিন্দের তরে দাঁড়ালেম পথে॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আর দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। গোষ্ঠ যাত্রাকালে গোবিন্দ যখন তোমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তোমার প্রাণে কষ্ট দিয়েছেন, তখন সেই কষ্ট নষ্ট করতে হ'লে এখন শ্রীকৃষ্ণকে চেষ্টা ক'রে দৃষ্ট করতে হবে।

রাধা। ওগো বৃন্দে। চেষ্টা ক'রে আমি কি করব গো? যা করতে হয়, তা তোমরাই কর গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! বিশাখা যে দানী বালকের কথা বল্‌লে, তা শুনে তোমার কি বোধ হ'ল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি তা কিছুই বুঝি নাই গো! তুমি কি, বল গো?

বৃন্দা। ঠাকুরাণি গো! আমার বোধ হয় দানী হ'য়ে দান আদায় করা এ তোমার প্রাণ-গোবিন্দের খেলা গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, তা যদি হয়, তবে এক কাজে দুই কাজ হবে গো!

বৃন্দা। হাঁ গো বাছা, তা হবে বটে। দানী দেখাও হবে, আবার শ্যাম-মিলনও হবে গো!

রাধা। তবে বৃন্দে গো! ত্বরায় সেথায় যাই চল গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আমরা ত ত্বরায় যাব, কিন্তু তোমায় ত রায় দিতে হবে গো? এক্ষণে তুমি রায় দিলে, আমিও ত্বরায় শ্যাম-রায় কাছে যাচ্ছি গো! এস ধনি! দেখি গে, সে দানী কার কাছে কি ভাবে দান চায় গো!

গীত।

এস গো ত্বরায় রাই কৃষ্ণ-বিলাসিনী।
কেন বিরহিণী বিষাদিনী হও গো ধনি সুহাসিনী॥

মধুরভাষিণী রাই, জীবন তোষিণী,
কানু-মনোমোহিনী, কাম-বিনাশিনী,
প্রেমময়ী হ্লাদিনী গোবিন্দ-হৃদি-বাসিনী
তুমি গো আদি-কামিনী ;—
গোবিন্দ দাসে নিদান শেষে হ'য়ো শমন-শাসিনী ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! শ্যামচাঁদের নাম করতে করতে যাই চল গো!

সকলে। জয়—শ্যামচাঁদের জয়!

তুক্কা।

দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে সাজায়ে পসরা।
মথুরার দিকে চলে যত ব্রজবালা ॥
(সারি সারি চলেছে) (বৃন্দাবনের নারীর সারি)
(সারি সারি চলেছে—গৃহ-কাজ যত ছিল সব সারি)
(সারি গেয়ে চলেছে, গোবিন্দ-গুণের সারি গেয়ে)
(যেন তটিনী ছুটিল) (যত নটিনীর দল যেন)
(নর্ত্তন-তরঙ্গ তুলে নাচিয়ে যায়, শ্যাম-সাগরে মিশ্‌বে ব'লে)
তপনক তাপে তাপিত ভেল মহীতল
তাতল বালুক দহন সমান।
(কোন বাধা মানে না, অনুরাগী রাধা ব'লে)
(গোবিন্দ-গুণ গান গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুণ গায় ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পথ।

দানীবেশে বেত্রহস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—

গীত।

ওগো নগরের নাগরী, কে যাবি মথুরা নগরা
করিতে ফেরি, দিয়ে যা ত্বরা করি আমায় রাজার দান।
আমি এসেছি দান নিতে, মথুরা হ'তে ইদানীতে,
এ দানীতে এ রাজধানীতে এ দানের হয় আদান-প্রদান॥
পীত ধটি পিন্ধি, মাথে চূড়া বান্ধি,
দান সাধি কদম্বতলে;
আহিরী-যুবতী যত রসবতী
দান দানে পদতলে
(বলে দান নাও হে দানী)
(দান নিয়ে দাও পথ ছাড়ি—দান নাও হে দানী)
(তোমার পায়ে ধরি পথ দেও হে ছাড়ি)
(আমরা নারী লজ্জায় মরি, পথ দাও হে ছাড়ি)
আমি মনের রঙ্গে গোপবালা-সঙ্গে
রসরঙ্গে করি দান॥

অদূরে পসরা মস্তকে রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ সহ বড়াইয়ের প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃন্দে!

বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি! কি বল্‌ছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! ওখানে ও কে বটে গো?

বৃন্দা। কৈ গো কমলিনি! কোথায় কে রয়েছে গো?

রাধা। ঐ যে গো সহচরি! ঐ পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ও কে বটে গো?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! শ্রীমতী জিজ্ঞেস্ কর্‌ছেন—পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ও কে বটে গো?

বড়াই। ওগো শ্রীমতি! ও সেই দানী গো!

রাধা। ওগো বড়ি-মা! ও দানী কোন্ দানী গো?

বড়াই। রাজনন্দিনী গো! ও দানী সেই মথুরার কংসরাজার দান ব'লে পরিচয় দেয় গো!

রাধা। ওগো বড়াই-মা! ঐ দানীকেই দান দিতে হবে নাকি গো?

বড়াই। হ্যাঁগো কমলিনি! ঐ দানীকেই দান দিয়ে যেতে হবে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি!

রাধা। কেন গো বৃন্দে, কি বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। বল্‌ছি বাছা, ও দানী কেমন দানী গো?

রাধা। তাই ত গো বৃন্দে! পীতধটি-আঁটা, চূড়া-বাঁধা দানী কোন্ দানী গো? ও দানী, না রাখাল গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! এ দানী কে শুন্‌বে? তবে বলি, শোন গো—

গীত।

ওগো রাজনন্দিনী,

এ দানী নয় অন্য দানী।

এ দানী তোমার দানী,

দানীবেশে মাগিতে দানই ॥

তুমি এসেছ হ'য়ে দানী,

দানীরে দানিতে দানই,

দানীও তাই নিতে দানই,

সেজেছে দানী ইদানী ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে, তবে কি হবে! আমি কেমনে ও পথে যাব গো?

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! শ্যাম যখন তোমার দানীবেশে দান মাগ্‌ছে, আর তুমিও যখন দান দিতে এসেছ গো, তখন ও পথে যেতে ভয় কিসের গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ভয় নয় গো, বড় লজ্জা হয় গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! লজ্জা কিসের গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! পাছে জাত নিয়ে টানাটানি পড়ে, তাই লজ্জা হয় গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা! তা সেটা মিছে নয়—কালার ও কালাকাল বিচার নেই, হয় ত পথের মাঝেই ধ'রে কি করতে কি ক'রে বস্‌বে; তা লোকে দেখ্‌লে জাত নিয়ে টানাটানি পড়্‌বে বৈকি গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, এইজন্যই বুঝি যাত্রাকালে পথে বিপদ্‌ দেখেছিলেম গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! যাত্রাকালে কি বিপদ্ দেখেছিলে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, তবে বলি, শোন গো!

(সুরে) ঘর হৈতে বাহির হৈনু, সাপিনী চলিয়া গেল বামে।
তখনি বুঝেছি আমি না জানি কি হবে পরিণামে॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তাতে পরিণাম মন্দ কি হয়েছে গো? তোমার কানাই-ই ত দানী হ'য়ে রয়েছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তা হ'লে কি হয় গো? পথের মাঝে আমি একে, কোন্ লাজে কথা কই গো! ও যে রাখাল গো!

বৃন্দা। তা ও বটে, বাছা! ও রাখালকে নিয়ে যখন যা হয়, তখন তা হয়। এখন পথের মাঝে রাজনন্দিনী হ'য়ে তুমি কি ক'রে ওর সাথে কথা কইবে, বাছা?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার সেই লাজই বেশি হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তা লাজ-ভয়ের কথা বটে বাছা; রাখালের স্বভাব কে জানে গো?

গীত।

ও রাই তাই ভাবি মনে, এমনে যাব কেমনে।
পথে শ্যাম দানী দেখে লজ্জা ভয় হতেছে মনে॥
ভাল করি নাই এ পথে আসি আন্‌মনে॥
থানা করি তরুমূলে, বসেছে ঘাঁটি আগুলে,
হয় ত কালি দিবে কুলে, জাতি জীবনে;—
আমরা যে কুলবতী, তাহে সকলে যুবতী,
হেরিলে সব রসবতী ছাড়িবে ক'রো না মনে॥

হাতে নিয়ে বাঁশের বাঁশী মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
পথের উপরে বসি চেয়ে বাঁকা নয়নে ;—
আঁখি ঠারে যদি ভুলে, জাতি কুল যাই ভুলে,
তখন সে দানী ছুঁলে, অপমানী হব মনে ॥
বড় ভুল হ'ল এ পথে আগমনে ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আগে এমন জান্‌লে আর এ পথে আস্‌তেম না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! মথুরায় যাবার আর ত পথ নাই গো, এই একই পথ। এ পথে না এলে কোন্ পথে যেতে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আর যদি পথ না থাকে, তবে এ পথে কেমনে যাব গো?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! আমরা এ পথে কেমনে যাই বল গো?

বড়াই। ওগো বৃন্দে! সবাই যেমনে যায়, তোরাও তেমনে যাবি গো!

রাধা। ওগো বড়াই-মা! যেতে গেলে যদি দানী রাখালটা আমাদের ছুঁয়ে দেয়, তা হ'লে জেতে ঠেক্‌ব যে গো!

বড়াই। ঠাকুরাণি! দানী কি কখন রাজনন্দিনী ছুঁতে পারে গো?

রাধা। ওগো, সে এই সব দই দুধের পসরা দেখে ঠিক ছুঁয়ে দেবে গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! যদি সে না ছোঁয়, তবে তাকে কি দিবে গো?

রাধা। ওগো দূতি! সে যদি না ছোঁয়, তবে তাকে ইচ্ছামত দই দুধ খেতে ভাঁড় খুলে দিব গো! আর যদি সে ছোঁয়, তবে কি কর্‌ব জান?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! কি কর্‌বে গো?

রাধা। বৃন্দে গো! কি কর্‌ব শুন্‌বে? বলি শোন—

গীত।

ঝাঁপ দিয়ে যমুনার জলে ছাড়িব জীবন।
না যদি পরশে অঙ্গ, দিব তারে ক্ষীর মাখন॥
পসরা পরশে যদি, না পাইবে ছানা দধি,
লালসা তার নিরবধি রহিবে জীবনে॥
যদি সে মাগিয়ে লয়, দিব তারে সমুদয়,
করিব না অপচয় কহি সরল মনে ;—
এ দাস গোবিন্দের বাণী,
নয়কো গো চোর এ নয় দানী,
শুন গো রাই বিনোদিনী,
এ দানীর দান যৌবন-জীবন॥

কৃষ্ণ। ওগো! তোমরা সব কে গো?

বৃন্দা। ওগো! আমরা সব গোয়ালিনী গো! তুমি কে গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! আমি দানী গো!

বৃন্দা। ওগো, তুমি কিসের দানী গো?

কৃষ্ণ। ওগো! হাটে যারা ফেরি করতে যায়, আমি তাদের কাছে দান আদায় নিই গো!

বৃন্দা। ওগো দানী! আমরাও ত সব হাটে যাব গো!

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! তবে আমার দান দিয়ে যাও গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! দানী যে দান চায় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, দানী দান চায়—তারে দান দিব গো!

কৃষ্ণ। ওগো, তুমি কথা কইলে কে গো? তুমিও কি গোয়ালিনী নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো দানী! উনি কিনি, পরখ ক'রে নাও গো চিনি।

কৃষ্ণ। [রাধার প্রতি] ওগো গোয়ালিনি! তুমি কোথা যাও গো?

গীত।

কোথা যাও গো গোয়ালিনী, কোথা তোমার ঘর।
কিসের পসরা তোমার মাথার উপর॥
ওগো ধনি দয়া করি, খোল তোমার পসারি,
দেখি কি নিয়েছ ভরি সোনার ভাঁড়ের ভিতর॥
আমি ঘাটের ঘাটোয়াল, এখানে এসেছি কাল.
দান নিতে কাটে কাল, চিনিতে না পার;—
গোবিন্দ দাসে বলে, যাও গো রাই তরুমূলে,
শ্রীগোবিন্দের পদমূলে বিকি-কিনি কর॥

রাধা। ওগো দানী! আমাদের ঘর কোথা শুন্‌বে গো? তবে বলি, শোন—

গীত।

আমি গোপের গোপনারী, গোকুলেতে করি বাস।
কে তুমি দানী হ'য়ে পথের ধারে কর্‌ছ বাস॥
এনেছি পসরা আমি, কেন তা দেখিবে তুমি,
শুনিলে আমার স্বামী, ঘুচিবে মোর গৃহবাস॥
দধি দুগ্ধ ননী আনি, করি হাটে বিকি-কিনি,
দানী তোমার কথা শুনি, কেমনে খুলি ঢাকা বাস;—
গোবিন্দ দাসে কয়, ও দানী আর কেউ নয়,
রাধার তরে দানী হয় আপনিই পীতবাস॥

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! তোমার পসরা খুলে আমায় দেখাও গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ওকে বল—আমার পসরা খুলে দেখাতে পার্‌ব না গো!

বৃন্দা। ওগো দানী! আমাদের রাধারাণী বল্‌ছেন—উনি পসরা খুলে দেখাতে পার্‌বেন না গো!

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! তোমাদের রাধারাণীকে বল—আমিও পসরা না দেখে পথ ছেড়ে দিব না গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! দানী যে জোর করে গো!

রাধা। কেন গো বৃন্দে! দানী কি বলে গো?

বৃন্দা। পসরা না দেখালে পথ ছাড়্‌বে না বলে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি বল—আমরা জোর ক'রে চ'লে যাব।

বৃন্দা। ওগো দানী! রাধারাণী বল্‌ছেন—তুমি পথ না ছাড়্‌লে উনি জোর ক'রে চ'লে যাবেন গো!

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! জোর ক'রে যাবে কি গো? দান না দিয়ে যাবার যো কি গো? জোর দেখালেই জোর দেখ্‌তে হয়, জান ত গো?

রাধা। ওগো দানী! তুমি যদি দান না নেও ত, তোমায় যেচে দান কে দিবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! আমার ইচ্ছামত দান না দিলে দান নিব কেন গো?

রাধা। ওগো দানী! তবে পথ ছাড়, আমাদের যেতে দেও গো!

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! কোথায় যাবে গো?

রাধা। ওগো দানী! আমরা মথুরার হাটে যাব গো!

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! যাবে তা যাও না কেন গো, একবার ঐ পসরা-খানি দেখিয়ে যাও গো!

রাধা। ওগো দানী! আমরা যে, কুলবতী যুবতী নারী, তোমায় কি এই পথের ধারে পসরা খুলে দেখাতে পারি গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! তুমি যদি পসরা খুলে দেখাতে না পার গো, তা হ'লে আমিই বা পথ ছাড়্‌তে পারি কি ক'রে গো?

রাধা। ওগো দানী! তবে এই আমরা চল্‌লেম গো! এখানে আর থাকা নয়। আয় গো সখীগণ! তোরাও আমার সঙ্গে আয় গো!

[গমনোদ্যতা]

কৃষ্ণ। [বাহু বিস্তারিয়া পথ আগুলিয়া]

গীত।

কোথা যাও গোয়ালিনী সই,
শুনে যাও কই মনের কথা।
পসরা না দেখিয়ে যাবে বল কোথা—
আগে বুঝে নিব দান, পাছে অন্য কথা॥
যত গায়ের অলঙ্কার, বেশ ভূষা চমৎকার,
ওই সব দান নিব তোমার, শোন আসল কথা ;—
লিখে প'ড়ে দান নিব, পাও পাবে মনে ব্যথা॥
নিতি কর যাওয়া-আসা,
জান না হেথা দানীর বাসা,
বেড়েছে বুকে বড় আশা,
কত ঢঙ্গে কহ কথা ;—
মনে নাহি ভয় বাস' রাজার দানী দেখে হাস,
গরবে যাও—নাহি ত্রাস, নড়িয়ে দু বাহুলতা॥

কার গরবে গরবিণী, বুঝে নিব গোয়ালিনী,
ভূষণ যৌবন ধনই দানে দিবার কথা ;
অরাজক হ'ল দেশে, বাটোয়ারী হবে শেষে,
দানে দেশের ধন নিঃশেষে দাস গোবিন্দের কথা ॥

রাধা। ওগো দানী! তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না আমি। তুমি পথ ছেড়ে দেও গো! আমি হাটে যাই।

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! আমি যত বল্‌ছি দান দিয়ে যাও, ততই তুমি যাই যাই কর্‌ছ কেন গো?

বৃন্দা। ওগো দানী! উনি তোমার কথা শুন্‌তে চাচ্ছেন না গো?

কৃষ্ণ। কেন গো, গোয়ালিনীর এত গরব কেন গো?

রাধা। ওগো দানী! গোয়ালিনী নিজের গরবে গরবিণী, সে খবরে রাখালের দরকার কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! আমাকে বুঝি তোমার রাখাল মনে হ'ল গো?

রাধা। ওগো দানী! তোমার মত কত রাখাল যে ব্রজে আছে গো, আমি কি রাখাল চিনি না গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! আমি রাখাল নই গো—রাখাল নই।

রাধা। ওগো দানী! রাখাল নও ত তুমি কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! আমি গোলোকের পতি গো! তুমি আমায় চেন না গো?

রাধা। ওগো দানী! তুমি যদি গোলোকের পতি, তবে এখানে দানী হবে কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! আমি তোমার জন্যই দানী হয়েছি গো! তোমার জন্যই ত আমি বনে বনে রাখালি করি গো!

বৃন্দা। ওগো দানী! তোমার এ কথার মা-বাপ নেই, বাপু! তুমি গোলোকপতি হ'লে, তোমার জন্য কি রাই ধনী কলঙ্কিনী হ'ত গো? তুমি মণির লোভে কালসাপকে চুমো দাও—পরদার-হরণে ভয় কর না—তোমার পাপে গোকুল ম'জে গেল, তোমায় গোলোকপতি কেমনে বলি গো?

গীত।

ওহে দানী, কেমন শুনি এ বিচার তোমার।
বাঁশী বাজাও, গরু চরাও, দানী হ'য়ে দান চাও,
গোলোকপতি পরিচয় দাও, প্রত্যয় হয় না আমার॥
অন্যায়ে তুমি না ডর' কালসাপে জড়িয়ে ধর,
পরদার হরণ কর, নারীর পায়ে ধর বারম্বার॥
হরিয়া অহল্যা সতী, কি হৈল ইন্দ্রের গতি,
বিহরি ব্রজ-যুবতী তুমি কর কত অনাচার;—
দাস গোবিন্দ পাপমতি, নাহি হয় গোবিন্দে মতি,
কুমতির কর সুমতি, দিয়ে নাম সুধাধার॥

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি। তোমার কথায় আমি যে-হই সে-হই না কেন, তা'তে কি আসে-যায় গো! এখন দান দিয়ে পারে যাও গো।

রাধা। ওগো দানী! তুমি কি দান নিবে, বল না গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! আমি তোমার ভূষণ দান নিব গো!

রাধা। ওগো দানী! দান ত নেওয়া হবে গো, এখন একবার পথ ছাড়, আমরা যাই গো!

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! এখনই কোথা যাবে গো?

রাধা। কেন গো, আবার কি নিবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! তোমার সব নিব গো!

রাধা। ওগো দূতি! এ দানী কি বলে গো?

বৃন্দা। তাই ত রাজনন্দিনি! এ কি বলে গো! ওগো দানী, সব নিবে কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! সব নিব গো; প্রতি ঘটে এক কাহন এক পণ কড়ি নিব—ঐ শাটী নিব—ভূষণ নিব—যৌবন নিব—মাথার সিন্দুর নিব—চোখের কাজল নিব—এই সব নিব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! দানীর কথার উত্তর দেও গো!

রাধা। ওগো দানী! তুমি এত সব নিবে কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো, সে আমার খুশি গো! তুমি ধনী, আমি দানী; তোমার কাছে চেয়ে নিব, তার দোষ কি গো?

বৃন্দা। ছিঃ ছিঃ, দানী! তুমি কর্‌ছ কি গো! রাজনন্দিনীকে নিয়ে পথের মাঝে আটক রেখেছ, এটা কি তোমার ভাল হচ্ছে গো? নিতান্ত রাখালে-বুদ্ধি কিনা? ওগো রাই! চল—চল, চ'লে যাই চল।

কৃষ্ণ। কৈ যাও না দেখি গো! [রাধার হস্ত ধারণ]

বৃন্দা। ছিঃ ছিঃ! কর কি—কর কি? রাখাল হ'য়ে রাজনন্দিনীকে ছুঁয়ো না, ছাড় ছাড়—হাত ছাড়—পথ ছাড়—

গীত।

পথ ছাড় ওহে দানী, একি কর রঙ্গ।
পথের মাঝে না পরশ' পর-নারীর অঙ্গ॥
যার বাতাস নিতে নার, তার হাত ধরিতে পার,
দানী হ'য়ে এত বাড়' কর পর-নারী-সঙ্গ॥
যদি ব্রজে থাকিতে চাও, যমুনার জল খাও,
দানী হ'য়ে দান না চাও, না ছোঁও রাধার অঙ্গ॥

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! এত গরব কেন গো? তোমাদের এই রাজনন্দিনীর কথা সবাই জানে গো!

বৃন্দা। কি সবাই জানে গো দানী?

কৃষ্ণ। ওগো! তোমাদের শ্রীরাধিকার গুণের কথা কে না জানে গো?

বৃন্দা। দেখ, ঠাকুর! আর লুকোচুরি চলে না। বলি, দিনের বেলায় এমনধারা পথের মাঝে দানী হ'য়ে কুলবতীর সর্ব্বনাশ কর্‌ছ কেন গো? কোন কথা বোঝালে শোন না কেন গো?

কৃষ্ণ। কেন গো বৃন্দে! আমি কি অন্যায় করেছি গো?

বৃন্দা। কি করেছ শুন্‌বে? তবে বলি, শোন—

গীত।

হ্যাদে হে নন্দের সুত, কে তোমায় করিল মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ, ছাড় না রমণীর পাছ,
বুঝালে না বুঝ হিতবাণী॥
শুনিয়াছি শিশুকালে, পুতনা বধেছ ছলে,
তৃণাবর্ত্তের লয়েছ পরাণী।
এখনি নন্দের বাড়ী, দিতেছিলে গড়াগড়ি,
এখনি সাজিয়া আইলে দানী॥
কেড়ে নিব পীতধড়া, এলায়ে ফেলিব চূড়া,
বাঁশী ভাসাব জলে এখনি।
কুবোল বলিবেযদি, ঢালিবমা থায় দধি,
বুঝিবে কেমন মজা দানি॥
রাখাল বর্ব্বর অতি, ধেনু রাখে দিবারাতি,
করে ল'য়ে বাঁশের পাঁচনী।

কুলবধূ সনে হাস' তাহে নাহি লাজ বাস'
যা কহে গোবিন্দদাস,
নাহি শোন কোন হিতবাণী ॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে, তুমি আবার কি বল্‌লে গো! আমি মাঠে ধেনু চরাই, বাঁশী বাজাই, পরনারী নিয়ে পরিহাস করি, তাতে দোষ কি হয়েছে গো?

বৃন্দা। না, ঠাকুর! দোষ কেন হবে গো, পৌরুষ হয়েছে। পুরুষে সব সাজে গো—সব সাজে।

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! নারীতেই বা কি না সাজে গো?

বৃন্দা। কেন গো দানী মশায়! কোন্ নারী কি অন্যায় করেছে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাজার নন্দিনী হ'য়ে হাটে মাঠে ঘাটে ঘাটে আর কে বেড়ায় গো?

বৃন্দা। ওগো, অনেকে যায় গো—অনেকে যায়। মেলা-খেলা দেখ্‌তে—গঙ্গাস্নান কর্‌তে—তীর্থে যেতে অনেক রাজনন্দিনী ঘাটে মাঠে হাটে যায় গো!

কৃষ্ণ। ওগো, তারা যে যায়, সব পুণ্যি কর্‌তে যায় গো, তোমরা কি কর্‌তে যাচ্ছ গো?

রাধা। ওগো দানী! তারা পুণ্যি কর্‌তে যায়, আর আমরা বিকি-কিনি কর্‌তে যাই গো।

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! তোমার স্বামী তোমায় এই বয়সে হাটে পাঠায় কি ক'রে গো?

রাধা। ওগো দানী! আমাদের হাটে-মাঠেই যে ব্যবসা গো! ব্যবসায় দোষ নেই গো—দোষ নেই।

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! আমি তোমার মত রূপসী রমণী পেলে হাটে পাঠাতেম না গো, খাটে শুইয়ে রাখ্‌তেম গো!

বৃন্দা। ওগো দানী মশাই! আর চতুরালীতে কাজ নেই, যে তোমায় চেনে না, তার কাছে ও সব কথা ক'য়ো গো, আমি শুন্‌তে চাই নে গো। বলি, তুমি কি ছিলে, আর কি হ'লে গো?

কৃষ্ণ। কেন গো গোয়ালিনি! আমি কি ছিলেম আর কি হয়েছি গো?

বৃন্দা। শুন্‌বে? তবে বলি, শোন—

গীত।

সেদিন রাখালি ক'রে পাঁচনী লইয়া করে,
হ'লে আজ দানী পুনরায়।
এ সব কি প্রাণে সয়, যা সয় না তা কি সয়,
রাখালের কি আশায়, রমণীর হাত ধরায়॥
বেড়েছে বুকের পাটা,
দেখেছে সাপের পা টা,
তাই করে ঝটাপটা, পথে পেয়ে পরের দারায়।

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! তোমাদের রাধারাণীকে হাটে যেতে হবে না গো?

বৃন্দা। ওগো দানী! হাটে না গেলে এ সব মাল কাট্‌বে কোথা গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ দানী ভাল দানী নয় গো, এ দানী মন্দদানীর আমদানি হয়েছে গো! আমরা চ'লে যাই চল গো।

কৃষ্ণ। ওগো রাই! আজ আর বিকি-কিনি কর্‌তে যেয়ো না গো, আমার সঙ্গে বিকি-কিনি কর, আমি তোমার সব কিনে নিব গো!

দান-লীলা

বৃন্দা। কেন গো দানী ; রাজনন্দিনীকে হাটে যেতে দিতে তোমার অত মাথাব্যথা কেন গো ?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে, আমার বড় ভয় হয় গো !

বৃন্দা। কেন গো দানী ! ভয় কিসের গো ?

কৃষ্ণ। ওগো ! রাধার ওপর যদি মথুরার রাজা কংসের নজর পড়ে, তা হ'লে বিপদ্ ঘটবে গো !

রাধা। ওগো দানী, আমি মথুরায় না গিয়ে কি কর্‌ব গো !

কৃষ্ণ। কি কর্‌বে শুন্‌বে ? তবে বলি, শোন—

গীত।

যেয়ো না—যেয়ো না মথুরায়,
আমি তোমার সব কিনিব।
তরুতলে পসরা খুলে
বল আমি কি কি নিব॥
তুমি যদি যাবে ধনি,
আমি মনে আতঙ্ক গণি'
হেরি কুচ-করী-কুম্ভ-জিনি,
কেশরী আসে অনুমানি,
বেণী হেরি ভুজঙ্গিনী
দংশিলে আমি মরিব।
ব'স ধনি তরুতলে
আমি সকলি তোমার কিনিব॥

রাধা। ওগো বৃন্দে ! দানী যে কাছে ঘুনিয়ে আসে গো।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! দানীর বোধ হয় লোভ হয়েছে গো!

রাধা। ওগো সহচরি! কি লোভ হয়েছে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ভ্রমরের যেমন ফুলে বস্‌তে লোভ হয়, গুব্‌রে পোকার যেমন গোবর-গাদায় থাক্‌তে লোভ হয়, এ দানীর তেমনি এদানি রমণীর মধুপানে লোভ হয়েছে গো! তোমার সোনার বরণ দেখে ঐ কালুটে রাখালটা ভুলে গেছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! দেখিস্‌ যেন পথের মাঝে ও আমায় পরশ করে না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আমরা থাক্‌তে ওর সাধ্য কি যে, তোমায় পরশ করে গো! ওগো দানী! তফাৎ যাও, আমাদের কাছে ঘেঁসো না, দূরে থেকে কথা কও গো!

কৃষ্ণ। কেন গো বৃন্দে! কাছে গেলে কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর, তোমার ত উত্তর-পূব্‌ জ্ঞান নেই গো! রাখাল ত? কি বল্‌তে কি বল্‌বে, তাতে আমরা কুলবতী যুবতী লাজ পাব গো!

কৃষ্ণ। কেন গো বৃন্দে! আমি দোষের কি করেছি গো?

বৃন্দা। ওগো দানী! দোষের কিছু কর নাই বটে গো, কিন্তু তুমি কেমন করেছ জান গো? বামনের চাঁদ-ধরার মত করেছ গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে আমি কেমন করেছি গো?

বৃন্দা। কেমন করেছ—শোন বলি—

গীত।

কেন শোন না শ্যাম কোন কথা।
পথের মাঝে পরনারীর কাছে এসে ঘুরাও মাথা॥

না বুঝিয়ে কর বল,
এ বল দুরাশা কেবল,
এ বলের পাবে ফল
কেউ জান্‌লে এ সব কথা ॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমরা একটু দূরে স'রে যাও, আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর সঙ্গে দুটো কথা কই গো!

রাধা। না গো বৃন্দে, তোরা যাস্ নে গো!

বৃন্দা। ওগো দানী! তবে আর যাওয়া হ'ল না গো! তোমার যা বল্‌তে থাকে, বল; উনি উত্তর করুন।

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তবে বলি, শোন গো—

[সুরে]

কেন যাও হেন রূপে মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয় ঠেকিবে বিপাকে ॥
দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া নয়নে মোর বিকল পরাণী ॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রমজল-বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥
বংশীবদন কহে শুন হে নাগরী।
বুঝিলাম বটে তুমি রসের সাগরী ॥

[রাধাকে ধারণোদ্যত]

বৃন্দা। আহা দানী! কর কি—কর কি গো!

গীত।

ছিঃ ছিঃ ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিলাজ কানাই,
আমরা পরের নারী।

পরপুরুষের পবন-পরশে
বসন সহ সিনান করি ॥
(আমরা কুলবতী কুলনারী)
(পরপুরুষ ছুঁলে স্নান করি গো)
(অশৌচ ত্যাগের মত পরপুরুষ
ছুঁলে স্নান করি গো)
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ. পান কর কনক ধূমে।
কাম-সাগরে কামনা করহ বেণী বদরিকাশ্রমে ॥
(তবু পাবে না—পাবে না গো)
(রাজনন্দিনী ভোগ করিতে পাবে না গো)
(বামনের চাঁদ ধরার মত বিফল হবে,—পাবে না গো)
(আকাশ-কুসুম সম সব বিফল হবে—পাবে না গো)
সূরয উপরাগে সহস্র সুন্দরী ব্রাহ্মণে করহ সতি।
তবু হবে না গো তোমার শকতি রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥
(তুমি রাখাল, সে যে রাজকুমারী)
(তার প্রেম কি রাখালে পায়, তুমি রাখাল)
(তার সমান নৈলে প্রেম পাবে না)
(তার সমান হ'তে না পার্‌লে তার প্রেম পাবে না)
গোবিন্দদাসের বচন মানহ, না কর এমন রঙ্গ।
যেই নাগরী ও রসে আগরি, তাহারে করহ সঙ্গ ॥
(আশা পূর্ণ হবে, দানীর আশা দাতার আশা পূর্ণ হবে)
(উভয়ের উভয়ের আশা পূর্ণ হবে)

দান-লীলা

(যে যার সে তার হোক্—আশা পূর্ণ হবে)

আসার আশা ভালবাসা—সকল আশা পূর্ণ হবে।

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তুমি যা যা কর্‌তে বল্‌লে, আমার সে সব ত এইখানেই আছে গো!

বৃন্দা। ওগো দানী! এখানে কোন্‌খানে আছে গো?

কৃষ্ণ। তোমাদের রাধারাণী যেখানে, সেইখানেই সে সব আছে গো!

বৃন্দা। কৈ গো, আমরা ত সে সব কিছুই দেখ্‌ছি না। ওগো শ্রীমতি! তোমার কোথায় কি আছে, তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ গো?

রাধা। না গো বৃন্দে! কৈ কি আছে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বিনোদিনি! কি আছে, বল্‌ছি শোন গো!

(সুরে) তুহারি হৃদয় বদরিকাশ্রয়

উন্নত কুচগিরি যোড়্।

সুন্দর বদন ছবি, কনক ধূম পিবি,

তৰ্তহিঁ তপত মন মোর ॥

গৌরী আরাধনে কাঁহা ধনি যাওব,

তুহুঁ তীরথময়ী গৌরী।

সুন্দরী তুহুঁক নিয়ড় অব ছোড়ি ॥

মৃগ-মদ বিন্দু সুন্দর পরকাশ

এহি সুরয গ্রহ জানি।

তুয়া পদনখ দ্বিজ-রাজহি সঁপিনু

সুন্দর সহস্র পরাণী ॥

কাম-সাগরে হাম সহজেই নিমগন

কাম পূরিবে তুহুঁ রাই।

শ্যামর বলি অব, চরণে নাহি ঠেলবি,

গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ দানী কি বলে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তুমি দান দিতে এসে দানী, আর উনি দান নিতে এসে দানী, তা তোমরা দুই দানী এদানি দানের মিট্‌মাট কর গো! আমরা একটু চট্‌পট্‌ চ'লে যাই গো!

কৃষ্ণ। ওগো বিনোদিনি! তুমি আর কোথা যাবে গো, তুমি আমার কোলে ব'স গো!

রাধা। ওগো দানী! ও কথা ব'লো না গো!

কৃষ্ণ। ওগো কমলিনি! দুপুর-রোদে পথের ধূলা তেতেছে, এখন গেলে তোমার পা দুখানি বড ব্যথা পাবে গো!

রাধা। ওগো দানী! দিবসে কি আমি এখানে থাকৃতে পারি গো?

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! রৌদ্রে তোমার মুখ ঘেমে গেছে গো, তা'তে বড় দুঃখ লেগেছে গো!

রাধা। ওগো দানী! তুমি ও সব কথা কেন বল গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! আমি যে তোমার মিলন-আশায় এখানে দানী হয়েছি গো, আমায় ছেড়ে তুমি কোথা যাও গো?

রাধা। ওগো দানী! তোমার সঙ্গে কি আমার প্রণয় চলে গো?

কৃষ্ণ। কেন গো ধনি! আমি কি গো?

বৃন্দা। বলি, ওগো ঠাকুর! কেবল আমি কি—আমি কি? তুমি কি তা কতবার বল্‌ব গো! তুমি রাখাল—রাখাল গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাখালের সঙ্গে প্রণয় কর্‌লে কি হয় গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তোমার সঙ্গে মেশামেশি কর্‌তে গিয়ে সঙ্গ-দোষে ওঁর সোনার বরণ কালো বরণ হ'য়ে যায় গো, তাই উনি ওকথা বল্‌ছেন। তোমার সঙ্গে যে, রাজনন্দিনীর অনেক তফাৎ গো!

কৃষ্ণ। কেন গো বৃন্দে! কিসের তফাৎ গো?

বৃন্দা। এই দেখ—ওঁর কেমন বড়লোকের মত বেশভূষা, আর তোমার রাখালের মত বেশ। তোমার গলায় গুঞ্জমালা আর রাইয়ের গলায় গজমতি-হার! তোমার মাথায় ময়ূর-পাখা—রাইয়ের শিরে সোনার সিঁথি। তোমার কোমরে ঘুন্‌সি আর রাইয়ের কোমরে চন্দ্রহার, তোমার সব বিষয়ে রাইয়ের কাছে হার।

কৃষ্ণ। কেন গো বৃন্দে! আমার এ বেশ দেখে কি তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না, নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো! ও রাখালি-বেশে রাখালে ভুল্‌তে পারে, আমরা ও বেশে ভুলি না গো!

কৃষ্ণ। কেন গো বৃন্দে! এ বেশের দোষ কি গো?

বৃন্দা। ওগো! আমরা দোষ-গুণ জানি না—রাখাল কি দানীর বেশ মানি না—নটবর বেশ মানি গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমরা দানীর বেশ মান না কেন গো?

বৃন্দা। ওগো দানী। কেন মানি না শুন্‌বে? তবে বলি, শোন—

গীত।

ওহে কানাই, কোন্ গুণে
বিধি তোমায় দানী করেছে।
যে করেছে তোমায় দানী, সে নয়কো নিজেই দানী,
নৈলে কি ঘাটে এদানি, এ দানী আমদানি করেছে॥
রূপেতে ভ্রমরা, গুণে ননি-চোরা,
ধন গোধন, বসতি করা গাছে।
যেমন পোড়া কাষ্ঠ, তেমনি রং কৃষ্ণ,
বচন সুমিষ্ট জানা আছে॥

জাতিতে গোয়াল, চরাও গো-পাল
রাখাল সব ঠিকই আছে।
বনে বনে ধাও, ধবলা চরাও
রাজা হও সেই রাখালের কাছে ॥
তোমার স্বভাব কেমন, যেমন বামন
হাত বাড়ায় রাই-সোনার গাছে।
যার যেথা ব্যথা, তার হাত সেথা,
দাস গোবিন্দের ব্যথা ওই কল্পগাছে ॥

বড়াই। ওগো বৃন্দে! তোরা সব কি কর্‌ছিস্ গো? চ'লে আয় না গো!

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! দানী আমাদের যেতে দিচ্ছে না যে গো!

বড়াই। কেন গো বৃন্দে! দানী বলে কি গো?

বৃন্দা। ওগো বড়ি-মা! সে দানী রাই-কমলিনীকে দান চায় গো!

বড়াই। সে কি গো বৃন্দে! রাখালের এত আস্পর্দ্ধা কেন গো?

বৃন্দা। জানি না গো, বড়ি-মা! ওকে বারণ ক'রে দেও গো, যেন রাখালে রাইকে ছোঁয় না গো!

রাধা। হাঁ গো বড়াই-মা! দানী যা চায়, তাই দিব গো, সে যেন আমায় ছোঁয় না গো!

বড়াই। ওগো! তোরা সব এদিক্-ওদিক্ স'রে যা, আর রাইকে কুঞ্জবনে লুকিয়ে রেখে আয়; তা হ'লে দানী আর কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না গো।

(তুক)

রাই মুখ হেরি মুখরা কয়।
এত কি আমার প্রাণেতে সয় ॥

রাখাল হইয়া ছুঁইতে চায়।
আর কি করিব নাহি উপায়॥
এত বলি রাই ধাইয়া চলে।
লুকাতে নিকুঞ্জে দানীরে ছ'লে॥
দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।
লুকায় যাইয়া কুঞ্জের মাঝে॥
রাই কানু তথা দরশ পাই।
রহে দোঁহে দুঁহু বদন চাই॥
প্রতি অঙ্গে দানী লইল দান।
রতি রতিপতি মূরতিমান্॥
যা ছিল মানসে পূরিল আশ।
আনন্দে মগন গোবিন্দ দাস॥

বৃন্দা।—(সুরে)

মোহন বিজন বনে, দূরে চল সখীগণে,
একেলা রহুক ধনী রাই।
দু'টী আঁখি ছল ছলে, চরণকমল তলে
কানু আসি পড়িল লুটাই॥
বিনোদিনী জনম সফল হৈল তোর।
কানু হেন গুণনিধি, পথে মিলাইল বিধি,
সুখের নাহিক আজি ওর॥
রবি কিরণ লেগেছে, চাঁদ মুখ ঘেমে গেছে,
মুখর মঞ্জরী দু'টী পায়।
হিয়ার উপরে রাখি, জুড়াও তাপিত আঁখি
গোবিন্দ দাসে ইহা গায়॥

গীত।

রাই সনে কুঞ্জবনে মিলিল কানাই।
নিরজনে দুইজনে চাঁদের সুধা খাই ॥
দরশনে দোঁহার নয়ন ত্রিভঙ্গ,
পুলকে পূরিল দোঁহার অঙ্গ.
মিলিল মধুর যুগল অঙ্গ,
শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ দোঁহে একাঙ্গ.
দাস গোবিন্দ হেরি তরঙ্গ
শমন-আতঙ্ক এড়াই ॥

[সকলের অন্তরালে অবস্থান]

কৃষ্ণ। ওগো বিনোদিনি !

রাধা। কেন গো প্রাণবল্লভ ! কি বল্‌ছেন গো ?

কৃষ্ণ। তোমার জন্যই আজ আমি দানী হয়েছি গো !

রাধা। আমার জন্য তুমি কেন দানী হ'লে গো ?

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি ! তোমায় যে আমি সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখি গো !

রাধা। ওগো প্রাণসখা ! আমিও যে মথুরায় বিকি কর্‌তে চলেছিলেম, তা তোমারই জন্য গো ?

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি ! আমার জন্য তুমি কেন এলে গো ?

রাধা। ওগো প্রভু ! তুমি যখন গোধন নিয়ে গোষ্ঠে যাও গো, আমি তখন তোমার বংশীধ্বনি শুনে ছাদে উঠে দেখ্‌তে যাই গো, তুমি তা না দেখে হলধরের সাথে চ'লে গেলে গো !

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি ! তখন তুমি কি কর্‌লে গো ?

রাধা। কি কর্‌লেম শুন্‌বে ? তবে বলি, শোন গো ! (সুরে)

কাঁদিতে কাঁদিতে আমি, সকল সঙ্গিনী মিলি
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে।
ললিতা চতুরা ছিল, দান ছলে মিলাইল,
তাই পেনু তোমা দরশনে॥

কৃষ্ণ।—(সুরে) আমারে কি কহ বিনোদিনী।
কহিতে ফাটয়ে মোর প্রাণী॥
যবে তুহুঁ অট্টালিকা 'পরে।
তুয়া মুখ দেখি আঁখি ঝুরে॥
সঙ্গে ছিল দাদা বলরাম।
লাজে আমি না হেরি বয়ান॥
শুন শুন এই নিবেদন।
দানী হই এই সে কারণ॥

রাধা। (সুরে) ওহে নাগর বর, শুন হে মুরলীধর,
নিবেদন করি তব পায়।
চরণ-নখর-মণি যেন চাঁদের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, যখন তুমি যাও হে রঙ্গে,
তখন আমি আঙ্গিনায় দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রহে তুয়া পথ চেয়ে॥
যখন তোমায় পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই, শ্যাম-বঁধুর গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলায় ব'সে কাঁদি।

মণি নও, মাণিক নও, হিয়ায় পরিয়ে লব,
ফুল নও কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা' হেন গুণনিধি
লৈয়া ফিরিতাম দেশে দেশ॥
অগুরু চন্দন হতাম, শ্যাম-অঙ্গে মাখা রৈতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামনের হাতে চাঁদ,
বিধি কি পূরাবে আমায়॥
এ দাস গোবিন্দে কয়, তোমার এ বিচিত্র নয়,
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যেদিন তোমার ভাবে, আমার এ প্রাণ যাবে,
সেইদিন দিয়ো পদ-ছায়া॥

কৃষ্ণ। (সুরে) শুন শুন সুন্দরী বিনোদিনী রাই।
তোমা' বিনা কারু নই তোমার দোহাই॥
তুয়া দরশন লাগি আঁখি মোর কাঁদে।
ধৈরয ধরিতে নারি হেরি মুখচাঁদে॥
অখিল সম্পদ্ মোর তুয়া মুখশশী।
মুরলীতে তুয়া গুণ গাহি দিবানিশি॥
জগতে জানয়ে তোমা অনুগত কানু।
গোবিন্দ দাস তাহে আছে পরমাণু॥

রাধা। ওগো, প্রাণসখা গো! যদি তোমারে বিরলে পেয়েছি, তবে দুটো মনের কথা কই গো!

কৃষ্ণ। ওগো বিনোদিনি! কি তোমার মনের কথা, বল গো শুনি?

রাধা। ওগো প্রাণসখা! তোমার নবীন প্রেম প্রাণে জাগে, তাই বড় দুঃখ লাগে গো!

কৃষ্ণ। কেন গো কমলিনি! এমন হ'ল কেন গো?

রাধা। ওগো, প্রাণবল্লভ গো। একে আমি পরাধিনী নারী, তাতে গুরুজন সবাই বৈরী গো! তাই ত দুঃখ হেরি গো!

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! তোমার এত দুঃখ কিসের গো? আমি ত তোমারি গো!

রাধা। ওগো প্রভু! তোমায় আর কি বল্‌ব গো!

(তুক)

নিরখিয়ে বঁধু ভেল, তুমি যে আমার।
নিরবধি দাসী নাথ আমি যে তোমার॥
নিকড়িয়া মুখে তোমার নিকড়িয়া হাসি।
নিকড়িয়া হাতে তোমার নিকড়িয়া বাঁশী॥
নিকড়িয়া ফুলে তোমার নিকড়িয়া মালা।
নিকড়িয়া বঁধু তোমার নিকড়িয়া গলা॥
নিকড়িয়া কটী তোমার নিকড়িয়া ধটী।
নিকড়িয়া বৃন্দাবন, নিকড়িয়া বাটী॥
নিকড়িয়া দাস গোবিন্দ পদ নিকড়িয়া।
যেবা গায় যেবা শুনে সেহ নিকড়িয়া॥

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! এইবার আমরা মিলন-রসে মাতি এস গো।

রাধা। ওগো শ্রীপতি, তোমার মতি যা বলে, তুমি তাই কর গো, আমি কিছুই জানি না গো!

কৃষ্ণ। ওগো প্রাণেশ্বরি! তোমার সঙ্গে মধুরভাবে বিহার করি এস গো!

রাধা। ওগো শ্রীহরি! তোমার যা ভাল লাগে, তুমি আমায় নিয়ে তাই কর গো, আমি কিছুই ভাবি না গো!

কৃষ্ণ। ওগো রাই! তোমার জন্যই আজ এখানে এসে দানী হয়েছি গো!

রাধা। ওগো বঁধু! সেটা আমার গরবের কথা গো! এ গরব আমি থোব কোথা গো?

কৃষ্ণ। ওগো রাই! তোমার পসরার দুধ দই আমায় দেও গো, আমি খাই।

রাধা। ওগো প্রাণনাথ গো! তুমি আমার কাছে ব'সে ব'সে সব সেবা কর গো!

কৃষ্ণ। [ভোজন] ওগো রাই! তোমার হাতে খেয়ে বড় তৃপ্তি পাই গো!

রাধা। ওগো, প্রাণবল্লভ গো! আর কি চাই গো?

কৃষ্ণ। ওগো কমলিনি! এইবার একটু বিশ্রাম কর্‌তে চাই গো!

রাধা। ওগো, প্রাণেশ্বর গো! আমার বুক পাতা আছে, তুমি অতি সুখে শয়ন কর গো!

কৃষ্ণ। ওগো রাই! সেই ভাল কথা গো! [যুগল মিলন]

সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। জয় রাধাশ্যামের জয়! জয় রাধাশ্যামের জয়!!

বৃন্দা। বলি, ওহে শ্যামচাঁদ! একি তোমার কাজ গো! দিনের বেলায় একলা পেয়ে শ্রীমতীর পসরা লুটে খেয়ে নিয়েছ গো! যাও যাও এখনও স'রে যাও; কেউ দেখ্‌লে সখী লজ্জা পাবে গো!

গীত।

যাও যাও যাও হে নটবর গুণধাম।
কুঞ্জমাঝে দিনের বেলায়
একি তোমার কাম॥
তোমার তরে সব গেল,
মান গেল—কুল গেল,
বাকী যেটুকু ছিল,
তাও কি নিতে হয় শ্যাম॥
পেয়ে যুবতী কুলবতী,
দেখালে হে ভাল রীতি,
গোপনে এমন পিরীতি,
দাস গোবিন্দের প্রাণারাম॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! কিছু মনে ক'রো না গো! এখন আমায় বিদায় দেও গো!

রাধা। ওগো বঁধু! তোমায় এ দানী-বেশে আর কি কখন দেখ্‌তে পাব না গো?

কৃষ্ণ। ওগো, শ্রীমতী গো! যেদিন মথুরায় যাবে, সেইদিন আবার দেখা পাবে; এখন আমি যাই গো!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! রাই ত ওর পসরা সব কানাইকে দিয়ে দিয়েছে গো! এখন আমরা আমাদের পসরা নিয়ে দান-ঘাটে যাই চল গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে! আমরা এইখানে পসরা খুলে দোকান পেতে বসি আয় গো!

বৃন্দা। ওগো, তাই কর গো, আর আমাদের কাছ থেকে দু-চারটে ভাঁড় নিয়ে রাইকে দিই আয় গো!

রাধা। হাঁ গো সখি! তাই দেও গো, আমিও বিকি কর্‌তে বস্‌ব গো!

বৃন্দা। তবে ঐ দানঘাটের পাশে গিয়ে ব'সে সবাই মিলে দই দুধের হাট মিলাই গে চল গো! সেখানে যদি বিকি-কিনি না চলে, তখন মথুরায় যাব গো!

বড়াই। সেই ভাল কথা গো! তোরা সব চল্ বাছা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

রাধা। ওগো বড়ি-মাই! এত জল কোথা হ'তে আসে গো?

বড়াই। ওগো শ্রীমতি! যমুনা উছ্‌লে জল আস্‌ছে গো! আমাদিগে এপারে থাক্‌তে দিবে না গো, বুঝি মথুরাতেই যেতে হবে গো!

বৃন্দা। যেতে হয়, যাব গো! এখন সবাই মিলে দান-ঘাটে যাই চল গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! দান-ঘাটে আবার দানী নেই ত গো?

বৃন্দা। ওগো ধনি! তুমি ত ধনী হ'য়ে দানীকে দান দিয়েছ গো, তবে আবার তোমার দানীকে ভয় কিসের গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, তবে যাই চল গো!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

খেয়া-ঘাট।

শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! এ আবার কি হ'ল, ভাই?

কৃষ্ণ। ভাই শ্রীদাম! আমি এই দান-ঘাটের ঘাটোয়াল হ'লেম, ভাই! কত ব্রজ-যুবতী মথুরার হাটে যাবে, আমি তাদের এই দান-ঘাটে পার্ করব্, ভাই!

সুবল। ওরে কানাই! তোর লীলা কে বোঝে, ভাই?

কৃষ্ণ। ও ভাই সুবল! তোরা একটু বোল থামিয়ে চুপ্ কর, ভাই! ঐ সব ব্রজবালারা পসরা নিয়ে এইদিকে আস্ছে।

দাম। ও ভাই কানাই! ওরা এখনও অনেক দূরে আছে, ভাই!

কৃষ্ণ। ও ভাই দাম! তা হ'লেও এখনই এসে পড়্বে।

দাম। ওরা এলে কি কর্‌বি, ভাই?

কৃষ্ণ। কি কর্‌ব শুন্‌বি? তবে শোন্—

গীত।

আমি দান-ঘাটে হব কাণ্ডারী।
তরণীতে ব'সে রব গ'ণে লব পারের কড়ি,
খেয়া দিয়ে নৌকা নিয়ে দিব রে ভাই পাড়ি॥

আসে যত ব্রজ-যুবতী, রসময়ী রসবতী,
আমার নামে করে গতি, দিয়ে নগ্‌দা কড়ি ;—
আমি কড়ি নিয়ে ঝিকে দিয়ে সকলকে পার করি ॥

বড়াই, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা প্রভৃতি
সখীগণ সহ রাধার প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃন্দে! এই ত সব দান-ঘাটে এসেছি গো!

বৃন্দা। হাঁ গো শ্রীমতি! দান-ঘাটে এসেছি বটে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, মাঝীকে ডেকে পারে যাই চল গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এ দান-ঘাটেও যে দানের কড়ি দিতে হয় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! খেয়ায় পার হ'তে হ'লে কড়ি দিতে হয়, তা কে না জানে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তুমি পারের কড়ি এনেছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কড়ির জন্ম ভাবনা কি গো?

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! এ ঘাটে যে মাঝীগিরি ক'রে, তার কাছে খাতির নেই গো বাছা! কড়ি দিতে না পার্‌লে সে তরীতেই চড়্‌তে দেবে না গো!

রাধা। ভাল, ওগো বৃন্দে! তুমি একবার কাণ্ডারীকে ডাক না গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তুমি যখন বল্‌ছ, তখন ডাকি গো! ওহে কাণ্ডারী! ওহে দান-ঘাটের মাঝি! মাঝামাঝি না রেখে কি কর্‌ছ গো? এদিকে খেয়া নিয়ে এস, আমরা সব পারে যাব গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! মাঝী কি বল্‌লে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! মাঝী ত সাড়া দিলে না গো!

রাধা। ওগো সহচরি! তবে বোধ হয় কাণ্ডারী তোমার কথা শুন্‌তে পায় নি গো!

বৃন্দা। আচ্ছা গো, যাতে শুন্‌তে পায়, আরও জোর-গলায় ডাকি গো!

রাধা। হাঁ গো বৃন্দে! তাই তুমি ডাক গো!

বৃন্দা।—

গীত।

তরী নিয়ে তীরে এসে দাঁড়াও কর্ণধার।
আমরা কুলবালা, থাক্‌তে বেলা, হ'তে হবে নদী পার॥
হয়েছে অনেক বেলা, ব'য়ে গেল হাটের বেলা,
মথুরায় যাব অবলা, নিয়ে দধি দুগ্ধের ভার॥
তরী নিয়ে এস মাঝী, কেন আছ মাঝামাঝি,
পার হবে বড়াই মা-জী তাই ত ডাকি বার বার॥
সামান্য যমুনা নদী, পার নাহি কর যদি,
ভয়াল সে ভবনদী গোবিন্দ কে করিবে পার॥

ললিতা। কৈ গো বৃন্দে! এত ডাকাডাকি ক'রেও মাঝীর সাড়া পাওয়া গেল না গো! তবে কি পারে যাওয়া হবে না নাকি গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! পারে না গেলে কি চলে, ভাই? এ সব বিকাতে না পার্‌লে ঘরে যাব কি ক'রে গো?

বিশাখা। বলি, বৃন্দে গো! যদি মাঝী পার না করে, তবে কি ক'রে যাওয়া হবে গো?

বৃন্দা। ওগো! খেয়াঘাটের পাটনী পার না কর্‌লে কি ঘাটোয়ালী রাখ্‌তে পারে গো? এখনি এসে পারে নিয়ে যেতে হবে গো!

ললিতা। এখনই কখন্ আস্‌বে, তার ঠিক নাই। বেলা কত হয়েছে, দেখ্‌ছিস্ কি গো ?

বৃন্দা। ওগো ললিতে! তা ত দেখ্‌ছি গো! প্রায় দুপুর গত হয় গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! এই দুপুর গত হয়, আমরা এইটুকু পথে এসে খেয়ার জন্য ব'সে আছি গো! কখন্ খেয়া পাব—কখন্ মথুরায় যাব—কখনই বা বিকি-কিনি কর্‌ব গো ?

বৃন্দা। ওগো ললিতে! সব হবে গো, সব হবে। অত ব্যস্ত হ'লে কি চলে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি ভাল ক'রে পাটনীকে ডাক্ দেও না গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! পাটনী ছোট জাত, ওকি এক-কথার লোক গো, তাই ডাক্ দিলেই আস্‌বে ?

রাধা। ওগো দূতি! তবে ও কখন্ আস্‌বে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! ঠিক খেয়ার সময় হ'লেই আস্‌বে, ভাবনা কেন গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার যেন কেমন ভয় হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! আমরা সঙ্গে আছি, তোমার ভয় কি গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! দান-ঘাটে এসে আবার দানীর কথা শুন্‌ছি যে গো।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি। দান-ঘাটে যে দানী আছে, তাকি তুমি জান নাকি গো ?

রাধা। না গো বৃন্দে! দান-ঘাটে পাটনী আছে, তাই ত জানি গো, দানীর কথা ত কখন শুনি নি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! এখানেও দানী আছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ দানী সেই দানীর মত কর্‌বে না ত গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এ দানী কেমন দানী, তা না দেখ্‌লে কেমন ক'রে বল্‌ব গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ দানীর পরিচয় কিছু জান কি গো?

বৃন্দা। ওগো, শ্রীমতি গো! এ দানীর যা পরিচয় শুনেছি, তা তোমায় বলি, শোন গো।

গীত।

রাই ধনি এই দানী দান-ঘাটের নেয়ে॥
দান নিয়ে পার করে তরুণী
সে যমুনায় তরণী বেয়ে॥
পারের তরীতে তুলে.
নিয়ে যায় যমুনার কূলে,
কড়ি নিতে যায় না ভুলে
বিনোদ নাগর নেয়ে॥

রাধা। ওগো বৃন্দে, তুমি আব একবার নেয়েকে ডাক গো!

বৃন্দা। ওগো নেয়ে! না বেয়ে নিয়ে এইদিকে একবার এস না গো! আমরা সব পারে যাব গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! ঐ যে এইবার নেয়ে তরী বেয়ে কিনারে আস্‌ছে গো!

বৃন্দা। ওগো রাধারাণি। এ নেয়েকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে গো?

রাধা। কৈ গো বৃন্দে, আমি ত কিছু বুঝি না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! যে তোমার কদমতলার দানী. সে-ই এই দান-ঘাটের দানী গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে। তবে কি আবার কোন বিপদে পড়্তে হবে নাকি গো?

বৃন্দা। কি ক'রে তা বল্‌ব, বাছা? তোমাদের মনের ভাব তোমরাই জান গো! যদি শ্যামের মিলন-আশা পূর্ণ না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে কিছু কর্‌লেও কর্‌তে পারে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তা হ'লে কি হবে গো?

বৃন্দা। ঠাকুরাণী গো? কি আর হবে গো! যা বরাতে লিখন আছে, তাই ত হবে গো!

রাধা। সখী গো! আমার বরাতে কলঙ্কই লেখা আছে গো!

বৃন্দা। ঠাকুরাণী গো! যদি তোমার বরাতে কলঙ্কই লেখা থাকে গো, তবে সে কলঙ্ক কে ঘুচাতে পার্‌বে বল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কপালের লেখা যা থাকে, তাই থাক্; আমি যমুনার জলে ঝাঁপ দিই গো!

বৃন্দা। সে কি গো কমলিনি! জলে ঝাঁপ দিবে কি দুঃখে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার কি দুঃখ শুন্‌বে গো, তবে শোন—

গীত।

ওগো বৃন্দে সই দুখের কথা কেমনে কই তোমারে।
আমার প্রাণের বঁধু কালাচাঁদ কালাকাল না বিচারে॥
যখন যেখানে পায়, তখনি ধরিতে চায়,
আমি যে মরি লজ্জায় আতঙ্কে প্রাণ শিহরে॥
এক দানীরে দিয়ে দান, হারায়েছি সকল দান,
আবার কিবা দিবে দান, ভাবে গোবিন্দ দাস অন্তরে॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তা'তে আর দুঃখ কি গো? যেমন লোকের সঙ্গে পিরীত করেছ, তেমনি ব্যাভার পাবে ত গো! রাখালে পিরীতের রীতি কি জানে গো?

ললিতা। ওগো বৃন্দে! দেখ গো দেখ—নেয়ের রূপে যমুনার দুকূল আলো হ'য়ে রয়েছে গো! এমন নেয়ে ত কখন দেখি নি গো!

বৃন্দা। ওলো ললিতে! এ নেয়েকে চিনিস্ কি গা?

ললিতা। না গো বৃন্দে! এ নেয়ে যে কে, তা ত চিনি না গো! তবে নেয়েকে দেখে যেন চেনা-চেনা ব'লে বোধ হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! ভাল ক'রে দেখ্ দেখি গো, নেয়েকে চিন্‌তে পারিস্ কি না?

ললিতা। হাঁ গো বৃন্দে! অনুমানে মনে মনে চেনা যাচ্ছে বটে গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! কি চেনা যাচ্ছে গো? বলি, ও নেয়ে কি আমাদের চেনা নেয়ে নাকি গো?

ললিতা। ওগো বৃন্দে! ঠিক চেনা যায় না গো. তবে যেন কেমন কেমন মনে হয় গো?

বৃন্দা। ললিতে গো! কেমন-কেমন কি মনে হয় গো?

ললিতা। ওগো বৃন্দে! কি মনে হয় শুন্‌বে? আচ্ছা তবে বলি, শোন গো—

গীত।

কে নেয়ে এ, চিনিতে নারি,
দেখি এ ত্রিভঙ্গ বাঁকা।
গলে বনমালা দোলে. শিরে শিখিপাখা—
বাঁকা চোখে বাঁকা ভাবে আছে দৃষ্টি বাঁকা॥

মুচ্‌কি হাসিয়া নেয়ে, যার পানে যায় চেয়ে,
সেই কুলমান খেয়ে, জীবন-যৌবন দিয়ে,
তার দায়ে ঠেকে জাতি কুল রাখা ॥
ঠেকিনু বিষম দায়, বল কি করি উপায়,
গোবিন্দ দাস ভেবে না পায়, কিসে যায় ও পায় থাকা ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! ললিতা নেয়ের রূপের কথা যা বল্‌লে গো, তা শুনে যে, আমি আরও ভয় পাই গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! নেয়েকে দেখে ভয় খেয়ে কি হবে গো? নেয়ে পারের পাওনা কড়ি দান নিয়েই খুশী। সে ত আর বাঘ নয় যে, খেয়ে ফেল্‌বে গো?

রাধা। ওগো দূতি! তুমি আর দেরি ক'রো না গো! নেয়েকে ডেকে কাছে এনে ভাল ক'রে ওর পরিচয় জেনে নেও গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ঐ নেয়েকে ডাক্‌তে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙ্গে গেছে, বাছা! আর আমি ডাকাডাকি কর্‌তে নারি গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ডাক্‌তে নারি বল্‌লে কি চলে গো! আমরা যে অবলা নারী, তরী না পেয়ে পারে যেতে নারি যে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! যার নামে জীব ভবপারে যায় গো, আমরা যখন তাঁর সহচরী, তখন আমাদের এই সামান্য যমুনা পারের জন্য এত ভয় কেন গো; অন্য নেয়ে না আসে, আমাদের গোবিন্দ নেয়ে এসে পার ক'রে দিবে গো! পারের জন্য তোমার ভাবনা কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবু তুমি একবার এই নেয়েকে ডেকে দেখ, এ কোন্ নেয়ে গো?

বৃন্দা। আচ্ছা গো রাজনন্দিনি। আমি নেয়েকে ডাক্‌ছি গো, তুমি স্থির হও, বাছা!

রাধা। ওগো বৃন্দে! নেয়েকে নিকটে না দেখে যে, স্থির হ'তে পারছি না গো! ললিতার মুখে নেয়ের রূপ শুনে অবধি আমি অস্থির হ'য়ে পড়েছি গো!

বৃন্দা। আচ্ছা গো বাছা, আমি নেয়েকে ডাকি, তুমি শোন।

(সুরে) হাদে ও সুন্দর নেয়ে, বিকি-কিনি গেল ব'য়ে,
কূলেতে আনহ খেয়া তরী।
এ তিন সংসার, হ'ল সবে পার,
আমরা রয়েছি অনাথা নারী॥
ওহে নবীন কাণ্ডারী, দীন হীনের কাণ্ডারী,
সেজেছ দান-ঘাটে কাণ্ডারী।
ক'রে দিলে পার, এ তিন সংসার,
ঘুষিবে তোমার যশ ভব-কাণ্ডারী॥
কূলেতে আন তরী, তরীতে চ'ড়ে তরি,
শুন হে শুন কাণ্ডারী।
আমরা মথুরাতে, যাইব বিকিতে,
হবে নিয়ে যেতে দিয়ে পদতরী॥

কৃষ্ণ। ওগো! ডাকাডাকি করছ তোমরা কে গো?

বৃন্দা। ওগো নাবিক! আমরা ব্রজের গোপবালা গো।

কৃষ্ণ। ওগো গোপবালা! তোমরা সব আমায় ডাকছ কেন গো?

বৃন্দা। ওহে নেয়ে! লোকে খেয়া-ঘাটে এসে মাঝীকে ডাকে কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো! সে পারে যাবার জন্য ডাকে গো!

বৃন্দা। তবে আমরা তোমায় কেন ডাকছি, তা বুঝতে পারছ না নাকি গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোপবালা! তোমরা বুঝি সব পারে যাবে গো?

বৃন্দা। হ্যাঁ গো নেয়ে! পারে যাব না ত বোঝা নিয়ে খেয়া-ঘাটে গড়াগড়ি দিব কেন গো!

কৃষ্ণ। ওগো, আমি অত-শত জানি না গো!

বৃন্দা। তবে তুমি কি জান গো?

কৃষ্ণ। ওগো, আমি যা জানি, তা জানি; তেমন কেউ জানে না গো!

বৃন্দা। ওগো নেয়ে! তা হ'লে তুমি সব জান বল গো?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, আমি সব জানি, তাই আমি সব-জান্‌ই বটে গো!

বৃন্দা। ওগো নেয়ে! বলি, তুমি কে গো?

কৃষ্ণ। ওগো, আমি দান-ঘাটের দানী গো!

বৃন্দা। ওগো দানী! তুমি কি পার কর্‌তে জান গো?

কৃষ্ণ। জানি বৈকি গো! চিরকাল পারাপার কর্‌তে কর্‌তে আমার হাত পেকে গেছে গো! আমি পার কর্‌তে খুব ভাল জানি গো!

বৃন্দা। আচ্ছা গো দানী! হাল ধর্‌তে, দাঁড়্ টান্‌তেও তুমি খুব মজবুত বোধ হয়—কেমন গো?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো! হাল ধরা, দাঁড়্ টানা—ও ত আমার খুব অভ্যাস গো! নিত্যিই আমায় ঐ দুটো কাজই কর্‌তে হয় গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক! তুমি কি ননি চুরি কর্‌তে পার গো?

কৃষ্ণ। ওগো! তা পারি বৈকি গো! ননি চুরি কর্‌তে—বসন চুরি আর লুকোচুরি খেল্‌তে খেল্‌তে চুরি-বিদ্যেটা আমার ভারি সাফাই হ'য়ে গিয়েছে গো।

বৃন্দা। আচ্ছা, ওগো মাঝী! মাঝ-গাঙে তরী ডোবাতে পার কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো, তা পারি বৈকি গো! জীর্ণ তরী হ'লে তাকে তখন ডুবিয়েই ত দিতে হয় গো! সে ত আর মেরামত চলে না, নূতন কাঠামো কর্‌তে হয় যে গো!

গীত।

ওগো সুন্দরী, প্রয়োজন হ'লে আমি সকলি পারি।
নিয়ে জীর্ণ তরী সিন্ধুতে দিতে পারি পাড়ি ॥
দেখি যদি জীর্ণ তরী, তা'তে আমি হই কাণ্ডারী,
দান-ঘাটের এই যে তরী, এ ভাসাতে পারি, ডুবাতে পারি ॥
আমি যা পারি, তাই পারি, তোমরা কি যাবে পার-ই,
তবে দিয়ে কড়ি ত্বরিতে তরীতে যাও তরি' ॥

রাধা। ওগো নাবিক! তোমার জীর্ণ তরীতে চড়িতে ভয় হয় গো।

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! আমার তরী জীর্ণ হ'লে কি হয় গো, কাণ্ডারী ত নবীন আছে গো? তাতেই তুফান ঠেলে পাড়ি দিব গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক! আমরা তবে তোমার তরীতে চড়ি গো!

কৃষ্ণ। ওগো! তরীতে চড়ি বল্‌লেই কি চড়া হয় গো, তরীতে চড়িতে হ'লে অনেক কাজ করিতে হয় গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক! কি কি কাজ কর্‌তে হয় গো?

কৃষ্ণ। ওগো! কি কর্‌তে হয় শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো—

গীত।

আমি দানী এদানি এ দানী-ঘাটেতে।
দান দিয়ে তবে ধনি, পাবে পারে যেতে ॥
করিবারে পারাপার, আমি আছি কর্ণাধার,
নিয়ে যাব ঝিঁকে মেরে, সুখে পরপারেতে ॥
দেখে এই জীর্ণ তরী, ভয় কেন কর সুন্দরী,
তুফানে কি আমি ডরি, ভেবে দেখ মনেতে ;—

আমি নই কাঁচা দানী, আগে দান দাও গো ধনি,
সঙ্গে আছে রাই-রঙ্গিণী, জানে যে ফাঁকি দিতে ॥

বৃন্দা। ওগো মাঝি! আমাদের পার ক'রে দেও গো! আর দেরি ক'রো না।

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! তোমরা সব এমন সাজে কোথায় যাবে গো?

বৃন্দা। ওগো! আমরা যেখানেই যাই না কেন গো, তুমি তরী এনে আমাদের পার ক'রে দেও গো!

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! তরী নিয়ে যাব কি, তরী নিয়ে যে এগুতে পারছি না গো!

বৃন্দা। কেন গো নাবিক! তরীর আবার কি হ'ল গো?

কৃষ্ণ। ওগো! আমি এখন তরী সাম্‌লাই, না নিজেকে সাম্‌লাই গো?

বৃন্দা। কেন গো! বিপাকে পড়েছ নাকি গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! একটা হড়্‌কা তুফানে প'ড়ে তরী বাগ্‌ মান্‌ছে না গো!

বৃন্দা। ওগো মাঝী! ঝি কে দিয়ে তরী ঠিকে নিয়ে এস গো!

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! এই নেও তরী এনেছি গো! এখন দান দিয়ে নায়ে চ'ড়ে নেও; আর কথায় কথায় বেলা কাটিও না গো!

বৃন্দা। কেন গো, বেলার জন্য ভাবনা কি গো! এখনও অনেক বেলা আছে গো!

কৃষ্ণ। ওগো। আমি ত তোমাদের সব এক খেয়ায় পার কর্‌তে পার্‌ব না গো, একে একে খেয়ায় খেয়ায় পার কর্‌তে রাত হ'য়ে যাবে যে গো!

বৃন্দা। কেন গো নাবিক! একে একে পার কর্‌তে হবে, কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! আমার এ তরী জীর্ণ তরী, দু'জনের বেশী তিনজন উঠ্‌লেই ভারি হ'য়ে তল-সই হয় গো।

গীত (তুক্কা)

তোমরা অবলা জাতি ।

একে একে পার করিতে সবার

হইবে অনেক রাতি ॥

তরীখানি ক্ষীণ, অতি সৌখীন গুণ সব-সই,

দু'জনা বই তিন জনা নাহি যায় গো,

সে দু'জনার একজন আমি ।

শুন সব সই, আমি ব'লে সই, অন্য হ'লে ডুবিয়ে যেত ।

সই আছে ত, পার যে হবে সহিয়াছে ত ।

নৌকায় একজনের বেশি ধরে না,

আবার কম হ'লেও তরী চলে না,

এক মন আছে ত সৈ-সৈ, সই সই,

এক মণ হওয়া চাই, রতি মাষা কম নয় ।

ছড়ানো মন কুড়াইয়ে গোবিন্দে ঢেলে দাও,

কম হ'লে (আমার রসে লই পুরায়ে)

নামে প্রেমে কাঁদাইয়ে ।

বেশি হ'লে (বিরহ-তাপে লই শুকায়ে)

(একবার দেখা দিয়ে আর দেই না দেখা)

ভেবে ভেবে যায় শুকায়ে ॥

বৃন্দা । আমরা সব শুদ্ধ একমন ।

এই ঘাটে দেখ যত জন, যত দেখ বৃন্দাবন,

এর মধ্যে সব শুদ্ধ—কেহ অশুদ্ধ নাই ।

মাপ' না রাধার মন, শুন হে রাধারমণ

(এক মন হ'য়ে আছে) (জড়ায়ে ধরায়ে আছে)

বৃন্দা। ওগো! তবে না হয় একে-একেই পার ক'রে দেও গো! কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি যেয়ো যেন গো!

কৃষ্ণ। ওগো, তা যাব গো—তা যাব। এখন আগে কে পারে যাবে, এসে নায়ে চড় গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তবে তুমিই আগে পারে যাও, বাছা!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তাই যাই গো! বলি ওগো, নেয়ে!

কৃষ্ণ। কেন গো, রূপসি! কি বল্‌ছ গো?

রাধা। তোমার তরীতে পার হ'তে হ'লে দানের কড়ি কত দিতে হয় গো?

কৃষ্ণ। ওগো, সুন্দরি! এ তরীতে চড়্‌তে হ'লে কত দানের কড়ি দিতে হয়—বলি, শোন গো—

গীত।

আমার এ সুন্দর না, যেবা আসি দিবে পা,
আনিবে গণিয়া কড়ি ষোল পণ।
তার যদি কমী হয়, দানে মন নাহি রয়,
এক কড়া ছাড়ি না—মম পণ॥
আমি ত যুবক নেয়ে, তোমরা যুবতী মেয়ে,
গেল শুধু বেলা ব'য়ে করি রঙ্গ-আলাপন॥
যে হবে নায়ে পার, পসরা তোল তাহার,
বল মোরে কিবা আমার দিবে গো বেতন;—

(ওই যে দেখিছ সুন্দরী, ও দিবে এক লক্ষ কড়ি)
(এর কমে পারে না যাইব) (এক লক্ষ্য হওয়া চাই)
(যদি পারে যাবার আশা থাকে)

(লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য ছেড়ে—একলক্ষ্য হওয়া চাই)

(যার যার আরাধ্য চরণে)

(এক কাহন দিবে কড়ি তবে আমি পার করি,)

(ষোল আনা ধ'রে দাও) (নিজের ব'লে রেখো না)

(আমিত্ব রেখো না স্বামিত্বে) (দশে ছয়ে যোগ ক'রে)

(দশ ইন্দ্রিয় আর ছয় রিপু)

(এক পণ দিবে কড়ি, তবে আমি পার করি)

(এক পণ হওয়া চাই) (থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ)

(প্রাণপণ হওয়া চাই) (আরাধ্য দেবের পদে)

(ও কোন মহাজনের নাম লউক)

(মাথায় ক'রে পার করিব)

(কোনও দিন গোবিন্দদাসের সঙ্গ কি করেছে)

(ভয় করি ভক্তের নয়ন-বারি)

(জল দেখ্‌লে জল হ'য়ে যাই)

আপনি বুঝিয়া বল, পাছে যেন হয় না গোল,

দাস গোবিন্দের বোল, সামাল আপন।

বৃন্দা। এক আনায় হব পার, একা নায় হব পার,

(ভাল) আট আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি,

আট আনা আট আনা—আ-টানা রেখো না,

কৃপা ক'রে টেনে নাও।

কৃষ্ণ। আট আনা আট আনা—তাতে আঁটে না

মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি আ-ধূলি ছুঁই না

(এক গোপীর চরণ-ধূলি বিনা)

বৃন্দা। নয় আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি,
আমরা হরিণনয়না—নয় আনা নয় আনা,
এ পারে আমরা নয়ানা নয়ানা.
তরীখানি নয়া না, (ঝলকে ঝলকে জল ওঠে)
কেবল মাঝীটি পুরাণা, তাও আবার পূরা না,
তিন জায়গা ভাঙা তার, তাও আবার পুরাণা ॥

বৃন্দা। ওগো নাবিক ! বেতন আবার কি নিবে গো ? এ ত এক দিনের কাজ নয়, রোজ রোজ যাওয়া-আসা কর্‌তে হবে গো !

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি ! তার জন্য আমায় কি দান দিবে গো ?

বৃন্দা। ওগো দানী ! তোমায় আর কি দানই বা দিব গো ? তবে এমতি নিতি নিতি পার কর্‌লে তোমায় প্রেম-দান দিব গো ! বেতন যা দিব গো, তাতে আমরাই সব তোমার হব গো !

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি ! তোমরা কুলবতী যুবতী হ'য়ে, যদি এমন কথা বল গো, তা' হ'লে আমি খুশী হ'য়ে নিতি নিতি তোমাদের পারাপার ক'রে দিতে পারি গো !

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি ! কেমন—দানীকে ঐ রকম বেতন দিতে রাজী আছ ত গো ?

রাধা। কেন গো বৃন্দে ! আমি তোমাদের কথা-মত কখন্ দানীকে দান দিতে গর্‌রাজী হয়েছি কি গো ? আমি রাজীই আছি গো !

বৃন্দা। তবে শ্রীহরি শ্রীহরি ব'লে নায়ে গিয়ে ওঠ গো !

রাধা। ওগো বৃন্দে ! তুমি আমার পসরাখানি আগে তুলে দেও গো !

বৃন্দা। তা দিচ্ছি গো, তুমি ঘোম্‌টা টেনে নৌকার গুড়া ধ'রে ব'স গো !

[রাধার নৌকারোহণ]

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি ! তুমি করেছ কি গো ?

রাধা। কেন গো, কাণ্ডারী! আমি কি করেছি গো?

কৃষ্ণ। তোমার গৌর অঙ্গে নীল শাটী প'রে নায়ে উঠেছ গো!

রাধা। ওগো নাবিক! তা'তে কি দোষ হয়েছে গো?

কৃষ্ণ। ওগো রূপসি! তোমার গায়ে ঐ শাড়ী দেখে নবঘন মনে ক'রে পবন জোর বইবে গো! তা হ'লে যে আমার তরী রাখা দায় হবে গো!

রাধা। ওগো দানী! তবে আমায় কি করতে বল গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! তোমাকে ঐ নীল শাড়ীখানি খুলে ফেলতে হবে গো!

রাধা। ওগো কাণ্ডারী! তা আমি কেমনে পারি গো? নারী হ'য়ে লোক-মাঝে বসন ছাড়তে যে নারি গো!

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! তা' না পারলে যে আমার নাখানি তুফানে প'ড়ে ডুবে যাবে গো!

রাধা। ওগো মাঝি! এর কি আর কোন উপায় নেই গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! আর কি উপায় আছে গো? তোমার ও নবীন মেঘের মত শাড়ীর রং ঢাকবে কিসে গো?

রাধা। ওগো কাণ্ডারী! যাতে শাড়ীর রং ঢাকে, তার উপায় তুমি কর গো! তুমি যে কত রঙ্গের রঙ্গী গো! জগতের সব রং যে তুমিই ঢেকে আছ গো! আমার শাড়ীর রং ঢাকবার তুমিই উপায় ক'রে দেও গো!

গীত।

ওহে কালোসোনা বল কেমনে ঢাকি কালো রং।
কত রং-বিরং কর, আমার শাটীর রংএ ধরাও রং॥
করছ তুমি কত রং, কার আছে আর তত রং,
তোমার রংএ শাড়ীর রং, বেরং ক'রে দাও অন্য রং॥

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! একটা উপায় স্থির করেছি, তুমি তা পার্‌বে কি গো?

রাধা। ওগো কাণ্ডারী! তোমার নায়ে যখন উঠেছি গো, তখন তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌ব গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! তোমার গায়ে দই ঢেলে যদি সব সাদা কর্‌তে পার, তবে আর কোন বিপদ্ ঘটে না গো!

রাধা। ওহে নেয়ে! তুমি নায়ে আমায় একা মেয়ে পেয়ে রঙ্গ কর্‌ছ গো? ওগো বৃন্দে!

বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি! কি হ'ল গো?

রাধা। ওগো সহচরি! নেয়ে আমার মাথায় ঘোল্ ঢাল্‌তে বল্‌ছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ঘোল ঢাল্‌তে কি গো? বলি, নেড়া হ'য়ে ঘোল ঢাল্‌তে বল্‌ছে নাকি গো!

রাধা। না গো বৃন্দে! একা পেয়ে নেকা মনে ক'রে ঠাট্টা কর্‌ছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! নাবিক হ'য়ে রাজনন্দিনীকে ঠাট্টা কর্‌লে কি ওর ঠাট্‌টা এতক্ষণ থাক্‌ত গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আমার মাথায় দই ঢাল্‌তে বল্‌ছে কেন গো?

বৃন্দা। ওগো নেয়ে! যুবতী মেয়ে পেয়ে মাথায় দই ঢাল্‌তে চেয়েছ কেন গো? নিতান্ত রাখালে-বুদ্ধি কি কখন ভাল হয় গো? স্বভাব যে যাবার নয় গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! কিসে আমার রাখালে-বুদ্ধি দেখ্‌লে গো?

বৃন্দা। ওগো নাবিক! রাখালে-বুদ্ধি না হ'লে রাজনন্দিনীর মাথায় দই ঢাল্‌তে চাবে কেন গো? শির যাবার ভয় কর না?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! ঐ নীল শাড়ীর রং ঢাক্‌তে দই ঢাল্‌তে বলেছি গো!

বৃন্দা। কেন গো, নীল শাড়ীর রং না ঢাক্‌লে কি হবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! নৌকা মাঝে গেলে নবঘন মনে ক'রে বাতাস জোর বইবে গো! তা'তে যে তুফান হবে গো!

বৃন্দা। বলি, ওগো কাণ্ডারী! শাড়ীর রং না-হয় দই ঢেলে ঢাকলে, কিন্তু নিজের রং কেমন ক'রে ঢাকবে গো? তোমার ঐ নব জলধর বর্ণ দেখে যদি পবন খাতির করে, তবে শ্রীমতীর শাটীতে কোন ক্ষতি হবে না গো! এইখানেই ত তোমার রাখালে-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ গো! এই গুণে তুমি দানঘাটের দানী হয়েছ গো? তোমার কথা শুনে হাসি পায় যে গো!

গীত।

দানী হে, তোমার কথা শুনে।
দুঃখে হাসি পায়, লজ্জায় বাঁচিনে॥
মাঠে যে হাঁকৃত গাই, সেই বলে আজ দান চাই,
চাঁদেরে ধরিতে চায় যেমন গো বামনে॥
চিরকাল আসি যাই, দান কভু দেখি নাই,
দানের দফা রফা মোরা কর্‌ব এতদিনে॥
একি কথা পরমাদ, ভেকের হয়েছে সাধ,
গুব্‌রে পোকার সাধ পদ্মমধু পানে;—
সঙ্গেতে আছে কিশোরী, খাট্‌বে না আর কোন জারি,
ভেঙ্গে দিব জারিজুরি মোরা কয়জনে॥
যদি বাড়াবাড়ি কর, জান কংস রাজ্যেশ্বর,
যার ভয়েতে লুকিয়ে থাক গোপনে;—
বিস্ময়ে গোবিন্দ কয়, ওহে দানী দয়াময়,
যেন হ'য়ো না নিদয় শেষের সেদিনে॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! নিন্দের কথা তোল কেন গো? আমি ত দানের কথা চুক্তি ক'রে নিয়েছি গো! আবার দানের কথা তোল কেন গো? পারে যেতে তরী চাপ্‌তে হ'লে দানের কড়ি দিতে হয়, তাকি জান না গো?

বৃন্দা। বলি, দেখ দানী! তোমার ও গুজ্‌গুজুনি ভালবাসি না, যা কর্‌তে হবে, সব খোলাখুলি বল দেখি গো শুনি?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে। শুন্‌বে? তবে আবার বলি শোন গো—

গীত।

চড়্‌লে তরী দানের কড়ি চায় গো।
যত গোপনারী তোমরা এসেছ হেথায় গো॥
আমি করি মাঝীগিরি, ঝিঁকে মেরে পার করি,
এখনি ছাড়িব তরী, চিন্তা কিবা তায় গো॥
যে চড়েছে আমার নায়ে, উনি কোন্ রাজার মেয়ে.
বল গো বল বৃন্দে মোরে, তোমারে সুধাই গো;—
চাই আগি পারের কড়ি, তবে ত ছাড়িব তরী.
ক'রো না আর বেশি দেরি, যাই চল ত্বরায় গো॥
হতেছ কেন উতলা, খোল আগে দেখি ডালা,
পচা ননি হ'লে ধনি, নিব না নৌকায় গো;—
তোমরা গোপের বালা, মিছে কেন কর ছলা,
দাস গোবিন্দ নিঃসম্বলা, পারে যেতে চায় গো॥

বৃন্দা। ওগো দানী! আমরা যখন দান দিয়ে পারে যাব, তখন, বেলা খুইয়ে যাব কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তবে কি এক সঙ্গে এক খেয়ায় সবাই পার হ'তে চাও নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো নাবিক! আমরা কুলবতী যুবতী, আর তুমি যুবক দানী, তোমার সঙ্গে একা পারে যেতে প্রমাদ গণি গো!

কৃষ্ণ। সকলের ভারে নৌকায় যদি জল ওঠে, তখন কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো কাণ্ডারী! তরী জলে ভারি হয়, আমরা সব নারী মিলে সেঁচ্‌ব গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তা যদি পার, তবে এক সঙ্গে নায়ে চড়্‌তে পার গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! বলি শুন্‌ছ গো?

বৃন্দা। কেন গো ললিতে! তুই—আবার কি বল্‌ছিস্ লো?

ললিতা। ওগো সই! এ নাবিকের চাউনি দেখে ভয় হচ্ছে, পাছে সেই দানীর মত করে গো?

বৃন্দা। ওগো ললিতে! জলের মাঝে—আর সে ভয় নেই গো!

বিশাখা। ওগো, আমরা সবাই ত এক নায়েই যাচ্ছি গো!

কৃষ্ণ। কিগো! তোমরা আমায় বড় বিপদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি গো! যাবে ত নায়ে ওঠ, নৈলে নেমে বাড়ী যাও, সাম্‌নে আঁধার পড়্‌লে দাঁড় চল্‌বে কি ক'রে গো?

বৃন্দা। ওহে নাবিক! এখনও যা বেলা আছে, তাতে তোমার মত নাবিক মনে কর্‌লে অনেক যাত্রী পার কর্‌তে পারে গো!

কৃষ্ণ। ওগো, সেদিন আজ নয় গো!

বৃন্দা। কেন গো, আজ্‌কের দিন ত সেদিনের চেয়ে সুদিন গো! এখনও কত বেলা, তাতে সব যুবতী ব্রজবালা নিয়ে নৌকা ভাসাচ্ছ, আজ্‌কের দিনটা তোমার মত দানীর কাছে খুব শুভদিন গো!

গীত।

কেন এ দিন নয় গো সেদিন।
এ যে দিন, এমন সুদিন
ঘটে নাই আর কোন দিন ॥
গত হয়েছে সেইদিন,
আগত এই দিন,
পার করিতে ধনী দীন
সমাগত সেই শুভদিন ॥
পাবে না আর এমন দিন,
যুবতী পার করার দিন,
দান-ঘাটের কাণ্ডারী দীন
ধনী হবে আজ্‌কের দিন ॥
কেটে গেছে ঘোর দুর্দ্দিন,
পেয়েছ তাই এই শুভদিন,
দাস গোবিন্দ অতি দীন
ভক্তিহীন প্রেমে দীন ॥

কৃষ্ণ। ওগো! তোমরা সব নায়ে চ'ড়ে নেও গো, এইবার আমি নৌকা ছাড়্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক! আগে আমরা নায়ে উঠে ঠিক হ'য়ে ব'সে নিই, তার পর নৌকা ছেড়ো গো! ওগো ললিতে! তুই উঠে ঐ দানীর কাছ-ঘেঁসে বস্‌গে যা গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! ওখানে রাজনন্দিনী যেমন আছে,

তেমনি থাক্ গো, আমরা এ পাশে সব পাশাপাশি হ'য়ে ব'সে যাই আয় গো!

বৃন্দা। কেন গো ললিতে, দানীর পাশে বস্‌তে ভয় হচ্ছে নাকি গো?

ললিতা। ওগো বৃন্দে, ভয়ও নেই আর নির্ভয়ও নেই গো! বলি, পর-পুরুষে বিশ্বাস কি গো? তা'তে আজকাল যে রকম নতুন নতুন দানীর আমদানি হচ্ছে, তা'তে দানীকে আর বিশ্বাস করা যায় না গো! এ সব যে আধানী দানী, বনেদী দানী ত কেউ নাই গো!

বৃন্দা। তবে রাজনন্দিনীই দানীর কাছে বসুন। দানীর গায়ের রং আর রাই ধনীর বসনের রং মিলে কেমন মানান হয় দেখা যাবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! শ্রীমতীকে আমার কাছে বস্‌তে দিয়ো না গো, তা' হ'লে হয় ত মাঝ-যমুনায় ভরাডুবি ক'রে ফেল্‌ব গো!

বৃন্দা। বল কি গো, তুমি ভরাডুবিও কর্‌তে পার নাকি গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমরাই আমায় ভরাডুবি কর্‌বে গো!

বৃন্দা। ওগো কাণ্ডারী! আমরা তোমার ভরাডুবি কর্‌ব কিসে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমার কাছে শ্রীমতীকে বসালেই আমি নিজে অসামাল হ'য়ে যাব, তা তরী সাম্‌লাব কেমনে গো?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! এ কাণ্ডারী বলে কি গো?

বড়াই। ওগো বৃন্দে! কাজের গোড়ায় সবাই ও রকম ভয়ের কথা বলে গো, তা ব'লে যারা পারাপারে যাবে, তাদের কি ভয় কর্‌লে চলে গো? আমি জানি ও নেয়ে খুব পাকা নেয়ে গো!

রাধা। ওগো বড়াই-মা! এই একরত্তি বয়সে ও নেয়ে-গিরি শিখ্‌লে কবে গো?

বড়াই। শ্রীমতি! এ নেয়ে মায়ের পেটে জন্মাবার আগে থেকে চারকাল চারযুগ নেয়েগিরি ক'রে এসেছে, তাতেই শিক্ষা পেকে গেছে গো!

বৃন্দা। ওগো বড়ি-মা! এ নেয়ের কি মা আছে নাকি গো?

বড়াই। ওগো বৃন্দে! এ নেয়ের মা আছে কি নেই, তা ঐ নেয়েকেই শুধাও না গো!

বৃন্দা। বলি, ওগো নবীন নেয়ে! তুমি জাত-নেয়ে, না নেয়েগিরি তোমার ব্যবসা গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমি জাত-নেয়ে না হ'লেও নেয়েগিরি করাটা আমার চিরকেলে পেশা গো!

বৃন্দা। ওঃ, আগে ছিল পেশা, এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসা, কেমন গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! পেশা আবার ব্যবসা হ'ল কিসে গো?

বৃন্দা। ওগো নাবিক! তবে বলি শোন গো—

গীত

জগতে ছিল যত পেশা, সবই এখন হ'ল ব্যবসা।
যে জাতির যে পেশা, আছে কি আর সে পেশা,
পেশা ছেড়ে দুঃখ-পেষা, ধর্‌ছে জাত অজাতের ব্যবসা॥
গুরুগিরি যাদের পেশা, তাও এখন ঘোর ব্যবসা,
তন্ত্র-মন্ত্র সবই পয়সা, পয়সা পেলেই ছাড়্‌লে পেশা॥
তাঁতিতে বোনে না তাঁত, মাগীতে রাঁধে না ভাত,
মায়ে দেখে না পুতের আঁৎ, কেবল চায় সব পয়সা;—
যাবৎ বিত্তকর উপার্জ্জন, তাবৎ ধন-জন-পরিজন,
শেষের দিনে বিনে একজন গোবিন্দ-দাসের নাই ভরসা।

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! পরের পেশা নিয়ে ব্যবসা করে, আমি তেমন পেশাদার নই গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক! তুমি যখন রকম রকম দান সাধ গো, তখন তুমি আদায়ের ব্যবসায় পাকা পেশাদার গো! দান, আদান, প্রদান, নিদান, প্রতিদান, সম্প্রদান, উপাদান, অপাদান সব দানের পেশাকে এখন পাকা ব্যবসায় দাঁড় করিয়েছ গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তা তোমরা যা বল, তা বল; আমার যেমন-তেমন ক'রে পাওয়া নিয়ে কথা গো!

বৃন্দা। ওগো দানী। কড়ি ত আর গাছে ফলে না, আর মানুষেও গড়ে না গো! কড়ি পেতে হ'লে পেশাদারী না শিখলে চলে কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমি শুধু কড়ির জন্যই দান সাধি না গো।

বৃন্দা। তবে কিসের জন্য দান সাধ গো? যুবতী নারী ব্রজেশ্বরীর মিলন-আশায় বুঝি দান সাধ' গো? বাল' কদমতলার দানের কথা মনে আছে ত গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমার ধন কড়ি সেই রাই-ধন গো! আমি তার জন্যই দান সাধি, বাধা বই—পায়ে ধরি—গিরি ধরি—কালীয় দমন করি, ধেনুচারণ করি গো! সেই সবে-ধন রাই-ধন বিনে আমার জীবন জ্ব'লে যায়, তাই আমি দানী হ'য়ে রাই-ধনীর কাছে দান চাই গো। রাই-ধনই আমার প্রিয়ধন, তার প্রেমধনে ধনী হ'ব ব'লে দাসখৎ লিখেছি—পায়ে ধরেছি, আবার দান-ঘাটের ঘাটোয়ালও হয়েছি গো?

বৃন্দা। ওগো রাজার মেয়ে! নেয়ের কথা শুনছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! ও কথার আর কি উত্তর দিব গো! দানীকে দান দিতে ত রাজী হয়েছি গো, তবে আর কি শুধাও গো?

বৃন্দা। ওগো দানী! তবে আর কি গো! তোমার রাই ধনীর ত দয়া হয়েছে গো! এইবার তুমি তরণী ভাসাও গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমাদের রাজনন্দিনী না বল্‌লে আমি এ তরণী ভাসাতে পারি নে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! দানী তোমার কাছে দান পেয়েছে কি না, তাই তোমার কথা নৈলে আর কারু কথা শুন্‌বে না গো! দানী ছেলেমানুষ হ'লেও অকৃতজ্ঞ নয় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ও নেয়ে যদি তরণী বেয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা হ'লে তরণী ভাসাতে বল্‌ছি গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক! শুন্‌লে ত গো! এইবার তরী ভাসাও গো!

গীত।

ওহে কাণ্ডারী, ভাসাও তোমার প্রেমের তরী,
হয়েছে রাই কিশোরীর অনুমতি।
যে দেবে তোমায় দান, তাঁর এই আদেশ প্রদান.
যদি বাইতে পার তরীখান, ভাসাও তবে ত্বরাগতি॥
তরী নিয়ে দিতে পাড়ি,
হও যদি তুমি আনাড়ি,
তবে নায়ে নিয়ে অবলা নারী, যেয়ো না হে শ্রীপতি॥
দাস গোবিন্দের নাই ত কড়ি.
বিনিমূলে পাব কি তরী,
শমনের ভয়ে কেমনে তরি, বল হে বল প্রাণপতি॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! মাঝামাঝি গিয়ে আবার কোন বিপদ্‌ হবে না ত গো?

বৃন্দা। সে কথা আমি কি ক'রে বল্‌ব, বাছা? আমি ত গণৎকার নই গো; তুমি ও নেয়েকে জিজ্ঞেস্ ক'রে নেও, বাছা!

রাধা। বলি, ওগো নবীন নেয়ে! মাঝামাঝি নৌকা নিয়ে গিয়ে কোন বিপদ্ হবে না ত গো?

কৃষ্ণ। ওগো রাজার মেয়ে! না নিয়ে গিয়ে যদি বাতাস খেয়ে না আসে, আর তুফানে তরী না ভাসে গো, তা হ'লে আর ভয় কি আছে গো; একটা ঝিঁকে মেরেই আধাপথ নিয়ে চ'লে যাব গো!

রাধা। ওগো নেয়ে! আর যদি জোরে বাতাস হয়, কি তুফান বয়, তা হ'লে কি হবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো রাজার মেয়ে! তা'তেই বা তোমার ভয় কি আছে গো? নায়ে জল ভর্‌তি না হ'লে ত আর না ডুব্‌বে না। তা তোমরা এত লোক থাক্‌তে জল সেঁচ্‌তে পার্‌বে না কি গো?

রাধা। ওগো দানী! যদি কেউ না পারে, তা হ'লে কি হবে গো?

কৃষ্ণ। তা হ'লে আর কি হবে গো? যদি তরী ডুবে যায়, আমি তোমায় আঁক্‌ড়ে ধ'রে তুলে আন্‌ব গো!

রাধা। বলি, তা হ'লে কোন ভয় নেই? তুমি অভয় দিচ্ছ ত গো?

কৃষ্ণ। ওগো রাজনন্দিনি! আমি সঙ্গে থাক্‌তে তোমার কোন ভয় নেই, এ অভয় আমি নির্ভয় হ'তে দিতে পারি গো!

বৃন্দা। সত্যিকথা ভাই! অভয়দাতা ভয়হারী হরি যখন তোমাদের অভয় দিয়ে নির্ভয় কর্‌ছেন, তবে আর ভয় কিসের গো? নির্ভয়ে পারে যাই চল গো! যদি তরী ডুবে যায়, কর্ণধার উদ্ধার কর্‌বেন; ভয় কি গো!

গীত।

আমাদের পারে যেতে আর নাইক কোন ভয়।
অভয়দাতা দিয়েছেন অভয়, যদি ঘটে বিপদের ভয়,
যাঁর নামে যায় ভব-ভয়, সেই ভয়হারী কর্‌বেন নির্ভয়॥
জীর্ণ তরী বোঝাই ভারি, আছে পাকা শক্ত কাণ্ডারী,
ঝিঁকে মেরে জমাবে পাড়ি, পারে যেতে করি নে ভয়॥
দাস গোবিন্দের দেহ-তরী, পাপে জীর্ণ দমে ভারি,
বিনে সে গোবিন্দ হরি কে হরিবে শমনের ভয়॥

রাধা। ওগো নাবিক! তবে আর দেরি ক'রো না, এইবার নৌকা ছাড় গো!

কৃষ্ণ। ওগো! তোমরা সবাই বদর বদর বল গো!

সকলে। বদর, বদর, বদর! জয় বরাহদেবকী জয়।

কৃষ্ণ।—

গীত।

দান-ঘাটের দানীর তরী, চল্ দেখি তর্ তর্।
একটি টানে তুফান কেটে পাড়ি জমিয়ে ধর্॥
বহুদিনের পাকা তরী,
কত দেব-গন্ধর্ব্ব পার করি,
সামান্য এই ব্রজনারী, পার করিতে কিসের ডর্॥
গোবিন্দ হয়েছে দাঁড়ী,
ত্বরা তরী দিবে পাড়ি,
দাস গোবিন্দ ত্বরা করি তরীতে চ'ড়ে পড়্॥

বৃন্দা। ওগো নেয়ে! একি হ'ল গো, নৌকায় যে চর্ চর্ ক'রে জল উঠ্‌ছে গো!

রাধা। ওগো, দানী গো! একি হ'ল গো! এর উপায় কর গো!

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! এক কাজ কর গো, নৈলে আর ত উপায় দেখি না, গো!

রাধা। ওগো দানী! কি কর্‌তে হবে বল গো! আমরা এখনই কর্‌ব গো!

কৃষ্ণ। ওগো! আমার এই জীর্ণ তরীতে ভারি বোঝাই হয়েছে গো!

রাধা। ওগো কাণ্ডারী! এমন কি ভারি বোঝাই হয়েছে গো?

কৃষ্ণ। ওগো! তোমাদের গায়ের কাঁচলির ভার, কুচগিরির ভার, পসরার ভার—এত ভার কি এ নায়ে সয় গো!

রাধা। ওগো নেয়ে! তবে কি কর্‌ব বল গো?

কৃষ্ণ। ওগো! তোমরা সব গায়ের বসন খুলে ফেলে দেও—পসরা হ'তে দই দুধ ফেলে দেও—ঐ সব ভাঁড়ে ক'রে সবাই মিলে নায়ের জল সেঁচে ফেলে দেও গো, নৈলে তরী ডুব্‌ল গো—তরী ডুব্‌ল!

রাধা। তরী ডুব্‌ল কি গো! এই আমি সব খুলে ফেলে দিলেম গো! [তথাকরণ]

কৃষ্ণ। এইবার দই দুধ ফেলে দিয়ে ঐ ভাঁড়ে জল সেঁচ গো!

রাধা। আচ্ছা গো দানী! আমরা তাই করি গো! [তথাকরণ]

বৃন্দা। ওগো কাণ্ডারী! এত ক'রেও ত তরীর জল মরে না গো! এ কি জল গো?

কৃষ্ণ। ওগো, এ যমুনার জল গো, উছ্‌লে উঠে নৌকায় ঢোকে গো!

বৃন্দা। ওগো দানী! যমুনা আজ এমন উছ্‌লে উঠ্‌ল কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো! যমুনার বক্ষে রাধাকৃষ্ণ-বিলাস দেখে, সে আনন্দে উথ্‌লে উঠ্‌ছে গো!

ললিতা। ওগো বড়াই বুড়ি! তোর কথায় ভাঙ্গা নায়ে চ'ড়ে যে, প্রাণ যায় গো! তরী যে পাকে-পাকে ঘুর্‌ছে, এখন উপায় কি গো?

বড়াই। ওগো ললিতে! শ্রীমতীকে বল্‌—কাণ্ডারী যা দান চায়, তাই দেওয়া হোক্, নৈলে উপায় নেই গো!

গীত।

না দেখি কোন উপায়, বিপদ যে পায় পায়।
বাঁচে তরী আর কার কৃপায়,
বিনা সে কাণ্ডারীর কৃপায়॥
পেলে স্থান যার পায়,
ভব-পারে জীব তরী পায়,
নিরুপায়ের সেই ত উপায়,
ধর এখন তাঁরি শ্রীপায়॥
কাটাতে এ তরীর তুফান,
যা চায় দানী দাও দান,
গোবিন্দ-দাসের দান,
যেন নিদানে গোবিন্দ পায়॥

রাধা। ওগো নেয়ে! তরী বাঁচাও গো, তুমি যা চাও, তোমাকে তাই দিব গো!

কৃষ্ণ। ওগো রাজার মেয়ে! আমি তোমায় চাই গো!

রাধা। ওগো নাবিক, আমায় তুমি নেও গো, তরী বাঁচিয়ে দেও গো!

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! তবু যে তরী সামাল্ খায় না গো!

রাধা। ওগো কর্ণধার! আমরা ত সব ভার ফেলে দিয়েছি, তবুও তরী সাম্‌লায় না কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো চাঁদবদনী ধনি! তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার হাতের হাল খ'সে যাচ্ছে গো, তাই তরী সামাল্ মানে না গো!

রাধা। ওগো নেয়ে! এখন ওসব রঙ্গ রাখ গো, যাতে নৌকা বাঁচে, তার উপায় কর; আমাদের প্রাণে মেরো না গো!

গীত।

ওহে নবীন নাবিক মেরো না মেরো না প্রাণে।
জলে ডুবাইয়ে গোপীরে নাশিয়ে
কলঙ্ক কিনিবে কেনে॥
যা তুমি চাহিবে দান,
জীবন যৌবন মান,
সকলি দিব হে দান
বাঁচাও যদি এ তুফানে॥
আর কেউ নাই হে আমার.
ওহে দানী আমি তোমার,
দাস গোবিন্দের পারের ভার
শ্রীগোবিন্দের চরণে॥

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! আর বুঝি রাখা যায় না গো! এইবার বাতাসে লা উল্‌টে যাবে গো!

রাধা। ওগো নাবিক! আর কি কোন উপায় নেই গো?

কৃষ্ণ। ওগো রাজার মেয়ে। আরও কিছু ভার কমালে নৌকা বাঁচ্‌তে পারে গো!

রাধা। ওগো নাবিক! আমরা গায়ের কাঁচলি খুলেছি—পসরা হ'তে দই দুধ ফেলে দিয়েছি, আবার কি ফেলে ভার কমাব গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! তোমরা আপন আপন বসন খুলে ফেল গো, তা হ'লেও অনেকটা ভার কম হবে গো!

রাধা। ওগো পীতবসন! আমরা পরপুরুষের সাম্‌নে কেমনে বসন খুলে ফেলে দিব গো? আমরা যে কুলবতী যুবতী, তাহে লজ্জাবতী গো! আমরা নিজেরা মর্‌তে পার্‌ব, তবু তোমার সাম্‌নে বসন ফেল্‌তে পার্‌ব না গো!

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! বসন না ফেল্‌লে ভরাডুবি হ'য়ে যাবে গো!

বৃন্দা। ওগো ছলনাময়! আর দাসীদের নিয়ে ছলনা ক'রো না গো! এমনি-ধারা কষ্টে ফেলে কি প্রেমের মিলন কর্‌তে হয় নাকি গো? আমরা কোথা মিলন দেখে সুখী হ'তে এলেম, তা না হ'য়ে মাঝ-যমুনায় এনে নৌকাডুবি ক'রে মার্‌তে চাও গো! বঁধু গো! এই কি তোমার উচিত নাকি গো?

গীত।

বঁধু হে, এই কি তোমার পিরীতের রীত।
অবলা কাঁদালে জলে এ কেমন উচিত॥
আমরা সবাই কুলবালা, সইতে নারি কোন জ্বালা,
সুখ দিতে এনে কালা, ঘটাও বিপরীত॥
সামাল' সামাল' তরী, নয় যমুনায় ডুবে মরি,
কাঁদে যত ব্রজনারী, সেধো না তাদের অহিত॥
এ দাস গোবিন্দ ভণে, ভুলো না মাঝির ছলনে,
শ্যামধনে দাও রাইধনে, এখনি হবে বিহিত॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমায় কেন মিছে দোষ' গো? আমি ত আগেই বলেছিলেম যে, আমার এ জীর্ণ তরীতে দু'জনের বেশি লোক নিব না গো! তোমরাই ত জোর ক'রে পাঁচ-সাতজনে চ'ড়ে বস্‌লে গো! এখন ভার না কমালে তোমরাও যাবে, আমার তীরখানিও যাবে। তা হ'লেই খেয়া দেওয়া, দান নেওয়া সব উঠে যাবে গো!

বৃন্দা। ওগো মাঝি! তোমার তরী গেলে অমন জীর্ণ তরী কত পাবে গো, আমরা গেলে কি আর আমাদের ফিরে পাবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো! তোমরা যাও, তাতে দুঃখ নেই গো! আমার পারাপারের তরীখানি গেলে আর যে খেয়া চল্‌বে না গো!

বৃন্দা। তা না হয় দিন-দুই সেটা বন্ধই থাক্‌বে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তা হ'লে যে, মানুষে খেয়া-ঘাট ভরে যাবে গো! এক পারের লোক আরপারে না যেতে পেলে অত মানুষ সব থাক্‌বে কোথা গো?

বৃন্দা। আমাদের জন্য দরদ নেই, তোমার তরীর জন্যই যত দরদ? হা বরাত!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমাদের জন্য আমার দরদ হবে কিসে গো? তোমরা ত আমার কেউ নও গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! আমরা যদি তোমার কেউ নই গো, তবে ঐ ভাঙা তরীখানি তোমার কেউ নাকি গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তাও বটে গো! বল্‌তে ভুলেছি—আরও কেউ আছে গো!

বৃন্দা। বলি, সে কেউ আবার কে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে কেউ শ্রীমতী রাই গো!

বৃন্দা। তা বেশ ত গো! তোমার তরী যাতে বাঁচে আর তোমার

কেউ যাতে বাঁচে, তারই উপায় কর গো! তার পর আমাদের ভাগ্যে যা হয়, হবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! ভার না কমালে আর তরী বাঁচাতে পারি নে গো!

রাধা। ওগো নবীন নাবিক! জল যে আরও বেশী হ'ল গো! এইবার নৌকা ডুব্‌ল গো!

কৃষ্ণ। ওগো রাজার মেয়ে! এখনও বসন খুলে ফেল গো—ভার কমাও গো!

রাধা। ওগো নাবিক! এই বসন খুলে ফেলেছি গো! [তথাকরণ]

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! ভয় হয় ত আমার গলা জড়িয়ে ধর গো!

রাধা। ওগো নাবিক! তাই করি গো, তাই করি। [কৃষ্ণের গলা ধরিলেন]

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! এইবার তরীও বাঁচ্‌ল—প্যারীও বাঁচ্‌ল আর কাণ্ডারীও বাঁচ্‌ল গো! [রাধাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিলেন]

ললিতা। ওগো বৃন্দে! একি হ'ল গো! কাণ্ডারী যে কিশোরীর গলা জড়িয়ে ধ'রে হাল ছেড়ে দিয়ে একপাশে বস্‌ল গো! হায় হায়! আর বুঝি তরী সামালে না গো!

গীত।

অকস্মাৎ একি হ'ল দায় গো!
প্রাণ কেঁদে ওঠে বৃন্দে কি হবে উপায় গো॥
বামেতে ল'য়ে কিশোরী,
তরীতে বসিলেন হরি,
খেলিল যেন বিজুরী, নবঘনের গায় গো॥

যমুনার কালো জল,
রূপেতে হ'ল উজল,
তরণী হ'ল চঞ্চল ওই প্রবল বায় গো ॥
অকস্মাৎ ভয় বড়,
গগনে উঠিল ঝড়,
দাস গোবিন্দ ভয় কি কর, ধর গোবিন্দের পায় গো ॥

বৃন্দা। ওগো নাবিক! একি কর গো? নেয়ে হ'য়ে রাজার মেয়েকে জড়িয়ে ধর কেন গো? জাত—মান—কুল সব যাবে যে গো! ছাড়—ছাড়, কেউ দেখ্‌লে সর্ব্বনাশ হবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমি থাক্‌তে তোমার সর্ব্বনাশে ভয় কি গো?

বৃন্দা। ওগো কালাচাঁদ! তুমি নিত্যি নিত্যি নূতন নূতন দানী হ'য়ে, যে রকমের দান আদায়ের ঘটা করেছ গো, তা'তে আমরা আর প্রাণে বাঁচিনে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমাদের আজ প্রাণে বাঁচাব ব'লেই এই দান-ঘাটে কাণ্ডারী হয়েছি গো!

বৃন্দা। ওগো আনাড়ী কাণ্ডারী! তোমার পাল্লায় প'ড়ে আজ আমরা ধনে-প্রাণে মলেম গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা কর্‌তে আমিই আছি গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক! নৌকাডুবি হ'লে তুমিই বা কোথায় থাক্‌বে আর আমরাই বা কোথায় থাক্‌ব গো?

কৃষ্ণ। যে যেখানে যেমন আছ গো, সে সেইখানে ঠিক তেমনি থাক্‌বে গো!

বৃন্দা। ওগো নেয়ে! আর বুঝি থাকা যায় না গো, তরী যে পাকে পাকে কেবল ঘুর্‌ছে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! যতই পাকে পাকে পাক্ থাক্ না কেন, তোমরা ভাঁড়ে ভাঁড়ে জল সেঁচে ফেল গো!

বৃন্দা। ওগো মাঝি! তা ত সেঁচ্‌ছি গো, তবু যে পাক্ থামে না গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে, আর একটু ভার কম্‌লেই পাক্ থাম্‌বে গো!

বৃন্দা। ওগো মাঝি! তবে একটু ভার কমাও গো! আর তুমি এখন রাইকে ছেড়ে দিয়ে হাল টেনে ধর গো, নৈলে যে বড় বিপদ্ দেখি গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমাদের কোন বিপদ্ নেই গো!

বৃন্দা। ওগো নেয়ে! আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই গো, পাছে রাইকে হারাই এই বড় ভয় গো!

কৃষ্ণ। ওগো, রাইকে আর হারাতে হবে না গো! রাইকে আমি ধ'রে রেখেছি গো।

গীত।

ওগো সহচরী, হবে না হবেনা তোমরা রাই-ধনে হারা।
রাই আমার আছে ধরা, রাইকে ধর্‌তে আসি ধরা॥
রাই তোমাদের ধন-প্রাণ, জানি তা বিশেষ সন্ধান,
তাই রাইকে ধরিলাম, রবে ধনে প্রাণে ধরা॥
আমি যদি পাই রাই, আপনাকে আপনি হারাই,
আর কি হাল ধর্‌তে চাই, চাই ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়া॥

রাধাকৃষ্ণে গলা ধ'রে, ভাসিব যমুনার নীরে,
দাস গোবিন্দ কয় গো ধীরে, হ'য়ো না তোমরা অধরা ॥

বৃন্দা। ওগো অবোধ অবুঝ আনাড়ী মাঝি! মাঝিগিরি করতে এসে, কিশোরী নিয়ে জড়াজড়ি ক'রে এতগুলি নারীকে ডুবিয়ে মারবে নাকি গো? তরী আর টেকে না. আর আঙ্গুল-চার ডুব্‌লেই নিতল হবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! এই যে বড় তুফান গো!

বৃন্দা। তুফান হ'ক্, তুমি হাল ধ'রে তুফান কাটাও গো! এই যে বল্‌ছিলে ঝিঁকে মেরে পার করব গো? এই রকম ঝিঁকে মারতে শিখেছ বুঝি গো? তরণীর হাল ছেড়ে তরুণীর গলা ধ'রে ঝিকে দিতে শিখেছ বুঝি গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমার ঝিকে দেওয়া কেমন শিক্ষা হয়েছে দেখ্‌বে গো? তবে এই দেখ গো! [রাধাকে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন]

বৃন্দা। ওগো! ও আবার কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো! তোমাদের নায়ের ভার কমিয়ে দিচ্ছি গো! রাইকে নিয়ে আমি জলে ভাস্‌ব গো! [রাধাকে লইয়া জলে পড়িলেন]

বৃন্দা। ওগো ললিতে, একি হ'ল গো! শ্রীমতীকে নিয়ে নেয়ে যে জলে ঝাঁপ দিলে গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে, দু'জনে জলে প'ড়ে কেমন ভাস্‌ছে দেখ্ গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে, বেশ ভাস্‌ছে গো, এ আর ডোব্‌বার ভয় নেই গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! কি রকম ভাস্‌ছে বল দেখি গো?

বৃন্দা। ওগো! রাধাকৃষ্ণ জলে কেমন ভাস্‌ছে, বলি শোন গো—

[তুক্ক]

কানু মরকত তরণী হ'য়ে ।
ভাসে রাধিকা নাগরী ল'য়ে ॥
উলট কমল কমলমুখী ।
তা দেখে নাগর পরম সুখী ॥
পৃষ্ঠে দুই লম্ব বেণী ।
যেন হেম-পীঠে শোভয়ে ফণী ॥
যমুনা-তরঙ্গে কেলি সুরঙ্গ ।
সখীগণ সনে আনন্দ-রঙ্গ ॥
কহয়ে গোবিন্দ গোবিন্দ-রঙ্গ ।
নিতি নব রস রমণী-সঙ্গ ॥

গীত ।

ওগো সখি, তোরা দেখ গো দেখ্,
শ্যামচাঁদের কিবা রঙ্গ ।
কিশোর ল'য়ে কিশোরী, যমুনার জলে পড়ি,
করে কত সুমধুর রঙ্গ ॥
করেছি কুঞ্জে কেলি,
রাসে কেলি, দোলে কেলি.
হেরেছি গোষ্ঠে কেলি,
সবার উপর এ জল-কেলি,
রাধাশ্যামের দান-কেলি,
দাস গোবিন্দের অন্তরঙ্গ ॥

ললিতা । ওগো বৃন্দে ! দু'জনে জলে তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে রঙ্গ করতে

করতে এদিকে যে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে গো! ওদিগে জল থেকে উঠে আসতে বল্ গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! এ সময়ে কি ওদের কিছু বলতে আছে গো? সাঁতার দিয়ে দিয়ে রসরঙ্গে যমুনা তরঙ্গে ভাসছে, এখন কিছু বলতে নেই গো? কেবল দেখ্তে হয়। আমরা বল্বার ধার ধারি না, দেখ্তেই ভালবাসি কেবল; দেখি আয় গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! আজ কার মুখ দেখে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম গো!

বৃন্দা। বলি কেন গো বিশাখা! যাত্রায় কিছু অযাত্রা হয়েছে নাকি গো?

বিশাখা। বৃন্দে গো! আজ্‌কের যাত্রা ষোল আনাই অযাত্রা গো! দানীর পাল্লায় প'ড়ে দই দুধ খোয়ালেম—বসন খোয়ালেম—শেষে রাইকেও খোয়ালেম গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! আমরা কিছুই খোয়াই নি গো, সব তুলে থুয়েছি। বলি, আমাদের যা কিছু আয়োজন, সব ত রাধাকৃষ্ণের সুখের জন্য গো! তা সবই ত আমরা কৃষ্ণের কথামত কাজ করেছি গো! দুধ দই যমুনার জলে ফেলে দিয়েছি, সে সব আমাদের শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লেগেছে গো! ঐ দেখ্ গো, রাধাকৃষ্ণ যমুনার কালো জলে ভাসছে! আর সেই দই দুধ ভেসে ভেসে ওঁদের গায়ে মুখে লাগ্‌ছে গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! এখন ত তাই বল্‌বি গো! বাতাসে খই উড়ে গেলে লোকে বলে—উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। এ ও তোর তেমনি কথা হ'ল গো—ফেলা দই গোবিন্দায় নমঃ।

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! যেন-তেন-প্রকারে ঠাকুরের নামে নিবেদন হ'লেই হ'ল গো! তা উড়ো খৈ হ'ক আর প'ড়ো দইই হ'ক্।

ললিতা। ওগো বৃন্দে! আজ যে বড় বিপদ্ হ'ল গো!

বৃন্দা। কেন গো ললিতে! আবার নূতন বিপদ্ কি হ'ল গো?

ললিতা। ওগো বৃন্দে! নেয়ে যে কমলিনীকে নিয়ে জলে ভাস্‌ল গো, ও যদি না ওঠে, তা হ'লে বিপদ্ হবে বৈকি গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! নেয়ের কাজ নেয়ে করুক্, আর রাজার মেয়ে তা বুঝুক্। আমরা গোপের মেয়ে, আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখাই সার গো! আর বিপদের ভয় নেই গো ললিতে! বিপদের ভয় নেই।

ললিতা। কেন গো বৃন্দে, বিপদের ভয় নেই কেন গো?

বৃন্দা। ওগো! কেন, তা বল্‌ছি শোন গো!

গীত।

বিপদে বিপদ বারণ করেন তিনি।
বিপদ-ভঞ্জন কৃষ্ণ কৃপাময় যিনি॥

যার নামে যায় ভয়, তার সঙ্গে কিবা ভয়,
অভিনব লীলা-অভিনয়, দেখে নে লো সজনি॥
রাধারে তরীতে নিয়ে, গোবিন্দ ছলে ছলিয়ে,
যমুনার জলে গিয়ে ডুবাতে চায় তরণী;—
রাধারাণী দুই করে, কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে ধরে,
উভয় অঙ্গ একত্তরে একাঙ্গ হ'ল তখনি॥
শোন ললিতে সহচরী, দান লীলা নূতন হেরি,
খেলিছে তরঙ্গোপরি, শ্রীকৃষ্ণ আর কমলিনী,—
এ ভাবের ভাবুক বিনা, এ ভাব কেউ বুঝিবি না,
গোবিন্দদাসের বাসনা, পেতে ওই চরণ-তরণী॥

ললিতা। ওগো বৃন্দে! মজা দেখ্—মজা দেখ গো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে

হাওয়া লেগে তরী তীরে এসে ঠেকেছে গো! আমরা এইবার নেমে পড়ি আয় গো। [তথাকরণ]

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! তরী যখন পাড়ি না দিয়ে তীরে এসে ঠেকেছে গো, তখন আর ভয় নেই গো।

বিশাখা। না গো বৃন্দে! আর আমাদের ভয় নেই গো!

ললিতা। ওগো! একটা ভয় এখনও আছে গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! আবার কিসের ভয় গো?

ললিতা। বৃন্দে, রাধাশ্যামকে তুল্‌তে না পার্‌লে বড় ভয় হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! যারা জলে পড়্‌তে জানে গো, তারা আবার জল হ'তে উঠ্‌তেও জানে গো!

ললিতা। যাক্, তা নয় নির্ভাবনা হ'লেম। কিন্তু এদিকে আর বেলা নাই যে গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! বেলা না থাকাই ত ভাল গো!

ললিতা। বেলা না থাকাই ভাল কি গো, বাড়ী যেতে হবে যে গো!

বৃন্দা। ওগো! আর বাড়ী যেতে হবে না গো, একেবারে কুঞ্জবাড়ী গিয়ে ওঠা যাবে গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে, তা যদি হয় গো, তা হ'লে আজ্‌কের যাত্রা মন্দ হবে না গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে! বিশাখা বল্‌ছিল—যাত্রা মন্দ। বলি হাঁগো, সত্যই কি আজ যাত্রাটা মন্দ হ'ল গো?

বিশাখা। না গো বৃন্দে। যাত্রা ক'রে এসে দানীবেশে মিলন দেখে নেয়ের মিলন দেখ্‌ছি। সঙ্গে-সঙ্গেই যদি আবার কুঞ্জমিলন হয় গো, তা হ'লে এ যাত্রাটা সু-যাত্রাই হবে, অযাত্রা কি কুযাত্রা হ'তে পার্‌বে না গো।

গীত।

এ যাত্রা সুযাত্রা হবে হ'লে এর পর কুঞ্জযাত্রা।

মান-যাত্রা, দান-যাত্রা, রথযাত্রা, পথযাত্রা,

আমাদের এ সকল যাত্রা, গোবিন্দের নামে শুভযাত্রা ॥

আজি কি ক্ষণে করি যাত্রা,

কদমতলায় দান-যাত্রা,

দিবসে কুঞ্জের মাঝে দেখেছি যুগল-মিলন যাত্রা ॥

দণ্ড দুই গৃহযাত্রা,

পরে পসরা নিয়ে পুনর্যাত্রা,

দান-ঘাটেতে দান-যাত্রা, রাধাকৃষ্ণের জলযাত্রা ;—

পুনঃ সন্ধ্যা হ'লে কুঞ্জযাত্রা,

মধুর বিহার, মধুর যাত্রা,

দাস গোবিন্দের এই ত যাত্রা, যাত্রায় গোবিন্দের যাত্রা।

এ যাত্রা যেন হয় সুযাত্রা, মাহেন্দ্রক্ষণে মাগি যাত্রা ॥

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! জীব-জগতের যাত্রার কর্ত্তা গোবিন্দ অধিকারী আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে আর গোবিন্দের সহচরী হ'য়ে গোবিন্দের নাম নিয়ে যাত্রা কর্‌তে পার্‌লে সংসার-যাত্রা, ভব-যাত্রা, সব যাত্রা সুযাত্রা হবে। এখন যাত্রার পথের সাথী দু'জনকে তুলে নিয়ে কুঞ্জ-যাত্রার আয়োজন করি আয় গো!

ললিতা। ওঁরা দু'জনে যে যোগ-মিলনে মিলিত হ'য়ে আত্মহারা আছেন গো, ওঁদের ডেকে এখন তুল্‌বে কে গো?

বৃন্দা। কেন গো ললিতে! যোগ-মিলনের যোগ ভেঙ্গে জাগাতে যোগমায়া বড়াই-মা আছেন যে গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! তবে অমরা সবাই বড়াই-মাকে ধরি এস গো!

বৃন্দা। *ওগো বড়ি-মাই! এখানে এমন ক'রে একপাশে চুপ্ ক'রে ব'সে আছ কেন গো? নৌকায় উঠে ভয় হয়েছিল বুঝি গো!*

বড়াই। কি গো বৃন্দে, কি বল্‌ছিস্ গো?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা, আমরা যে রাইকে হারাই গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে! রাইকে হারাই কি বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! নেয়ে যে সেই রাইকে নিয়ে জলে পড়েছে, সে ত আর উঠ্‌তে চায় না গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে! ওরা যে জলে থাক্‌তেই ভালবাসে গো, ওদিগে কি কেউ জলে থেকে তুল্‌তে পারে গো?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! তবে উপায় কি হবে গো?

বড়াই। উপায় ওঁদের কৃপায়, নৈলে নিরুপায় গো!

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! নিরুপায়ে তুমিই যে উপায় গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে! আমি কি কর্‌ব, তোরা বল্ গো?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! রাধা-শ্যাম জলে আসন ক'রে যোগমিলনে আত্মহারা হয়েছেন গো! তুমি তাঁদের সেই যোগভঙ্গ ক'রে জাগিয়ে দেও গো! তোমার চরণে ধ'রে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, এ উপকার তোমায় ক'রে দিতেই হবে গো!

গীত।

নিরুপায়ের উপায় মাগো, কর যা উপায়।
জল-যোগ ভেঙ্গে দিয়ে স্থল-যোগ কর কৃপায়॥
জানি মাগো বড়াই তোমায়, মূল তুমি এই ব্রজলীলায়,
তোমার মেয়ে বৃন্দে বৃথায় ব্রজ-বৃন্দাবনে বেড়ায়॥

বড়াই। ওগো বৃন্দে! আর অত ক'রে বল্‌তে হবে না গো, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি গো! এখনও বেলা আছে, এই সময়ে ওঁদের নিয়ে নিজ নিজ ঘরে যেতে হয়েছে, নৈলে ব্রজলীলায় কলঙ্ক হবে গো! আর কেউ কিছু বলুক আর নাই বলুক, যারা জটিলে-কুটিলে তারা ঠিক বল্‌বে।

বৃন্দা। ওগো মা বড়াই! কারু বলাবলিতে আমরা ডরাই না গো! রাধা-কৃষ্ণের অবাধ লীলায় কেউ কখন বাধা দিতে পার্‌বে না গো! এখন ওদের ডাক্ দেও গো!

বড়াই। ওগো কানাই! ওগো রাই! তোদের কি লজ্জা নেই গো? দিনের বেলায় জলের মাঝে প'ড়ে ও কি হচ্ছে গো? উঠে আয়—উঠে আয়!

বৃন্দা। ওগো মা বড়াই! কোন সাড়াই যে, দেয় না গো!

বড়াই। সাড়া দেবে কি গো, ওঁরা কি আর এ লোকে আছে গো, ওঁরা যে সেই নিত্যলোকে চ'লে গেছে গো! দেখ্‌ছিস্ না, নিম্নে পুরুষ, ঊর্দ্ধে প্রকৃতি? প্রলয়জলে বটপত্রের উপর যেমন মহাবিষ্ণু। এও জেনো সেই ভাব—সেই আদিভাব!

বৃন্দা। এ আদিভাবে অভাব ঘটাতে ভাবময়ী আদ্যাশক্তি ভিন্ন আর কে আছে মা? তাই বল্‌ছি, তুমি এ আদিভাবে বিভাব ঘটিয়ে দেও গো!

বড়াই। ওগো আর ভাবনা নেই। এইবার নিত্যলোকের ভাব গিয়ে অনিত্য-লোকের অনিত্যভাব এসেছে গো! তাই দু'জনের লজ্জা হয়েছে! ঐ ধীরে ধীরে তীরেব দিকে আস্‌ছে গো! আমি এখন যাই, তোরা ওদের নিয়ে ঘরে যা গো! [প্রস্থান।

[রাধাকৃষ্ণ উপরে উঠিলেন]

বৃন্দা। যা হ'ক্ প্রভু! আচ্ছা দান সাধা গো! আর রাই ধনি! তুমিও আচ্ছা দানী গো! এমন না হ'লে কি প্রেম বলে গো? প্রেম

কর্‌তে রাধাই জানে গো! রাধার মত যারা প্রেম কর্‌তে যায়, তারা পারে ত ভাল, আর না পারে ত তাদের বাতুলতা মাত্র! এখন নাও—কাপড় প'রে ঘরমুখে রওনা হও গো! খুব বিকি-কিনি হয়েছে, আর কেন গো! বলি, রাই ধনি! এ ব্যবসায় ধনী হ'লে, না মূলধনই গেল গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, এ প্রেমের ব্যবসায় ধনী হ'লেম কি মূলধনই গেল, তা যে মূল ধনী, সেই জানে গো!

বৃন্দা। যে জানে, সে জানে—যে না জানে, সে না জানে, তাকে যে জান্‌তে যায়, সেও কিছু না জানে। এখন আর এখানে থেকো না, যে যার ঘরের দিকে চ'লে যাও গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে যাই গো!

বৃন্দা। যাই বল্‌তে নাই গো, শ্রীমতি! বল আসি গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আসি গো! [গমনোদ্যতা]

কৃষ্ণ। [বসন ধরিয়া] ওগো সুন্দরি! কোথা যাও গো?

রাধা। কেন গো, আমি যে ঘরে যাই গো!

কৃষ্ণ। সে কি গো—এখনই ঘরে যাবে কি গো!

রাধা। ওগো নেয়ে! এখন যাব না ত কখন্ যাব গো? আর যে বেলা নেই গো?

কৃষ্ণ। ওগো রূপসি! বেলা নাই তার আমি কি জানি গো! আমি তোমায় ছাড়্‌ব না গো!

রাধা। ওগো দানী! কেন তুমি আমায় ছাড়্‌বে না গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! আমার দানের বেতন না দিলে আমি তোমায় ছাড়্‌ব না গো!

রাধা। ওগো নাবিক! তোমার দানের বেতন কি দিব গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি! শুন্‌বে? তবে শোন— [সুরে]

ছাদে লো ও সুন্দরী বেতন দেহ মোর।
তবে আমি ছাড়িব অঞ্চল তোর॥
ঘন ঘন চুম্বিব ও চাঁদ আনন।
তবে ত মনোরথ হইবে পূরণ॥

রাধা। ওগো দানী! এখানে দান কি দিব গো?

কৃষ্ণ। তবে কোথা গেলে দান দিবে গো?

রাধা। ওগো নেয়ে! কোথা গেলে দান দিব বলি শোন গো ;—[সুরে]

কুঞ্জে চল, দিব যা তুমি মাগ।
হিয়াপর' ধরিতে দিব অনুরাগ॥
গোবিন্দ দাস কহে সময়ের কাজ।
নেয়ের বেতন মম মন মাঝ॥

বৃন্দা।— [তুক্কা]

জলকেলি দোঁহে করিয়া।
তীরে উঠে সহচরী মিলিয়া॥
শুষ্ক বসন সবে পরিয়া।
রতনবেদীর পরে বসিয়া॥
সেবা করে যত সখীগণ।
সবে মিলি করয়ে সেবন॥
হরষিত রূপ হেরি মঞ্জরী।
চামর ঢুলাই দোঁহে যতন করি॥
সে রতিমঞ্জরী অতি সুখে।
তাম্বুল যোগায় দোঁহার মুখে॥
স্বর্ণভৃঙ্গারে সলিল ভরিয়া।
অনঙ্গমঞ্জরী দানিল আনিয়া॥

অপরূপ এ নৌকা-বিলাস।
কহে দীন কবি গোবিন্দ দাস॥

সখীগণ।—[রাধাকৃষ্ণকে মিলিতভাবে লইয়া যাইতে যাইতে]

গীত।

নিকুঞ্জে চলিল কিশোর কিশোরী।
আমরা হেথায় কি কাজ করি,
চল সবে যাই ধীরি ধীরি,
কুঞ্জে গিয়ে যুগল হেরি, সকল জ্বালা পাশরি॥
দেখ্‌তে যে দিয়েছে নয়ন,
দেখ তাঁরে ভ'রে নয়ন,
যাঁরে দেখ্‌তে শিব ত্রিনয়ন, সতত শ্মশান-বিহারী॥
যাঁর দেওয়া এই যুগল-চরণ,
তাঁর যুগল যেথা করে বিচরণ,
চল দেখ্‌তে সেই যুগল চরণ, কুঞ্জ পথে আগুসরি॥
যুগলের পদ যুগলে,
দাস গোবিন্দ কর-যুগলে,
পাদোদক পিবে প্রেম-জলে, ভবসিন্ধু-জলে দিতে পাড়ি;
দান-ঘাটের কাণ্ডারী হরি,
পার কর্‌বেন ভববারি,
আমি বল্‌ব বদন ভরি, বোল হরিবোল হরি॥

সম্পূর্ণ

অক্রূর-সংবাদ

গীতি-নাটিকা

চরিত্র।

পাত্র।—শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম। নন্দ। অক্রূর।

সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম

প্রভৃতি রাখাল-ব্রজবালকগণ।

পাত্রী।—শ্রীরাধা। যশোদা। জটিলা। কুটিলা। বৃন্দা,

ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখীগণ।

অক্রুর-সংবাদ।

প্রথম অঙ্ক।

রাধিকার কুঞ্জ।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা।—

ভুক্কা

কলঙ্ক ভঞ্জন, করি বংশীবদন, রাধারে করিয়া সতী।
ছিদ্রকুম্ভে বারি, আনি রাধা প্যারী, লভিলা ব্রজে সুখ্যাতি॥
ব্রজের জীবন, শ্রীনন্দ-নন্দন পাতিলা মোহন-মেলা।
নিতি নিতি নব, কত অভিনব, খেলিলা বিনোদ-খেলা॥
রাধাকৃষ্ণ রসে, ব্রজভূমি রসে, মাতিলা হরষে গোপ-গোপী।
দেবলোক হ'তে, এ ব্রজভূমিতে, আসেন দেব বহুরূপী॥
কানুর কারণ, এই বৃন্দাবন, আনন্দে মগন রয়।
কে এ বালক, নন্দের বালক, বুঝি জগত-পালক হয়॥
এমন বালকে, কখন ভূলোকে, দেখে নাই কোন লোকে।
যত অসম্ভব, করিয়া সম্ভব, বেড়ায় পরম পুলকে॥
শকট-ভঞ্জন, কালীয়-দমন, কর-ধৃত-গিরিবর।
যমলার্জ্জুনে মোচন কারণে উদুখলে বাঁধা নটবর॥
শ্রীমতীর মান, করিতে অবসান কত বেশ কালা ধরে।
দুর্জ্জয় মানে ছাড়ি অভিমানে সসম্মানে পায়ে ধরে॥

কৃষ্ণ-প্রেম রসে, ব্রজধাম ভাসে, দানব নাশে শ্রীগোবিন্দ।
দানব প্রকৃতি আমার দুর্ম্মতি কহয়ে দাস গোবিন্দ॥

গীত।

মন, ছাড় বৃথা অহঙ্কার।
কেন আমার আমার, কর অনিবার,
কার তরে তোমার এ মনোবিকার॥
ভাব তুমি কোথাকার, কোথায় হয়েছ কার,
তোমার ছিল কি আকার, পাবে কি আকার,
কোথায় ছিলে কার, জ্ঞান কি প্রকার॥
এখন হয়েছ সাকার, পেয়েছ নরাকার,
আত্মীয় সবাকার করেছ অধিকার,
ক'দিন তরে কার অধিকারে অধিকার॥
যার মনে রয় অহঙ্কার, জানে না সে, সে অহং কার,
আমার আমার অধিকার, শেষের দিনে অন্ধকার ;—
অধিকার-অনধিকার, সাকার-আকার একাকার॥
যে দিয়েছে এই আকার, তার আকার কেমন প্রকার,
সাকার কি নিরাকার বোঝ তার আকার-প্রকার,
দাস গোবিন্দের আকার, পাপে কুৎসিত কদাকার॥

ললিতা, বিশাখা সহ শ্রীরাধার প্রবেশ।

ললিতা। ওগো বৃন্দে! শ্রীমতীকে এনেছি গো!

বৃন্দা। [সুরে] এস এস গো রাধে বিনোদিনী—শ্যাম প্রেমের গরবিনী রাই ধনী, এস গো! [প্রণাম]

রাধা। ওগো বৃন্দে, আর প্রণাম চাই নে গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! আবার কি হ'ল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! অভাগিনীর আবার হ'বার ভাবনা কি গো?

বৃন্দা। কেন গো, আবার ভাবনা কি গো? নিন্দের ভাবনা যা ছিল, তা ত ছিদ্রকুম্ভে জল এনে দূর হ'য়ে গেছে। এখন ব্রজমাঝে তুমি ত সতী-নারী গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! যার অসতী নাম রটে, তার ভাগ্যে কি সতী হওয়া ঘটে গো?

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! কে তোমায় এখনও অসতী বলে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যারা আমায় চিরদিন অসতী বলে, তারাই বল্‌ছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি গো, ওটা তাদের স্বভাবে করে। ধর—কেউ চুরি ক'রে জেল খেটে শুধ্‌রে গেল, আর চুরি করে না—খুব সাধু হ'ল, তবুও তাকে চোর বল্‌বে? যাদের মন ভাল নয়, তারাই তা বল্‌বে। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ক'রে বেড়ান তাদের পেশা, ওরা সব হুজুগে-লোক, তাই হুজুগে যা-তা বলে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! যার জন্য এতখানি অপবাদ নিলেম গো, সে কিন্তু আমার হ'ল না গো!

বৃন্দা। শ্রীমতী গো! পর কি কখন আপনার হয় গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে পরকে পর ভাবে, তার কাছে পর আপন হয় না বটে, কিন্তু আমি ত তাকে পর ভাবি না গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তুমি তাকে পর ভাব না ত কি ভাব গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে। আমি তাকে আপন ভাবি গো!

বৃন্দা। ওগো কমলিনি গো! কালাকে তুমি কি রকম আপন ভাব, বল দেখি—শুনি গো?

রাধা। ওগো দূতি, তবে বলি, শোন গো—

গীত।

পর ত ভাবি না তারে, সে ত আমার নয় গো পর।
সে আমার উপর মাথার মণি, পর নয় সে পরাৎপর॥
তারে যদি ভাবিতাম পর,
স্থান দিতাম কি আত্মোপর,
না ভেবে আত্ম-পর;
যে তারে ভাবে অপর,
তার কাছে সে হয় গো পর,
আপন তারে করে যে অপর
সে ত তার থাকে না পর॥
আমি ছিলেম পর পূর্ব্বাপর,
নই অপর আর অতঃপর,
পরকালে নয় তৎপর,
দাস গোবিন্দ গ'ণে ফাঁপর,
এস গোবিন্দ হৃদয় 'পর,
অভয় দেও গো পরস্পর॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! দেখ্‌ছি, ঐখানেই তোমার মূলে ভুল হয়েছে গো!

রাধা। কেন গো বৃন্দে! কিসে আমার মূলে ভুল হ'ল গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্রীপতি কারু আপন নয় গো, সে সকলেরই পর গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে সকলের উপর ত বটেই গো, তাই ত সে পরাৎপর গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে যদি তোমার উপর, তবে পর নয় ত কি গো? যদি পর না হ'ত, তা হ'লে ত তোমার সমান হ'ত গো, উপর হ'তে পারত না। সে যখন তোমার উপর—জগতের সবার উপর, তখন সে সবারি পর গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে পর নয় গো, সে আমার খুব আপন গো!

বৃন্দা। না গো ঠাকুরাণি! সে তোমার খুব পর গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যে আপন নয় পর, তা তুমি কি ক'রে জান্‌লে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তার ব্যাভারে সব জানা যায় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ভাল ব্যাভার না হ'লেও সে ত আমায় ভালবাসে গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! সে ভালবাসা কেমন জান গো?

রাধা। ওগো দূতি! সে ভালবাসা কেমন গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ঠারি গাইকে লোকে ভালবাসে, না দুধোল গাইকে ভালবাসে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! দুধোল গাইকেই সবাই ভালবাসে গো!

বৃন্দা। ওগো, শ্রীমতি গো! দুধের জন্য যেমন দুধোল গাইকে ভালবাসে, তেমনি তোমার প্রেমের জন্য তোমাকে ভালবাসে গো। গাইয়ের দুধ ফুরালে তার যেমন আদর ক'মে যায়, তোমার প্রাণের প্রেম ফুরালে তোমারও তেম্‌নি আদর ক'মে গিয়ে অনাদর হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম যে অফুরন্ত গো!

বৃন্দা। শ্রীমতি! তা হ'লে ত তুমি কপিলে গাইয়ের মত যত্নের গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, আমি তেমন যত্ন চাই নে গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা, তা চাইবে কি ক'রে গো? তুমি ত আর কপিলে নও গো, বছর বিয়ানে। তোমার যত্ন দুধের সঙ্গেই শেষ, তখন হয় ত খোরাক যোগাবার ভয়ে বেচেও দিতে পারে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, লোকে তাই করে নাকি গো?

বৃন্দা। হ্যাঁগো শ্রীমতি! তাই করে বৈকি গো! তাও দেখে-শুনে বেচে না গো, হয় ত কসাইকেই বেচে দেয় গো!

রাধা। ওগো, বৃন্দে গো! তুমি গাই-দুধের সঙ্গে আমার প্রেমের তুলনা কর্‌ছ গো?

বৃন্দা। তা কি করি, বাছা? তোমার যেমন কথার ধাঁচা? সে তোমার পর না আপন বল্‌ছ কি না গো, তাই এত কথা বল্‌তে হচ্ছে। তোমাকে গাই বল্‌ছি কেন জান, ঠাকুরাণি? তুমি রাখালের হাতের পুতুল কি না, তাই বল্‌ছি গো! কৃষ্ণ রাখাল বেশে বাঁশী বাজিয়ে গাই চরিয়ে বেড়ায়, আবার বাঁশী বাজিয়ে তোমাকেও চরায় গো! তাই তোমায় গাই মনে ক'রে সেই রাখালটা এত জ্বালায় গো! ওগো শ্রীমতি! আমরা দাসী-বাঁদী, আমাদের সব কথা কি ধর্‌তে আছে গো? তবে বাছা, কৃষ্ণ যে তোমার আপন নয় কেন, তাই বলি শোন গো—

গীত।

কমলিনী গো—সে কারু হয় না গো আপন।
পরকে ভালবেসে সে, ক'রে লয় আপন,
আবার পরকে পর ক'রে, হ'য়ে যায় গোপন॥

কালাকে যে ভাবে আপন,
তার কেবল মোহের স্বপন,
সে পর কি আপন, নাই নিরূপণ,
যে করেছে জীবন-পণ, সেই চেনে সে পর কি আপন ॥
তুমি তারে ভাব আপন,
রাখালেরাও জানে আপন,
আমার আপন, নন্দের আপন,
যশোদার আপন, ব্রজের আপন,
গোপীর আপন, গবীর আপন, সে কথা নয় সংগোপন ॥
যখন ভেঙ্গে যাবে স্বপন,
ঘুচ্‌বে বুলি আপন আপন,
থাক্‌বে না গোপন, কে পর, কে আপন ;—
যে পর সেই আপন, পূর্ব্বাপর এই নিরূপণ ;
শ্রীগোবিন্দের কৃপা হ'লে দাস গোবিন্দ চেনে আপন ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি কাকে কি বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার আপন কে গো?

রাধা। কেন গো বৃন্দে! কৃষ্ণই আমার আপন গো!

বৃন্দা। ওগো রাই-ধনি! কৃষ্ণ যদি তোমার আপন গো, তবে সে তোমা' ছাড়া হ'য়ে গোপন কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে ত আমা-ছাড়া নয় গো; সে যে আমাতেই আছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমাতে সে কৈ আছে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যে আত্মারূপে আমার দেহে রয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমার কি আত্মবোধ হয়েছে নাকি গো? বল দেখি—আত্মা কোথায় থাকে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আত্মা ঘটে ঘটে থাকে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! আত্মাকে কেউ দেখ্‌তে পায় না কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যারা আত্মাকে চেনে, তারা আত্মাকে দেখ্‌তেও জানে গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তুমি কি আত্মাকে চেন গো? বল দেখি, আত্মা কে? কিরূপ ঘটে বিবাজ করেন?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে বলি শোন গো—

গীত।

আত্মা আমার পরমাত্মা, আত্মারাম সেই কৃষ্ণধন।
'আমি' বুলি সাঙ্গ হ'লে তবুও তার হয় না নিধন॥
সাকারে রয় ব্রজপুরে, গোলোক ভূলোক ত্রিপুরে,
জীবাকারে রয় নীরাকারে, নিরাকারে সেই ব্রহ্মধন॥
আত্ম অর্থে বলে আপন, সে আপন চেনে যে জন,
সেই ত চেনে পর-আপন ক'রে যোগ-সাধন;—
শ্যামকে যদি দেখ্‌তে আপন, মনের কথা রাখ্‌তে গোপন,
দাস গোবিন্দের অসার স্বপন বিষয় বিভব, রত্ন ধন॥

বৃন্দা। শ্রীমতি গো! তোমার এমন আত্মজ্ঞান হয়েছে. তবু তুমি কৃষ্ণে আপন বল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণ যে, জীবদেহের প্রাণ গো!

বৃন্দা। ওগো ধনি! জীবের সেই প্রাণই আপন গো! কৃষ্ণ আপন নয়, পর গো!

রাধা। বৃন্দে! কৃষ্ণই ত আমার প্রাণ গো, তাই ত কৃষ্ণ আপন গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কৃষ্ণ তোমার প্রাণ হ'লে, তার অদর্শনে এতক্ষণ যে তোমার জ্ঞানও হারা হ'ত গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! জ্ঞানহারা কেন হব গো? কৃষ্ণ যে প্রাণরূপে দেহে রয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তুমি তবে সেই প্রাণরূপী কৃষ্ণকে ভালবাস গো! সে নিরাকার কৃষ্ণ অল্পে তুষ্ট হবেন গো! এ সাকার কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা বড় কষ্ট গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে কৃষ্ণকে তুষ্ট কর্‌তে জানে, সে সাকার নিরাকার সব আকারেই তুষ্ট করে গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা! আমাদের অত কৃষ্ণ-তুষ্টি বোধ নাই গো! তোমার সে বোধ হয়েছে ব'লেই তুমি রাধা হয়েছ গো! আমাদের সে বোধাবোধ নেই ব'লেই আমরা তোমার দাসী হয়েছি গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! যার যেমন ভাগ্য গো! কথায় বলে না—যার যেমন মন, তার তেমন ধন?

বৃন্দা। ওগো ললিতে! সে ত হাতে-হাতে দেখা যাচ্ছে গো! শ্রীমতীর যেমন মন, শ্রীপতিরও তেমনি মন। আমাদের মন যেমন, আমাদের প্রতি শ্রীপতির মতিও তেমন। শ্রীমতীর মন সরল, তাই সে কৃষ্ণধনের অধিকারিণী, আমাদের মন অসরল, তাই আমরা কৃষ্ণ-সঙ্গিনী হয়েছি গো!

গীত।

যার যেমন মন, তার তেমন ধন, হবে না তা বলিতে।
আজ যে রাজা সিংহাসনে, কাল সে ছিন্ন বসনে,
ভিক্ষা করে পথে পথে কত অলি-গলিতে॥

দেখ জটিলা কুটিলার মন,
মায়া-আঁধারে ঢাকা কেমন,
আয়ানের মন যেমন তেমন
দেখ্ লো প্রমাণ ললিতে ॥
পঞ্চভাবে শ্রীকৃষ্ণের মন,
প্রপঞ্চ জীব পায় যেমন,
ভাবহীনে না পায় তেমন,
হয় শমন-ধামে চলিতে ॥
দাস গোবিন্দ ভাবহীন,
ভক্তিহীন, প্রেমহীন,
সাধন-ভজন-বিহীন,
মতিহীন তাই এ কলিতে ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে আমার পর হ'ক্, আপন হ'ক্, যা আছে, আমারই আছে; পরে যা হয়, তা আমারই হবে। এখন তোমরা আমায় শ্যাম মিলায়ে দেও গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্যাম তোমার এখনই এল ব'লে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আবার কখন্ আস্‌বে গো! আমি আজ তার কাছে যে, বিদায় নিব গো!

বৃন্দা। সে কি গো শ্রীমতি! ও আবার কি অলক্ষুণে কথা গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! যখন এত ক'রেও আমার কলঙ্ক গেল না গো, তখন আর আমার শ্যাম-প্রেমে কাজ নেই গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কোন জিনিষে অনাস্থা ক'রে কাজ নেই বল্‌তে নেই গো! তা হ'লে ইচ্ছাময় ভগবান্ মনের ইচ্ছা মত ফল দেন গো!

মানুষের মর্‌বার সময় হ'লে সে প্রায়ই বলে—মরণটা হয় ত বাঁচি? এও আবার পাছে তেমনি হয়, তাই ভয় পাই, বাছা!

রাধা। না গো বৃন্দে! সত্যিই বল্‌ছি—লোকে যাতে কিছু না বলে, আমি তাই কর্‌ব গো! শ্যাম-প্রেমে আর আমার প্রয়োজন নাই গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! লোকে যাতে কিছু না বলে, এমন কর্‌তে হ'লে ত দু'জনকে দু'ঠাঁই হ'তে হবে গো!

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে! আমি ত তাই স্থির করেছি গো!

বৃন্দা। ওগো ধনি! কি স্থির করেছ, তা কি শুন্‌তে পাই না গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি দেশত্যাগী হব গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তুমি দেশত্যাগী হ'য়ে কোথা যাবে গো?

রাধা। যে দেশে কালা নেই, আমি সেই দেশে যাব গো বৃন্দে!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! কালা তোমার কোন্ দেশে নেই গো? সে যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়, সর্ব্বকাল সর্ব্বস্থানে বাস করে গো!

গীত।

সে যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বর।
সর্ব্বস্থানে আছেন সদা সেই পরম ঈশ্বর॥
কিশোরী গো তোমার কিশোর,
নয় শুধু তোমার প্রাণেশ্বর,
গোপেশ্বর ব্রজেশ্বর জগজ্জীবের ঈশ্বর॥
সর্ব্বস্থান বায়ুরূপে,
সর্ব্বব্যাপী বহুরূপে,
অরূপে স্বরূপে, জীবরূপে, পশুপক্ষী রূপে;—
কোথায় থাকে কিরূপে, জানে তা শিব বিশ্বেশ্বর॥

ব্রহ্মা যায় করে সাধন,
ইন্দ্র করে আরাধন,
হরের সর্ব্বস্ব ধন, গৌরীর আরাধ্য ধন,
ত্যাগ ক'রো না গোবিন্দ-ধন, মান অভিমান পাশর' ॥

রাধা। না গো বৃন্দে! তুমি ওকথা ব'লো না গো! তার জন্ম সর্ব্বত্যাগী হয়েছি, এইবার দেশত্যাগী হব গো!

বৃন্দা। দেশত্যাগী হ'য়ে যে, কালাহীন দেশে যাবে বল্‌ছ, তা কোন্ দেশে কালা নেই, তা জান কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি মথুরায় যাব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে মথুরায় কালা নেই বটে, কিন্তু পথে যেতে কালা আছে গো! তা ছাড়া তোমার কালো বাস, কালো কেশ, কালো নয়ন-তারা যে, তোমার সঙ্গে যাবে গো? তুমি কালো ছাড়া থাক্‌বে কেমনে গো? অতএব তোমার দেশত্যাগী হওয়া হবে না গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! দেশত্যাগী না হই ত স্থানত্যাগী হব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! কোন্ কোন্ স্থান ত্যাগ কর্‌বে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে যে স্থানে কালা থাক্‌বে, সে সব স্থানে যাব না গো, একবার ফিরেও চাব না গো!

বৃন্দা। ওগো রাজকুমারি! বাঁশী শুনে থির থাক্‌তে পার্‌বে ত গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তোমরা তাকে বারণ ক'রে দিও—সে যেন আর বাঁশীতে আমার নাম গায় না।

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! বাঁশীতে তোমার নাম গাইবে না ত আবার কার নাম গাইবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তাকে চন্দ্রার নাম গাইতে ব'লো গো!

বৃন্দা। ওগো রাসেশ্বরি! বাঁশী সে বুলি বল্‌বে না গো, সে যে রাধা-নামে সাধা বাঁশী গো! সে কি চন্দ্রার নাম বল্‌তে পারে গো? ও নাম বল্‌তে গেলে বাঁশের বাঁশী বুজে যাবে গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি তাকে দিব্য দিয়ে মানা ক'রে দিব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তা হয় না গো—হয় না। চকাচকি দিবসে দিব্য মান্‌লেও আর রাত্রে দিব্য মানে না গো! তখন দিব্য ছাড়া, বেগুণ-পোড়া, মা দুর্গার হাতে খাঁড়া!

রাধা। তা হ'লে কি হবে, গো বৃন্দে, তবে কি প্রাণত্যাগী হব নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! প্রাণত্যাগী হ'লেও কালা ছাড়্‌তে পার্‌বে না গো! কালো কেশ—কালো কাপড়—কালো তারা, তারা ত সব সঙ্গেই থাক্‌বে গো! দেহান্তে যদি সৎকার হয়, তা হ'লেও পুড়ে কাল ছাই হবে গো! যমুনার জলে ফেলে দিলে কালো জলে ভাস্‌বে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আমি আর কিছুতেই কুঞ্জে আস্‌ব না গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ও কথা ঠিক থাক্‌বে না, বেঠিক হ'য়ে যাবে গো!

রাধা। ওগো দূতি! আমি ঠিক বল্‌ছি—ম'রে গেলেও আর কুঞ্জে আসব না গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! বলি, বাছা! তার উপর অত অভিমান কেন গো? তিনি তোমার কলঙ্ক মোচনের জন্য কৃষ্ণকালী হয়েছেন—ছিদ্রকুম্ভে জল আনিয়েছেন, তবু তোমায় লোকে কলঙ্কিনী বল্‌বে গো? যারা বলে, তারাও এর পর আর বল্‌বে না গো!

গীত।

ও রাই, নিন্দুকের কথায় দিয়ো না ক' কান।
নিন্দা করা স্বভাব তাদের, নাইক কোন কাণ্ডজ্ঞান॥

শ্যাম তোমার উপপতি, দেখে যত উপজাতি,
জগৎপতি তোমার পতি, সাধনায় পতি আয়ান ॥
গোলোক-লীলা বৃন্দাবনে রাই তোমারই কারণে,
এ দাস গোবিন্দে ভণে স্থির কর আপনার প্রাণ ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি প্রাণত্যাগই স্থির করেছি গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! কিরূপে প্রাণত্যাগী হবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যমুনার জলে ডুবে মর্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে কালো জলে যে কালা আছে গো! তখন মর্‌বে, না কালার রঙ্গ দেখ্‌বে গো?

গীত।

ও রাই মরিবে কি হেরিবে তার রঙ্গ।
কালো জলে কালো কালা করে কত রঙ্গ;
রঙ্গ হেরি রঙ্গময়ী, পণ হবে তোর ভঙ্গ ॥
কালো জলে ভাসে ত্রিভঙ্গ, কালো জলে কালো অঙ্গ,
অপাঙ্গে হেরি তরঙ্গ, বিঁধিবে মনে অনঙ্গ ॥
শ্যাম-অঙ্গ স্বর্ণ-অঙ্গ দুই-অঙ্গ এক অঙ্গ,
দাস গোবিন্দের পাপ অঙ্গ, নিদানের শমন আতঙ্গ ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে দেশত্যাগী—স্থানত্যাগী কি প্রাণত্যাগী কিছুই হওয়া হবে না গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তা যদি না হয়, তবে কি কর্‌বে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি কালাকে ভুল্‌ব গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! আজকাল কালার উপর এমন বিরূপ কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, কালার উপর বিরূপ না হ'লে যে আমার কুলে কালি পড়্‌বে গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! সে যা হবার, তা ত হ'য়ে গেছে গো! এখন কালা ভুল্‌লে ত কলঙ্ক যাবে না গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! চোর যদি সাধু হয়, তাকে কি কেউ সাধু বলে না গো?

বৃন্দা। ওগো রাজবালা! চুরিতে আর লুকোচুরিতে তফাৎ আছে গো!

রাধা। ওগো দূতি! তা' হ'লেও আমি কালাকে ভোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! কেমন ক'রে কালাকে ভুল্‌বে বাছা, বল ত গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে বলি, শোন গো!

গীত।

কালাকাল দেখ্‌ব না আর, ভুল্‌ব এবার চিকণকালো।
কালো ভেবে কালে কালে, আমার নামে পড়্‌ল কালো॥
কালো যমুনায় নাহি যাব,
কালো কেশ না বাঁধিব,
কালো তারা উপাড়িব. দেখ্‌ব না আর তমাল কালো॥
চাইব না আর কালো আকাশে,
যাইব না আর কালো সকাশে,
কালো কে না ভালবাসে, দাস গোবিন্দের নিদান কালো॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কালোকে ভুল্‌তে এত কর্‌বে গো?

রাধা। হ্যাঁগো বৃন্দে! কালোকে ভুল্‌তে আমি এই সব কর্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতী! ত'াতেও যদি কালো তোমার সঙ্গ-ছাড়া না হয়, তা হ'লে কি কর্‌বে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! ভুল্‌ব মনে কর্‌লে ভুল্‌তে কতক্ষণ গো!

বৃন্দা। আচ্ছা গো ধনি, সেইদিন দেখা যাবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সেদিন কেন গো, আজকের দিন—এখনই দেখ্‌তে পাবে গো! তুমি একবার তাকে আমার কাছে ডেকে আন গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! তা'কে ভুল্‌বে যে গো, তবে আবার ডেকে কি হবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তা'কে আমার শেষ কথা শুনিয়ে দিব গো!

বৃন্দা। ওগো কমলিনি! তোমার শেষ কথা কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার কালাতে আর কাজ নেই, এই শেষ কথা গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে সব যা হবে, পরে হবে। এখন থেকে মুখের কথা খসিয়ে ফেলে শেষে যদি সাম্‌লাতে না পার গো, তখন যে আবার দায়ে ঠেক্‌তে হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি আর দায়ে ডরাই না গো! এখন প্রেমদায়ে এ প্রমদায় বিদায় দিলেই বাঁচি গো!

গীত।

ওগো বৃন্দে সই, তোরে কই
ভয় করি নে আর কোন দায়।
সকল দায় নি-দায় হব,
কালা যদি দেয় গো বিদায়॥

কালার প্রেম হয়েছে দায়,
যেন হাতী পড়েছে কাদায়,
কত সাধায়, নিয়ত কাঁদায়
সওয়া দায় এ প্রেমের দায় ॥
হ'ল গোপন প্রেম দায়,
লজ্জা দেয় এ প্রমদায়,
এ দায়ের নিতে আদায়,
দাস গোবিন্দের বিষম দায় ;—
পড়্‌ব যখন শমন-দায়
গোবিন্দ রাখিবেন দায় ॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! তুমি বাছা হয় ত মনে মনে এমন পণ করেছ ব'লে সে হয় ত আস্‌ছে না গো ! যতই হ'ক্—তারও ত লজ্জা আছে গো ! মান ক'রে পায়ে ধরিয়ে অপমান করেছ, প্রেমের দায়ে তাকে দাসখৎ লিখিয়েছ, তাই বুঝি, সে আজ সেই অভিমানে আস্‌ছে না গো !

রাধা। ওগো বৃন্দে, না আসে, তাকে খুঁজে নিয়ে এস গো !

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! শুন্‌ছিস্ গো !

বিশাখা। কেন গো বৃন্দে দূতি ! কি বল্‌চ গো ?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! শ্রীমতীর মতি এমন হ'ল কেন গো ?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! জ্বালায় হয়েছে গো ! শ্যাম কি শ্রীমতীকে কম জ্বালায় জ্বালিয়েছে গো ! তাই রাই আজ তার প্রতিশোধ নিচ্ছে গো ! সেদিন পায়ে ধরিয়েছে, আজ আবার প্রেমের পথে কাঁটা দিবে গো।

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! তুই একবার শ্যাম-সখার দেখা পাস্ কিনা, দেখে আয় গো !

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! এখন এ সময়ে কোথা তাঁর দেখা পাব গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! শ্রীদামের কাছে গেলেই সব সন্ধান পাবি।

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! শ্রীদাম কি শ্রীমতীর জন্য শ্রীপতির খোঁজ ব'লে দিবে গো! সে যে এখন শ্রীমতীর প্রতি সাপে-নেউলে গো! সেদিন দু'জনে খুব শাপাশাপি হয়েছে যে গো! শ্রীদাম যে শ্রীমতীকে শত বৎসর কৃষ্ণ-বিরহিণী হ'য়ে থাক্‌তে শাপ দিয়েছে গো, সে কি শ্রীপতির সন্ধান ব'লে দিবে গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! তা দেবে গো, তা দেবে; তুই একবার গিয়েই দেখ্ না গো! শ্রীদামের কাছে খবর না পাস্—আসল ঠিকানায় নন্দ যশোমতীর কাছে চ'লে যাবি গো! বল্‌বি—তার কুঞ্জে আসা চাই-ই—শ্রীমতীর হুকুম।

গীত।

বিশাখা ব'লো সখারে, কুঞ্জে আসিতে সম্প্রতি।
শ্রীমতীর এই অনুমতি সেই ব্রজপতির প্রতি॥
করেছে রাই শ্যাম-পিরীতি, হয় নাই তাতে সুসম্প্রতি,
পিরীতের রীতি বিপরীতই, বিচ্ছেদে বিনাশে প্রীতি॥
নিয়ম মত যথারীতি, কুলবতী করে পিরীতি,
তবু তার হ'ল অখ্যাতি, গুপ্তপ্রেমের কি কুরীতি॥
ব'লো তুমি শ্যামের প্রতি, শেষ হ'ল রাই-পিরীতি,
দাস গোবিন্দ হয় গো প্রীতি, পেলে নিদান-কালে নিষ্কৃতি॥

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! আমি অত কথা বল্‌তে পার্‌ব না গো! কেবল তার খবরটা জেনে আস্‌ব—আর তাকে আস্‌তে ব'লে আস্‌ব গো!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! এখনও সময় আছে গো, এখনও অভি-মান ত্যাগ কর গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ অভিমান আমার যাবে না গো! বরং যার ওপর অভিমান—সে যাবে, যার জন্য অভিমান—সে প্রেম যাবে, তবু আমার এ অভিমান যাবে না গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা! তোমার মানে মানে শ্যাম তেতে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে আছে, এর ওপর অভিমান দেখিও না গো! তা হ'লে মানে মানে মান ক্ষয় হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে। শ্যাম-প্রেমের কলঙ্ক মান, তাতে আমার আর কাজ নেই গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! বার বার ওকথা ব'লো না গো, সে শুন্‌লে বড় ব্যথা পাবে গো!

রাধা। ওগো দূতি! তুমি ও কথা বল্‌তে মানা ক'রো না গো, সত্যই আমি এ প্রেম রাখ্‌ব না গো!

বৃন্দা ওগো, প্রেমময়ী গো! তোমাদের এমন প্রেম কি রাখ্‌ব না বলা চলে গো, এ যে চিরকেলে প্রেম গো! আকাশে বর্ষা না থাক্‌লেও যেমন নদীতে জল আপনিই আসে, তেমনি তোমার মনে প্রেম-আশা এখন না থাক্‌লেও কালে আবার সে আশা হ'তে পারে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে আশার মুখে ছাই দিব গো!

বৃন্দা। ওগো, যেখানে বেশি টানাটানি, সইখানেই ছেঁড়াছেঁড়ি। মান করেছ, পায়ে ধ'রে সেধেছে; তোমার জন্য গোষ্ঠে গোচারণ করেছে —নন্দের বাধা বহন করেছে, আর তুমি তাকে ও কথা বল্‌ছ গো বাছা? এইজন্যই ত আগে বলেছিলাম গো, কৃষ্ণ তোমার আপন নয় পর, তুমিও কৃষ্ণের আপন নও, পর গো!

গীত।

পর না হ'লে পরের মনে ব্যথা দিতে কে পারে।
আপন-জনের মনে ব্যথা, আপন-জন কি দিতে পারে॥
মুখে বল আপন-আপন,
কেউ কারু নয় গো আপন,
গোপন প্রেমে আপন পণ,
চট্‌লে. প্রেম কে রাখ্‌তে পারে॥
শ্রীগোবিন্দের সনে প্রণয়,
সে প্রণয় ত সামান্য নয়,
প্রণয়ে বাঁধা নন্দ-তনয়
নিতে শ্রীরাধারে পরপারে॥
দাস গোবিন্দের ভাগ্য মন্দ,
গোবিন্দে হেরিতে অন্ধ.
ভাগ্যদোষে নিরানন্দ,
আশঙ্কা সেই ভবপারে॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! একটু স্থিরমতি হও গো, তোমার কুটিলমতি ননদিনী কুটিলা এইদিকে আস্‌তে পারে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কুটিলে আর এখন কি জন্য আস্‌বে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কেন যে আস্‌বে, সেই তা জানে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ আবার আমার কি হ'ল গো?

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! তোমার কি হ'ল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে সব অলক্ষণ দেখ্‌ছি গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কি অলক্ষণ দেখ্ছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার দক্ষিণ নয়ন নৃত্য করছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ওটা বোধ হয় পিত্ত-দোষে হচ্ছে গো!

রাধা। ওগো সহচরি! আমার প্রাণ যে কেমন চঞ্চল হচ্ছে গো! মনে হচ্ছে, কে যেন তাকে মুস্ড়ে ধরেছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তা হ'লে ওটা বোধ হয় বায়ু-প্রবলে ঘটেছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার মাথা যে ঘুর্ছে গো! চক্ষে আঁধারময় দেখি গো!

বৃন্দা। ওগো-রাজনন্দিনি! ওটা দুর্ব্বলতা গো! স্থির হ'য়ে থাক্লেই সুস্থ হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! বিশাখা এখনও কেন এল না গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! হয় ত সে ঠাকুরের কোন সন্ধান করতে পারে নি গো!

রাধা। আচ্ছা, বৃন্দে গো! তবে আমার কি হবে? শ্যাম কি আমায় ভুল্বে গো?

বৃন্দা। তা ঠাকুরাণি গো! তুমি যখন তাকে ভুল্ব ব'লে পণ ক'রে বসেছ, তখন সে আর তোমায় ভুলতে পারবে না কেন গো?

রাধা। না গো বৃন্দে! আমি তাকে ভুল্ব না গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা! এই যে, একটু আগেই বল্ছিলে—তাকে কাজ নেই, তাকে ভুলতে চেষ্টা করব—দেশত্যাগী স্থানত্যাগী প্রাণত্যাগী হব, এর মধ্যে সে মত্ পাল্টে গেল, বাছা?

রাধা। ওগো বৃন্দে! মনে হয় আমার গোবিন্দের কোন অমঙ্গল ঘটেছে গো?

গীত।

ওগো বৃন্দে গোবিন্দের সমাচার না পেলেম।
নিরানন্দে তাই ত এখন কাল কাটাইলেম ॥
গিয়াছে সেথায় বিশাখা, আনিতে সেই শ্যাম-সখা,
বিনা প্রাণসখার দেখা প্রাণ রাখা দায় ঠেকিলেম ॥
বলেছে গো ননদিনী, মোরে কত মন্দ বাণী,
দাস গোবিন্দের বাণী পেয়ে মণি হারালেম ॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! বলি, গোবিন্দ যদি তোমায় ভুলে থাকেন, তবে সে ত তোমারই ভাল গো! তুমিও ত তাকে ভুল্‌তে চাইছিলে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তখন না বুঝে বলেছিলেম গো! এখন বুঝেছি, তাকে ভোলা সহজ হবে না গো! তার অদর্শনে আমার মন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে গো! বোধ হচ্ছে, যেন কি একটা সর্ব্বনাশ হবে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমার আবার সর্ব্বনাশের ভয় কি গো? যিনি তোমার সর্ব্বস্ব, সেই শ্যামধনই তোমার সর্ব্বনাশ রক্ষা কর্‌বেন গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার শ্যাম হয় ত আমায় ফাঁকি দিবে গো!

বৃন্দা। ও আবার কি অলক্ষণের কথা বল্‌ছ, গো বাছা! তোমার শ্যাম তোমায় ফাঁকি দিয়ে কোথা যাবে?

গীত।

ওগো রাই, বলিস্‌ কি—বলিস্‌ কি।
গুণের নাগর, শ্যাম-সখা তোর
কি দোষে তোরে দিবে ফাঁকি ॥

তুই তার প্রাণের আধা,
তাই পায়ে ধ'রে তোর মান সাধা,
তার প্রেমে পড়্‌বে বাধা,
কেমন ধাধা বুঝ্‌তে ঠেকি ॥
কুটিলে তোর ননদিনী,
ব'লে বেড়ায় কি ; কিছু না জানি,
মনে মনে অনুমানি
বিপদ্‌ কিছু ঘট্‌বে নাকি ॥
গোবিন্দের অদর্শনে,
রাই প্রাণ হারাবে অনশনে,
সব গিয়েছে বৃন্দাবনে,
কেবল রাই ধনী আর আছে বাকি ॥
দাস গোবিন্দ এই ভণে,
কৃষ্ণ রবে না আর বৃন্দাবনে,
পায়ে ধরায়েছ মানে,
মনে রাই তা নাই নাকি ॥

বিশাখার প্রবেশ।

বিশাখা। বৃন্দে গো! বড় বিপদ্‌ গো!

বৃন্দা। কেন গো বিশাখা, বিপদ্‌ কিসের গো?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণ আর এদিকে আস্‌তে পাবে না গো!

বৃন্দা। কেন গো বিশাখা, তিনি কোথায় গো?

বিশাখা। ওগো, তিনি যশোমতীর কোলে আছেন গো! মথুরার

রাজা কংস নাকি যজ্ঞ কর্‌বেন, তাই তাঁকে নিমন্ত্রণ দিয়ে সেখানে নিয়ে যাবে গো! সেইজন্য মথুরা হ'তে অক্রূর মুনি রথ নিয়ে এসেছে! ব্রজধাম হ'তে নীলকান্তমণি নিয়ে যাবে গো!

রাধা। কি শুনালি বিশাখা, গো! আমার বঁধুয়া কোথা যাবে গো?

বিশাখা। ওগো ধনি, তবে বলি শোন গো!

গীত।

ওগো ধনি, এসেছে মুনি, মথুরা হ'তে বৃন্দাবনে।
রাম-কৃষ্ণে যাবে নিয়ে কংস রাজার নিমন্ত্রণে॥
এসেছে এক প্রকাণ্ড রথ,
পূরাইতে তার মনোরথ,
রথে কৃষ্ণ যাবেন মথুরা-পথ,
এই কি ছিল তার মনে॥
ব্রজের যত গোপাঙ্গনা,
কৃষ্ণ বিনা কিছু জানে না,
দাস গোবিন্দের আনা-গোনা
শূন্য রথ আরোহণে॥

রাধা। উঃ হুঃ হুঃ! প্রাণ গেল গো! কি শুনালি গো! আমায় ধর্‌ ধর্‌ গো! [মূর্চ্ছা]

বৃন্দা। আহা, একি হ'ল গো! রাই যে মূর্চ্ছা গেল!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে, গোবিন্দের বিরহ-জ্বালায় রাই অচেতন গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! ঘরে নিয়ে গিয়ে সকলে মিলে শুশ্রূষা করিগে চল গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! ঐ যে শ্যামচাঁদ আস্‌ছেন গো!

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! কি কর্‌ছ গো?

বৃন্দা। এস—এস গো ঠাকুর! প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাই ধরাসনে কেন গো?

বৃন্দা। ওগো গোবিন্দ! তুমি মথুরা যাবে শুনে রাই মূর্চ্ছা গেছে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাইকে চেতন কর গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! চেতন দিতেও তুমি, নিতেও তুমি। তোমার বিরহে অচেতন, তোমার দরশনেই চেতন পাবে গো!

কৃষ্ণ। বৃন্দে, রাই অচেতন আছে, আমার দর্শন কেমনে পাবে গো!

বৃন্দা। ঠাকুর, আর ছল ক'রো না, এখন শ্রীমতীকে চেতন কর গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমি ওকে কেমনে চেতন কর্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! কেমনে চেতন কর্‌বে, তাও কি তোমায় শিখিয়ে দিতে হবে নাকি গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাধাকে কেমন ক'রে চেতন কর্‌তে হয়, তা ত তোমরাই ভাল জান গো! তবে আমাকে ব'লে দেও গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তোমার বিরহে রাই মূর্চ্ছা গেলে আমরা কি ক'রে তাঁর চেতন করি শুন্‌বে গো? তবে বলি শোন—

গীত।

শ্যাম হে তোমার বিরহে রাই হ'লে অচেতন।
কৃষ্ণনাম শুনায়ে তারে করি গো চেতন ॥
যে তোমায় দিয়েছে চেতন, তুমি তার হর গো চেতন,
তুমি নিজে চেতন, অচেতনে কর হে যতন ॥
আমাদের কি আছে চেতন, রাই বিরহে অচেতন,

তুমি যদি দেও হে চেতন, তবে মনের হয় গো চেতন ॥
তুমি হে চেতন-কেতন, জগজ্জীবের তুমিই চেতন,
তুমি যারে কর অচেতন, সে জন্মের মত হারায় চেতন ॥
দাস গোবিন্দের হৃদয়-রতন, চেতনে সদাই অচেতন,
পাই যদি গো দিব্য চেতন, কে যায় শমন-নিকেতন।

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাইকে আমি এখন কি ক'রে চেতন কর্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! যে তোমার নামে চেতন পায়, তাকে চেতন দিতে তোমার কষ্ট কি গো? তুমি কি কখন ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গাও নি গো?

কৃষ্ণ। না গো বৃন্দে! আমি কারু ঘুম ভাঙ্গাই নি গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! ঘুমন্ত মানুষকে কি ক'রে চেতন কর্‌তে হয়, তা কি জান না গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তা জানি গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! কি জান গো, বল দেখি শুনি গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে হ'লে তাকে ডাক্‌তে হয় গো!

বৃন্দা। ওগো শ্যামচাঁদ! তবে রাইকেও তুমি ডেকে দেখ না গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তাই ডাকি গো! [সুরে] রাধে রসময়ী, রাসেশ্বরী, রসিকা নাগরী, রূপসী রাজনন্দিনী রাই গো! একবার গা তোল গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তোমার ডাক্ যে, হাওয়ায় মিশে গেল গো! রাই ত নড়ে-চড়ে না গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তবে আর কি ক'রে চেতন কর্‌ব গো! যে ডাক্ শোনে না, তাকে জাগান' যে বড় কঠিন গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তোমার বোধ হয়, ডাক্‌বার মত ডাক্ হয় নি গো! একবার প্রাণের ডাকে ডাক দেখি গো!

কৃষ্ণ। (সুরে) ওগো প্রাণময়ী, প্রেমময়ী, প্রাণেশ্বরী রাই ধনি! একবার গা তোল গো! ওগো বৃন্দে! এত ডাকি, তবু ত রাই জাগে না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! একটা যুক্তি বলি শোন গো! যদি ডেকে ডেকে কারু ঘুম না ভাঙ্গে, তবে গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌তে হয় গো। তুমিও তাই কর গো! শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে তোমার শ্রীহস্ত দিয়ে ডাক দেখি গো! কেমন চেতন হয় না দেখি গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌তে আমার ভয় হয় গো!

বৃন্দা। কেন গো ঠাকুর! ভয় কিসের গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমার হাত গায়ে দিলে যদি রাধার আবার কলঙ্ক হয় গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! আবার তুমি কলঙ্ক-ভঞ্জন কর্‌বে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমার আর সে সময় নেই গো! আমাকে আজই মথুরায় যেতে হবে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তা যেতে হয় যেয়ো গো! এখন রাইকে চেতন ক'রে দিয়ে যাও গো! তা'তে যদি শ্রীমতীর কলঙ্কই হয়, আর তোমার যদি সে কলঙ্ক মোচনের সময় না থাকে গো, উনি কলঙ্কিনী হ'য়েই থাক্‌বেন গো! এখন তুমি ওঁকে জাগিয়ে দেও গো, আমরা রাই-বিরহ সইতে পারি না গো!

গীত।

সহিতে না পারি মোরা রাধার বিরহ।
অচেতনে পড়েছে রাই, ভাবি তাই অহরহ॥
বিনে তোমার দরশন, রাই ধনী ওই অচেতন,
চেতন দিয়ে জীবন-রতন, হৃদয় মাঝে ধরহ॥
তুমি দিলে গায়ে হাত, অচেতন হবে তফাৎ.
যদি না ভাঙ্গে বরাত, তুমি তার কাছে রহ ;—
এ দাস গোবিন্দ ভণে, মথুরায় শ্যাম যাবে শুনে,
রাই পড়েছে ধরাসনে, গোবিন্দ উপায় করহ॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে, তুমি যখন বল্‌ছ গো, তখন আমি শ্রীমতীর গায়ে হাত দিয়েই ডাকি গো!

বৃন্দা। হাঁ গো, ঠাকুর! তাই ডাক গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তা'তে কোন দোষ হবে না ত গো?

বৃন্দা। ওগো না গো, না। হাতের জিনিষে হাত দেবে, তা'তে দোষ কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তবে ডাকি গো! [গায়ে হাত দিয়া সুরে]

গীত।

রাধে! একবার গা তোল গো—গা তোল।
গা তোল—গা তোল ধনি, একবার চাঁদ বদন তোল॥
আমি তোমার কাছে এসেছি, রাই একবার গা তোল।
কি কারণে অকারণে ধরাসনে আছ রাই বল।
আমি তোমার সনে দেখা করিতে এসেছি রাই গা তোল॥

রাধা। [মূর্চ্ছা ভঙ্গে] ওগো! কে গো? এমন শীতল হাত কার গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! একবার উঠে চেয়ে দেখ, কে এসেছে গো? যার অদর্শনে তুমি পলকে প্রলয় দেখ গো, সেই তোমার প্রাণেশ্বর এসে তোমায় ডাকাডাকি কর্‌ছে গো! একবার উঠে দেখ গো!

গীত।

ও রাই একবার উঠে দেখ্ গো. কে ব'সে ওই তোর পাশে।
যার পাশে রাই পশে, সে বাঁধা তোর প্রেমের পাশে॥
সে যে তোর পাশে আসে,
তোকে যে গো ভালবাসে,
তোর তরে রয় বনবাসে রাখালের বেশে ;—
যদি রাখ্‌বি তারে বেঁধে পাশে, থাক্ রাই তার আশে-পাশে॥

রাধা। ওগো প্রাণেশ্বর গো! এই যে তুমি এসেছ গো!

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! তোমার কাছে আস্‌ব বৈকি গো! তবে আস্‌তে একটু দেরি হ'য়ে গেছে ব'লে কছু মনে ক'রো না গো! আমার এখন অনেক কাজ গো!

রাধা। ওগো বঁধু! তোমার আবার কি কাজ গো?

কৃষ্ণ। শ্রীমতি! এখানে আর তেমন কোন কাজ নেই বটে গো!

রাধা। ওগো প্রাণসখা! তবে আবার কোথায় তোমার কাজ আছে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বিনোদিনি! আমার এখন মথুরায় অনেক কাজ আছে গো! তাই মথুরার রাজা আমাকে নিয়ে যাবে ব'লে লোক পাঠিয়েছে ; আমি মথুরায় যাব গো!

রাধা। কেন গো, মথুরায় আবার তোমার এমন কি কাজ পড়্‌ল গো?

কৃষ্ণ। ওগো ধনি! কাজের কথা রাজাই জানে গো! আমি কি তা জানি গো? যখন যেমন কাজে ফেল্‌বে, আমাকে তাই কর্‌তে হবে গো!

রাধা। ওগো, প্রাণেশ্বর গো! তুমি মথুরায় গেলে আমি কেমনে রব' গো?

কৃষ্ণ। ওগো, শ্রীমতী গো! আমি যাব আর আস্‌ব গো! আজ যাব, কাল আস্‌ব গো! এই একটা দিন কোন রকমে ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে হবে গো!

রাধা। ওগো! আমি যে, তা পার্‌ব না গো! একদণ্ড তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমি ছট্‌ফট্‌ করি গো, একদিন না দেখে থাক্‌তে পার্‌ব না গো!

কৃষ্ণ। ওগো, শ্রীমতী গো! একটা দিনের জন্য আমায় বিদায় দিতেই হবে গো!

রাধা। ওগো প্রাণকান্ত গো! তা আমি প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব না গো! তোমায় এক তিল কোথাও যেতে দিব না গো! যদি নিতান্তই যাও গো, তবে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে তবে যেয়ো গো!

গীত।

যেয়ো না যেয়ো না মথুরায়, ঠেলো না দাসীরে পায়॥
তোমার মতন, এমন রতন, ভুবনে কে কোথা পায়॥
রেখেছ দাসীরে কৃপায়, দিয়েছ স্থান তোমার শ্রীপায়,
তুমি আমার সকল উপায়, নিরুপায়ে রাখ পায় পায়॥

তোমার পায় যে জন পায়, সে কি অন্য কিছু চায়,
সব পায় ওই রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা তাই চায় ওই পায় ॥
ভবের ভরসা উপায়, ভবপারে তোমার ও পায়,
দাস গোবিন্দ ব্যথা পায়, বঞ্চিত হ'য়ে গোবিন্দের পায় ॥

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! তুমি অমন ব্যাকুলা-মতি হচ্ছ কেন গো? আমি মথুরায় গেলেও আমার মতি শ্রীমতীর কাছেই রেখে যাব গো!

রাধা। ওগো! আমি যে, তোমায় না দেখে এক পলও পলক ফেল্‌তে পারি না গো!

কৃষ্ণ। ওগো কমলিনি! আমি যে রাজবাড়ী নেমন্তন্ন পেয়েছি গো! সেখানে না গেলে রাজা কি মনে কর্‌বে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! রাজা আর মনে কর্‌বে কি গো? না হয় মনে কর্‌বেন যে গোয়ালার ছেলে রাখালী করে, তাই রাজ্‌রাজড়ার কাছে আস্‌তে পারে নি গো! আর আমিও বলি, সেখানে তোমার না যাওয়াই ভাল গো!

কৃষ্ণ। কেন গো বৃন্দে! না যাওয়া ভাল কেন বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! সেই মথুরার রাজা কংসের তোমার উপর যে রকম বেজায় আক্রোশ গো, তাতে তার নেমন্তন্ন পেয়েছ ব'লে সেখানে যাওয়াটা কি ভাল হয় গো? কথায় বলে, একবার যার সঙ্গে হইবে শত্রুতা, জীবনে তার সনে যেন ক'রো না মিত্রতা। তা ঠাকুর গো! সে ত তোমার সঙ্গে চিরকাল শত্রুতা ক'রে আস্‌ছে গো, তুমি সেই শত্রুর নিমন্ত্রণ পেয়ে কেমন ক'রে যাবে গো? যদি তার মনে কোন বদ্ মত্‌লব থাকে, তা হ'লে তোমাকে যে বিপদে পড়্‌তে হবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! কংস রাজা আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে দৈত্য পাঠিয়ে আমায় যে-সব বিপদে ফেলেছিলে, তা'তে আমার ত কোন বিপদ্ ঘটে নি গো! পৌর্ণমাসী মার দয়ায় আর গো-সেবার ফলে সব বিপদ্-আপদ্ নিরাপদ্ হ'য়ে গেছে গো! সেখানেও যদি কোন বিপদ্ ঘটায়, আমি সে বিপদেও নিরাপদ হব গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তা' হ'লেও সেটা তোমার বিদেশ, আর এটা আপন দেশ গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! যে বিপদ্ কাটাতে জানে, সে স্বদেশ-বিদেশ সব দেশেই দ্বেষকারী শত্রুর বিপদে নিরাপদ হ'য়ে যায় গো! এখন তোমরা শ্রীমতীকে নিয়ে গৃহে গমন কর, আমি মথুরা যাত্রার জন্য সাজ-গোজ করিগে গো!

রাধা। ওগো! তুমি কি নিতান্তই যাবে গো? আমার গতি কি হবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! আমি সেখানে থাক্‌তে যাই নি গো, আজ যাই ত কাল আবার আস্‌ব গো!

রাধা। ওগো, তুমি ও কি বল্‌ছ গো! তোমার কথা শুনে যে আমার মাথা ঘুর্‌ছে গো!

কৃষ্ণ। শ্রীমতি গো! ঘরে গিয়ে সুস্থমতি হও গে গো! ভয় কি গো ধনি! আমি তোমা' বই কারু নই গো!

রাধা। ওগো! যদি নিতান্তই যাবে গো, তবে আমার উপায় ক'রে যাও গো!

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! অনুমতি কর, তোমার কিসের উপায় কর্‌ব গো?

রাধা। ওগো, তবে বলি শোন গো—

গীত।

শ্রীপতি হে, কর আমার উপায়, আমার কি হবে গতি।

তুমি হে অগতির গতি, আমার তুমিই পরম-সঙ্গতি ॥
কেমন করি গৃহে গতি, শুনি তোমার মথুরায় গতি,
ভাবি কি হবে দুর্গতি, সুগতি কি কুগতি গতি ॥
তুমি আমার সকল গতি, দেহের গতি, জীবনের গতি,
মনের গতি, প্রাণের গতি, আপদে বিপদে গতি ;—
বন্ধ হ'লে কুঞ্জে গতি, শ্রীমতীর নিরুপায় গতি,
প্রবাসে গোবিন্দের গতি, দাস গোবিন্দের নিদান-গতি ॥

কৃষ্ণ। ওগো, কমলিনী গো! সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই গো! এখন গৃহে যাও, আমিও আসি গো! আজ আর বেশি বিলম্ব করতে পার্‌ব না গো!

[প্রস্থান।

রাধা। ওগো প্রাণনাথ গো! যাবার সময়ে দেখা দিয়ে যেয়ো গো!

বৃন্দা। ওগো রাই! অমন ক'রো না গো! এখন যা বলি, শুন্‌বে এস গো!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

আয়ানের গৃহ।

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। হাঃ হাঃ হাঃ! [হাস্য] হাসি যে আর ধরে না গো! আমার যে, আমোদে দম আট্‌কে যাচ্ছে গো। কি শুন্‌লেম গো, কি শুন্‌লেম? এমন সুদিন কি হবে গো? পোড়া-কপালে—ঘর-মজানে—কুল-জ্বালানে কালা যদি মথুরায় যায় গো, তবে দাদা আমার গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বৌ নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর্‌তে পারে গো! শুন্‌লেম নাকি মথুরার রাজা কংস কি যজ্ঞি কর্‌বে, সেখানে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গিয়ে রাম কেষ্টাকে বলিদান দেবে গো! বেশ হবে গো! খাসা হবে! ঐ হাড়-হাবাতে লম্পট ছেলের বাঁচার চেয়ে মরণই ভাল গো! মা এ সময়ে গেল কোথা গো? এই খোস্ খবরটা মাকে জানাতে না পার্‌লে যে, আমার পেটে কিছু হজম হচ্ছে না গো! মা! মাগো! ওমা!

জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। কেন গো কুটিলে। কি বল্‌ছিস্ গো?

কুটিলা। ওগো মা! একটা সু-খবর শুনেছিস্ গো?

জটিলা। ওগো কুটিলে! কি সু-খবর গো?

কুটিলা। ওগো মা! তবে বলি শোন্ গো!

গীত।

নন্দের বেটা কেষ্টা এবার হবে ব্রজ-ছাড়া গো।
কংস রাজার যজ্ঞির বলি কেষ্টা হতচ্ছাড়া গো॥
কংস রাজা করেছে ফিকির, যজ্ঞি ক'রে কাটবে শির,
নিমন্ত্রণ নিয়ে আসা তাই সেই অক্রুর মুনির ;—
এবার দাদা আমার, বৌ নিয়ে করবে ঘর-জোড়া গো॥
বাজ্‌বে না আর কালার বাঁশী, যাবে না বৌ হ'য়ে উদাসী,
কদমতলায় প্রেমের ফাঁসি পরবে না অবলারা গো॥

জটিলা। ওগো কুটিলে! এ কি শুনালি গো, আমার যে বড ভয় হচ্ছে গো!

কুটিলা। ওগো মা! কেষ্টা ব্রজ-ছাড়া হবে, তাতে তোর ভয় হচ্ছে কি গো, বরং যা কিছু ভয় ছিল, তা ঘুচে গিয়ে নির্ভয় হবার যোগাড হচ্ছে গো!

জটিলা। ওগো কুটিলে! কেষ্ট ব্রজ-ছাড়া হ'লে ভয় যাবে না গো বাছা, বরং আরও ভয় বাড়্‌বে গো!

কুটিলা। সে কি গো, তুই বল্‌ছিস্ কি গো, মা?

জটিলা। ওগো কুটিলে! আমি যা বল্‌ছি, তাই ঠিক গো! বৃন্দাবনে যত সব আপদ্-বিপদ্ হবে গো, তাতে আমাদের কে রাখ্‌বে গো? যদি দত্যি এসে উৎপাত করে গো, তবে কে দত্যি মেরে আমাদের অভয় দেবে গো? কালা যদি ব্রজে না থাকে গো, তবে কি আর এখানকার কেউ প্রাণে বাঁচ্‌বে গো? সবাই ম'রে যাবে গো!

কুটিলা। ওগো বুড়ি! কালা চ'লে গেলে কে মর্‌বে গো? সবাই সোয়াস্তি পাবে। লোকের বৌ-ঝি নিয়ে ঘর সামাল্ সামাল্ হয়েছিল গো, সে ভাবনা আর থাক্‌বে না—কদমতলায় প্রেমের থানা বস্‌বে না—বাঁশী

বাজিয়ে কুলবতীর মন মজাতে পার্‌বে না। কেষ্টা এ বৃন্দাবনে কার ঘরে না উৎপাত করেছে গো? কারু বাড়ীতে ননীচুরি করেছে—কারু বাড়ীতে ভাঁড় ভেঙ্গে দই খেয়েছে—কারু বাড়ীর ঝি-বৌ নিয়ে টান্ পাড়াপাড়ি করেছে! সবাই তার জ্বালায় জ্ব'লে আছে গো! সে এখান থেকে গেলে আপদ্ বিদেয় হয় গো!

জটিলা। বলি, ওগো কুটিলে! এ সব কথা আমাদের বৌ রাই শুনেছে নাকি গো?

কুটিলা। ওমা! সে আর শোনে নি গো? এ খবর তার কাছে আগে গিয়ে পোঁছেছে গো! পোড়ারমুখীর মাথায় আজ বিনা মেঘে বাজ পড়্‌বে গো! যেমন ফুক্‌ফাক্ ক'রে টুক্‌টুক্ ক'রে প্রেম কর্‌তে যেত, তেমনি তার উচিত সাজা হয়েছে গো!

জটিলা। ওগো কুটিলে! বৌ কোথা গেল, একবার দেখ্‌লে হ'ত না গো, বাছা?

কুটিলা। ওগো মা, আর দেখ্‌তে যেতে হবে না গো! সে যেখানেই থাক্ না কেন গো, এখনি ছট্‌ফট্ করতে কর্‌তে এসে হাজির হবে গো! তার আর বিষ-দাঁত থাক্‌বে না, এইবার বিষহীন ঢোঁড়া হ'য়ে যাবে গো!

গীত।

ওগো মা, তোর বৌয়ের আশায় পড়্‌বে ছাই।
যার গরবে গরবিণী, আর ত তার আশা নাই॥
কেষ্টার সঙ্গে প্রেমে ম'জে, কুলটা হ'য়ে কুল ত্যজে,
আয়ান দাদায় নাহি ভজে, করে যে সে যাচ্ছে-তাই॥
এইবার ফাঁক্ হবে গুমর, কেষ্টা যাবে যমের ঘর,
কংস রাজার যজ্ঞির ভিতর, কাট্‌বে মাথা শুন্‌তে পাই॥

জটিলা। ওগো কুটিলে! তা হ'লে ত নন্দ-যশোদার বড় বিপদ্ হবে গো বাছা?

কুটিলা। ওগো মা! তোর অত বাজে ভাবনা কেন বল্ ত শুনি? নন্দ-গয়লার বিপদ্ হবে, যশী-গয়লানী বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌বে, তাতে আমাদের কি ব'য়ে গেল গো! আমরা ত বৌ নিয়ে নির্ভাবনায় বাস কর্‌তে পার্‌ব গো? সেই আমাদের সুখ। ভাব্‌তে হয় ত আপনাদের সুখের কথা ভাব্ গো, মনে সুখ পাবি। পরের ভাবনা ভেবে কি হবে গো বাছা?

জটিলা। ওগো কুটিলে! তুই কেষ্টার ওপর অত চটা কেন বল্ ত গো?

কুটিলা। ওগো মা! চটি কি সাধে গো? তার কাণ্ড-কারখানা দেখে চটি গো! সে কি ধড়িবাজ গো! এত যে অঘটন ঘটনা ঘটালে, তা একদিন ধর্‌তে পার্‌লেম না গো! যেন ভেল্কি লাগিয়ে, চোখে ধুলো দিয়ে সব কি কর্‌ত গো! যেমন বেড়ে উঠেছিল, তেমনি পড়েছে গো! কথায় বলে নয়—অতি বাড়্ বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে—অতি ছোট হ'য়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে।

জটিলা। ওগো কুটিলে! ঐ বুঝি বৃন্দের সঙ্গে বৌ এইদিকে আস্‌ছে গো!

কুটিলা। ও মা গো! মুখখানা যেন তেলো হাড়ীর তলার মত হয়েছে, দেখ্ গো!

বৃন্দাদি সখীগণসহ রাধার প্রবেশ।

কি লো রাই! কেমন আছিস্ গো?

রাধা। ওগো, ননদিনী গো! এ আবার তোমার কেমন বিদ্রূপ হ'ল গো?

কুটিলা। ওগো বিদ্রূপ নয় গো, বিদ্রূপ নয়—কেমন আছিস্ তাই জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি গো! আজ সব জোট বেঁধে ঘোঁট-মণ্ডলী ক'রে কোথায় গিয়েছিলি গো!

বৃন্দা। ওগো দিদি! কোথা আর যাব গো, ঐখানে ব'সে দু'টো গল্প-গুজব কর্‌ছিলেম গো!

কুটিলা। কিসের গল্প-গুজব গো বৃন্দে-দূতি? কালার কথা হচ্ছিল বুঝি গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! সে কালার কথা কি সব কালে কওয়া যায় গো? কালার কথা কইতে কালাকাল চাই ত গো!

কুটিলা। তা চাই বৈকি, সকাল গেল—দুপুর কাল গেল—বিকাল গেল, এইবার সন্ধ্যাকাল এলেই ত তোদেরও কুঞ্জে যাবার কাল হবে গো?

রাধা। ওগো ননদিনী গো! তোমার মুখে কি আর আন্-কথা নেই গো? তোমার ও মুখ ত নয়, যেন ক্ষুর গো!

গীত।

ওগো দারুণ ননদিনী, মুখ নয় তোর,
যেন ক্ষুরের ধার গো।
তোর কথার চোটে, বুকটা ফাটে,
হেরি আঁধার চারিধার গো॥
নিত্য করিস্ কালা-কালা,
আমার প্রাণে বাড়াস্ জ্বালা,
আমি যে হই কুলবালা,
ধারি নে এ সব কথার ধার গো॥

কাননে কালী-পূজায় যাই,
তুই দিস্ গো কালার দোহাই,
তোর তরে আর আশা নাই,
গোবিন্দের প্রেম-সুধার ধার গো ॥

কুটিলা। ওগো রাই! এমনি ধারাই আমার মুখের ধারই গো! তাই ত ক্ষুর শাণিয়ে রেখেছি, তোদের গলায় বসাব ব'লে গো?

বৃন্দা। কেন গো দিদি! আমরা তোমার কি বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি গো, তাই আমাদের গলায় ক্ষুর বসাবে গো?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! দূতিগিরি ক'রে যেমন দাদাকে বৌ নিয়ে ঘর কর্তে দিস্ নাই, তেমনি আজ বিধি সদয় হ'য়ে তোদের উপর নির্দ্দয় হয়েছে গো! এইবার তোদের দশায় কি হয়, তাই দেখ্‌ব গো।

বৃন্দা। কেন গো দিদি। আমাদের আবার এমন কি দশা হবে গো?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে দূতি! তোদের দর্প চূর্ণ হবে গো! তোদের দুঃখে বনের শেয়াল-কুকুর কাঁদ্‌বে গো!

বৃন্দা। তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি—তাই এখন থেকে তুমি কাঁদ্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছ।

রাধা। কেন গো ননদিনি! আমরা কি দোষ করেছি গো?

কুটিলা। ওগো, কি করেছিস্, তা টের পাবি গো! এতদিন আমাদের প্রতি নিদয় বিধি সদয় হ'য়ে মুখ তুলে চেয়েছেন গো!

গীত।

এতদিনে নিদয় বিধি সদয় হয়েছে।
কুদিন কেটে গিয়ে মোদের সুদিন কাছে এয়েছে ॥

অমন গুণের আয়ান দাদা, তার বৌ রূপসী রাধা,
শোনে না সে কারু বাধা কালা তার মাথা খেয়েছে ॥
বাঁশীতে করিয়ে গুণ, অবলা নারী করেছে খুন,
যাবে ব্রজের পাপের আগুন তারই উপায় হয়েছে ॥

বৃন্দা। ওগো দিদি! তুমি কি বল্‌ছ, গো?

কুটিলা। ওলো দূতি! যা বল্‌ছি, ভালই বল্‌ছি গো! একটু পরেই টের পাবি গো! এখন এ সু-খবরটা দাদাকে একবার শুনিয়ে আসি গো! [প্রস্থান।

রাধা। ওগো বৃন্দে, ননদিনী কি ব'লে গেল গো?

বৃন্দা। কি জানি গো বাছা, ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লেম না গো!

রাধা। বৃন্দে, কথাটা শুনে যে, আমার মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি, সেই কথা গো, সেই কথা!

জটিলা। ওগো বৃন্দে, কোন্ কথা গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! কোন্ কথা তা কেমনে জান্‌ব গো? তুমি বল না মাসি! কি কথা হ'ল গো?

জটিলা। ওগো বৃন্দে, শুন্‌লেম কালা নাকি মথুরায় যাবে গো!

বৃন্দা। হাঁ গো মাসি! তাই ত আমরাও শুন্‌ছি গো! কংস রাজা কি যজ্ঞ কর্‌ছেন, তাতেই রাম-কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ হয়েছে গো! তারা আজ যাবে, আবার কাল আস্‌বে গো!

জটিলা। কৈ গো বৃন্দে! কুটিলে ত তা বলে না গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! কুটিলে দিদি তবে কি বলে গো?

জটিলা। ওগো বৃন্দে! সে বলে—কালা নাকি আর মথুরা হ'তে ব্রজে আস্‌বে না গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! সে কথা কুটিলা দিদি কেমনে জান্‌লে গো?

জটিলা। ওগো বৃন্দে! সে নাকি শুনেছে—কংস রাজা ছেলে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞিতে বলি দেবে গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি গো, শোন বলি—কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে কংস বলি দিবে, তেমন বলী সে নয় গো!

গীত।

মাসি গো, শোন তবে সব বলি।
রাম-কৃষ্ণে যজ্ঞের বলি, ভাবে যদি কংস বলী,
নিজে সেই হবে বলি, কৃষ্ণের কাছে মহাবলী॥
নিমন্ত্রণ করেছে বলি' নন্দরাজে দিল বলি,
সঙ্গে নিতে রাম-কৃষ্ণে, দেখিবে তারা কেমন বলী॥
যার বলে রাজা বলি, হ'য়ে আছে গো মহাবলী,
তাদের দিবে নরবলি, জগতে নাই এমন বলী॥
জীবের যত কিছু বলই সার ইষ্ট কৃষ্ণ বলই,
দাস গোবিন্দ হীন বলি, ভাবে নিদান-কালে শমন-বলী॥

বৃন্দা। ওগো মাসি! তোমার মেয়ে কুটিলে হয়কে নয়, নয়কে হয় করে গো! ছেলেবেলায় বিধবা হ'য়ে বাপের ঘরে থেকে কেবল বৌ-কাঁট্‌কী হয় বই ত নয় গো! এমনি ধারা ঘরে ঘরে কত ননদিনী কুটিলে হ'য়ে রয়েছে গো! তারাও তাদের ঘরের বৌকে নিয়ে অমনি গুজব রটিয়ে বেড়ায় গো! স্বামীর ভাত বন্ধ হ'য়ে ভা'য়ের ভাতে দিন কাটায় কি না, তাই মনে ভাবে—বুঝি বৌ দাদাকে বশ ক'রে তাদিগে পৃথক্

ক'রে দিবে। সেই ভয়ে তারা পরের মেয়েকে ঘরের বৌ পেয়ে যা-তা বলে গো! এটা আজ-কালকার ধর্ম্ম গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! তাই হ'ক্ গো বাছা, কুটিলের কথা মিছেই হ'ক্ গো! কেষ্ট যেন মথুরা হ'তে ঘরে ফিরে এসে ব্রজের আপদ্-বিপদ্ নাশ করে গো! তোরা সব বৌকে নিয়ে ঘরে ব'সে কথা বল্ গে, আমি গৃহকর্ম্মে যাই, গো বাছা!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! ঘটনা সব শুন্‌ছ ত, গো বাছা? এখন ঘরে চল, নৈলে বিষম লোক-কেলেঙ্কারী হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কেলেঙ্কারী হবে কি বল্‌ছ গো? আমার কালাচাঁদ আমায় ছেড়ে যাবে, আর আমি কি ক'রে সুস্থির থাক্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! যে রমণীর পতি বিদেশে যায়, সে থাকে কি ক'রে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে তার পতির আসার আশায় থাকে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্রীপতি মথুরায় গতি কর্‌লে, তোমাকেও তেম্‌নি তার আসার আশায় থাক্‌তে হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার আশা-ভরসা সব যে, সেই কালাচাঁদ গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে যদি তোমার আশা-ভরসা হয় গো, তবে তার আসার আশায় না থাক্‌লে চল্‌বে কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কেমনে তার আসার আশায় থাক্‌ব, তুমি ব'লে দেও গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তবে বলি শোন গো—

গীত।

শ্রীমতী গো, করিবে গৃহে বসতি
শ্রীপতির আসার আশায়।
আশায় জীবের জীবন বাঁচে,
প্রাণ হারায় যে রয় নিরাশায়।
যেমন চাতক থাকে মেঘের আশায়,
চকোর রয় গো, চাঁদের আশায়,
তেমনি র'বে তুমি কালার আশায়,
রাখ্‌তে প্রেমের ভালবাসায়॥
যদি সে অকূলে ভাসায়,
কূল কি দিবে সে হতাশায়,
অকূলের কাণ্ডারীর আশায়
পূরাইবে মনের আশায়;—
যে যা ব'লে দিবে গো সায়,
কথায় যেন কেউ না শাসায়,
দাস গোবিন্দের শেষ আশায়
কে রাখিবে দশম দশায়॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আশায় না হয় রইলেম গো; কিন্তু আমার বিরহদশায় কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! বিরহ-দশায় তার চিত্রপট তোমার আশার নিবৃত্তি করবে গো! তুমি তাঁর চিত্র হৃদয়পটে এঁকে রাখ গো! মনে মনে তাঁর ভাবনা ভাব গো! যেন অপরে কেউ টের পেতে না পায় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে, তোমরা যদি আমার সহচর হও গো, তবে যা-হয় ক'রে দিন কাটাতে পারি বটে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আমরা ত সহচরই আছি গো! কৃষ্ণ-বিরহে আমরা তোমায় সান্ত্বনা দান দিব গো! এখন তুমি সখীদের সঙ্গে ঘরে গিয়ে ব'স গে; আমি একবার রাখালদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, আর জেনে আসি, কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার কি হ'ল! যাবার সময় দাসী প্রণাম হয় গো!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

রাধা। ওগো ললিতে, ঘরে যাই চল গো!

ললিতা। হ্যাঁ গো শ্রীমতি! তাই চল গো, লোকে কত কথা বল্‌বে গো!

রাধা। ওগো ললিতে! আর কেউ কিছু না বল্‌লেও আমার বাঘিনী ননদিনী কত টিট্‌কারী দেবে গো!

ললিতা। ওগো ঠাকুরাণি, কুটিলের সে কু-কথায় কান না দিলেই হবে গো।

রাধা। ওগো ললিতে! ননদিনীর কথা যেন শীতকালের সেঁচা জল গো!

ললিতা। ওগো শ্রীমতি! তাই যদি হয় গো, তবে না হয় একটু ছ্যাঁৎ ক'রে লাগ্‌বে গো, আর তুমিও একটু নয় শিউরে উঠ্‌বে গো! তার কোন কথায় উত্তর না দিলেই গোল মিটে যাবে গো!

বিশাখা। তা বৈকি, সখি! বোবার শত্রু নেই গো! সে যত বল্‌বে বলুক না, তুমি গায়ে না মাখ্‌লেই হ'ল গো! কথায় বলে নয় "যত বল্‌তে পার বল, আমি কানে দিয়েছি তুলো। যত মার্‌তে হয় মার, পিঠ করেছি কুলো।" তোমাকেও তেমনি কানে তুলো দিয়ে থাক্‌তে হবে গো!

ললিতা। ওগো বিশাখা, তা না হয় হ'ল গো, কিন্তু কুটিলে যদি আয়ানকে কু-মতলব দিয়ে মার খাওয়ায় গো, তা' হ'লে কি হবে গো?

বিশাখা। ওগো ললিতে! আয়ান গোঁয়ার হ'লেও অতখানি হঁসো কি মুযো নয় গো, স্ত্রীর গায়ে সে কখন হাত তুল্‌বে না গো!

ললিতা। ওগো বিশাখা! আমি যদির কথা বল্‌ছি গো!

বিশাখা। ওগো ললিতে! যদির কথা হ'লে, সেই যে চল্‌তি কথায় বলে, 'পিঠ করেছি কুলো, যত কিলুতে পার কিলোও'—তাই কর্‌তে হবে গো!

ললিতা। আচ্ছা গো, সে যখন যেমন, তখন তেমন দেখা যাবে গো! এখন ঘরে যাই চল গো!

বিশাখা। হ্যাঁ গো শ্রীমতি! তাই চল গো, তার পর ক্ষেত্র বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে গো! এখন এস গো!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

পথ।

বৃন্দা ও শ্রীদাম, সুদামাদি রাখালগণের প্রবেশ।

বৃন্দা। ওগো শ্রীদাম!

শ্রীদাম। কেন গো বৃন্দে, কি বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো, আমাদের রাম-কৃষ্ণ নাকি মথুরায় যাবে গো?

শ্রীদাম। হাঁ গো বৃন্দে! তাই ত শুন্‌ছি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীদাম! কি শুনেছ বল না গো?

শ্রীদাম। শুন্‌ছি রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে মথুরার রাজা নাকি রথ পাঠিয়েছে গো!

সুবল। ওগো বৃন্দে! শুধু রাম কৃষ্ণ নয় গো, ব্রজবাসী সকলের সঙ্গে সবান্ধবে সপুত্র নন্দরাজও যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন গো!

বৃন্দা। ওগো সুবল! কংসরাজার এ নিমন্ত্রণ কিসের জন্য বল্‌তে পার গো?

সুবল। ওগো বৃন্দে! রাজা নাকি ধনুক-যজ্ঞ কর্‌বেন, তাই প্রজাদের সম্ভাষণ করেছেন গো!

বৃন্দা। ওগো সুবল! সম্ভাষণ ক'রে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে হয় ত রাম-কৃষ্ণকে বিনাশনও কর্‌তে পারে গো?

সুবল। ওগো বৃন্দে! তুমি যা বল্‌ছ, সে মতলবও তার থাক্‌তে পারে গো; কৃষ্ণের ব্রজবাস-কালে রাজা কত দৈত্য-দানব পাঠিয়ে কিছু কর্‌তে পারে নি, রাম-কৃষ্ণ দৈত্য বধ করেছে, হয় ত তারই শোধ তুলতে

নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে গো, ধনুক-যজ্ঞিটা কেবল উপলক্ষ হ'তে পারে গো !

বৃন্দা। ওহে সুবল ! তোমার এ সু বোল আমি খুব মানি গো, তাই আমি বলি—শত্রুর বন্ধুত্বে বিশ্বাস করা অনুচিত গো !

গীত।

সুবল রে সু-বোল বলিলি তুই সময়োচিত।
শত্রুর রীত বিপরীত, হিতাহিত তার বোঝা উচিত ॥
ব্রজে রাম-কৃষ্ণ দুইজন, বধ করেছে দৈত্য দুর্জ্জন,
শুনি কংস অসজ্জন, দিবে শাস্তি সমুচিত ॥
ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষ, কৃষ্ণে নাশ মূল লক্ষ্য,
মনের ভাব তার অলক্ষ্য, বিপক্ষে বিশ্বাস অনুচিত ॥

দাম। বলি, ওগো বৃন্দে দূতি ! আমাদের ব্রজের কানাই মথুরায় যাবে কেন গো ?

বসু। ওগো দূতি ! নেমন্তন্ন রাখ্‌তে আর আর সবাই যাক্ গো, আমরা রাম-কৃষ্ণকে সেখানে যেতে দিব না গো !

শ্রীদাম। ওহে বসুদাম, এ তোমার ছেলেমানুষী কথা গো।

বৃন্দা। ওগো শ্রীদাম ; দাম ছেলেমানুষ হ'লেও কথাটা ছেলেমানুষের মত বলে নাই, পাকা কথাই বলেছে গো! রাম-কৃষ্ণের প্রতি সম্প্রতি কংস ভূপতি যেমন দুষ্টমতি, তাতে আমিও বলি—রাম-কৃষ্ণের এ সময়ে মথুরা না যাওয়াই ভাল গো !

সুবল। ওগো বৃন্দে, রাম-কৃষ্ণ মথুরায় গেলে আমাদের কি ক'রে চল্‌বে গো ? ব্রজের সকলেই যে, রাম-কৃষ্ণ-অন্ত প্রাণ গো ! তাদিগে না দেখ্‌লে একটা গরুও মাঠে চর্‌তে যাবে না—একগাছি ঘাসও তারা ছিঁড়ে

খাবে না গো! শুক শারী কেঁদে সারা হবে—যমুনার মন্দ গতি হবে গো! গোপ-গোপীরা কৃষ্ণহারা হ'লে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে থাক্‌বে গো! রসময়ী রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাই, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণে বাঁচ্‌বে না গো! আমরাও সাহস-হারা হব গো! তাই বল্‌ছি কৃষ্ণকে ব্রজ হ'তে যেতে দেওয়া হবে না গো!

গীত।

দিব না দিব না যেতে, রাম-কৃষ্ণে সেই মথুরাতে।
নিমন্ত্রণে নাহি গেলে, যা হয় হবে বরাতে॥
কৃষ্ণ মোদের দেহের জীবন ব্রজবাসিগণের জীবন,
আমরা সবাই আজীবন, চাই কৃষ্ণের সনে বেড়াতে॥
সে গেলে কাল মথুরায়, রাই যদি হায় প্রাণ হারায়,
কে তারে বাঁচাবে ত্বরায়, এমন কে আছে এই ধরাতে
রাখিতে রাজার মান, নন্দরাজা মথুরায় যান,
আমরা করি অবস্থান, এই ব্রজ মাঝারেতে ;—
দাস গোবিন্দ সদা চায়, পাইতে স্থান গোবিন্দের পায়॥
নিদানে গোবিন্দ, কৃপায় পারে যদি তরাতে॥

বৃন্দা। ওগো সুবল! তোমরা যেমন কৃষ্ণকে ভালবাস গো, আমরাও তাকে তেমনি ভালবাসি গো! নৈলে কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়ে কালার কুঞ্জে রাত জাগ্‌ব কেন গো? কৃষ্ণ-বিলাসিনী মানিনী রাই কৃষ্ণকে একদণ্ড না দেখ্‌লে কত ছলে যমুনায় যায় গো! সে কি কৃষ্ণ-বিরহে প্রাণ ধ'রে থাকতে পারবে গো? এক কৃষ্ণের অভাবে যখন ব্রজের ঘরে ঘরে এমন বিপত্তি দেখা দেবে, তখন কৃষ্ণ যাতে মথুরায় যেতে না পারে, আমরা তারই চেষ্টা করি এস গো! গোপরাজ ও নন্দরাণীকে বলিগে চল —রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠিয়ে দিতে পাবে না গো!

সুবল। ওগো বৃন্দে, আমরা ত সব আমাদের কথাই বল্‌ছি গো। কিন্তু সেই অক্রুর মুনি যে কংসরাজের নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে এখানে এসেছে গো, তখন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে কি নন্দরাজ তার ওপরওয়ালা রাজার মানহানি কর্‌তে পার্‌বে গো?

শ্রীদাম। ওগো, শুধু রাম-কৃষ্ণই ত নেমন্তন্ন পায় নি গো, ব্রজবাসী সকলেরই আহ্বান হয়েছে গো! ব্রজবাসীরা মথুরার রাজার প্রজা। প্রজা হ'য়ে কি তারা রাজার যজ্ঞে না গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে গো! কাজেই রাম-কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়েই সকলকে যেতে হবে। না গেলে রাজার ভয় আছে গো, রাজ-ভয় বড় ভয় গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীদাম, রাজ-ভয় যে বড় ভয়; তা আমিও জানি গো!

শ্রীদাম। ওগো বৃন্দে! তুমি কি জান বল না শুনি গো!

বৃন্দা। ওহে শ্রীদাম, তবে বলি শোন গো।—

গীত।

ওহে শ্রীদাম, এ জগতে আছে যত ভয়।
চোরের ভয়, বাঘের ভয়, জলের ভয়, আগুনের ভয়,
সাপের ভয়, শত্রুর ভয়, তার উপর ভয় রাজ-ভয়॥
যে রাজা দেয় অভয়, যার সাহসে প্রজা নির্ভয়,
শত্রু হ'য়ে দেখালে ভয় রাজ-ভয় হয় বিষম ভয়॥
ইহকালে রাজার ভয়, পরকালে শমনের ভয়,
এ দুই ভয় সমান ভয়, দাস গোবিন্দের মনের ভয়॥

ললিতা, বিশাখা প্রভৃতির প্রবেশ।

ললিতা। ওগো বৃন্দে! তবে কি এই রাজ-ভয়ে আমাদের কৃষ্ণ বিচ্ছেদের ভয় সইতে হবে নাকি গো?

সুবল। ওগো ললিতে! সে কথা আর বল্‌তে হবে কেন গো? কৃষ্ণ যদি রাজ-ভয়ে মথুরায় যায়, তবে আমাদের বিরহ-ভয় সইতে হবে বৈকি গো!

ললিতা। ওহে সুবল! আমরা তা ত পার্‌ব না গো! তোমরা কৃষ্ণের সঙ্গে যাবে, ব্রজবাসিগণও সঙ্গে যাবে গো, কিন্তু আমরা যে কৃষ্ণহীন ব্রজে থাক্‌তে পার্‌ব না, তার উপায় কি হবে গো?

সুবল। ওগো ললিতে! তার উপায় তোমার-আমার কাছে নিরুপায় গো! রাজরাণী যা কর্‌বেন, তাই উপায় গো! ভগবান্ যা কর্‌বেন, তাই উপায় গো! নতুবা সবই ত অনুপায় দেখি গো!

বিশাখা। ওগো সুবল! আমরা যদি মা যশোদা রোহিণীর কাছে কংসের শক্রতা বুঝিয়ে দিয়ে রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাবার অমত কর্‌তে বলি, তা হ'লে কি হবে গো?

সুবল। ওগো বিশাখা! তাঁরা তা শুন্‌লে কি হবে গো! সমাজের ব্যাভারে গোয়ালা হ'য়ে গোপরাজ নন্দ কি তা পার্‌বেন গো? তা'তে পরমবৈষ্ণব মহামুনি অক্রূর রথ নিয়ে এসেছেন, তিনি বসুদেবের ভাই, বসুদেব আবার গোপরাজের বন্ধু। গোপরাজ কি বন্ধুর ভা'য়ের অপমান কর্‌তে পার্‌বেন গো?

ললিতা। ওগো সুবল! মুনির অপমান কেন হবে গো! আর আর সবাই ত যাবে গো?

সুবল। ওগো ললিতে! আর আর কেউ না গেলেও তিনি রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে যাবেন ব'লেই ত এসেছেন গো!

বৃন্দা। ওঃ! তা হ'লে সে অক্রূর মুনি নয়, ক্রূর মুনি গো! আমাদের ব্রজের শ্রেষ্ঠ ধন রাম-কৃষ্ণ ধনে নিয়ে গিয়ে যে ব্রজবাসীদের নিধন কর্‌তে চায় গো, সে মুনি নয়—সে চোর গো!

গীত।

কে বলে তায় অক্রুর মুনি, ক্রুর মুনি সে, সাধু নয়।
মনে মনে অনুমান হয়, চোর সে মুনি সুনিশ্চয়॥
ব্রজধামে এসেছেন মুনি, নিতে রাম-কৃষ্ণ-মণি,
হারাইয়ে নয়ন-মণি, রমণী মনই কেমনই রয়॥
শ্বেতমণি আর নীলমণি, এসে যদি নিল মুনি,
ছেড়ে কি দিব এমনই, অমনি অমনি এমন মণি ;—
দাস গোবিন্দের জীবন-মণি, হরিলে সেই মহামুনি,
নিদানে প্রমাদ মানি, অনুমানি কালের ভয়॥

ললিতা। ওগো বৃন্দে! তবে কি আমাদের কৃষ্ণ-বিরহ সহ্য ক'রে থাক্‌তে হবে গো?

বৃন্দা। হাঁ গো ললিতে! তা সইতে হবে বৈকি গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! প্রাণ-সখার অদর্শন যে, বড় জ্বালা দেয় গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! শ্যাম-প্রেমের আশা করলে এমন জ্বালা মাঝে মাঝে সইতে হবে বৈকি গো!

সুবল। ওগো বৃন্দে! আমরা এ জ্বালা সইব না গো! মথুরার রাজা রাম-কৃষ্ণকে মার্‌বার জন্য কত দৈত্য পাঠালে, কেউ আমাদের রাম-কৃষ্ণের কিছু করতে পার্‌লে না দেখে, এখন ছলে যজ্ঞির নিমন্ত্রণ দিয়ে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে গো! তারা সেখানে গেলে যে বিপদে পড়্‌বে, এ কথা কে না বল্‌বে গো? আমরা কিছুতেই ওদের মথুরা যেতে দিব না গো।

শ্রীদাম। ওগো সুবল! তুমি ত বল্‌ছ—রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় যেতে দিবে না, কিন্তু ভাই! রাম-কৃষ্ণ যদি নিজে যেতে ইচ্ছা করে, তবে তাদের আট্‌কাবে কে গো?

দাম। ওগো শ্রীদাম! তারা যদি নিজে ইচ্ছা ক'রে যায় গো, তবে তাদের সঙ্গে আমরাও মথুরায় যাব গো! কৃষ্ণ ছাড়া হ'য়ে একদণ্ডও যে, আমরা থাক্‌তে পারি না গো! কৃষ্ণ যে আমাদের নয়ন-তারা গো!

গীত।

[illegible] মোদের নয়ন তারা,
তাঁরে ছেড়ে দিব কেমনে।
কৃষ্ণ বিনে এই বৃন্দাবনে
থাকি আমরা ক্ষুণ্ণ মনে॥
আমরা জানি না কৃষ্ণ বই,
কৃষ্ণের সঙ্গে সদাই যে রই,
আমরা কৃষ্ণছাড়া কখন নই,
বেড়াই গোচারণে বনে বনে॥
কৃষ্ণ যদি যায় মথুরায়,
তবে তুষ্ট হবে সেই মুখরায়,
কুটিলে জটিলে হায় কহিবে কুবচনে;—
শ্যাম গেল, আপদ্ গেল,
ব্রজনারী নিরাপদ্ হ'ল.
দাস গোবিন্দ কৃষ্ণ বল,
যদি ফাঁকি দিবে শমনে॥

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। ভগবান্ নেই—ভগবান্ নেই? বেশ হয়েছে গো, খাসা হয়েছে! যেমন বাড়্ বেড়ে উঠেছিল, তেমনি থোঁতা মুখ ভোঁতা হ'য়ে

গেছে গো ! এতদিনে আমাদের কাঁটা দূর হবে—দাদা আমার সোয়াস্তি পাবে —বৌ পোড়ার মুখীর দেমাক্ ভাঙ্গ্‌বে। কেষ্টা এইবার মধুপুর ছাড়া হ'য়ে মথুরায় যাচ্ছে গো ! এইবার বাঁশীর জ্বালার হাত এড়ান' যাবে গো ! শুনেছি নাকি কংসরাজা ঐ ছেলে দুটোকে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞিতে বলি দেবে ! কি আমোদ গো, কি আমোদ ! যশোদা রোহিণী মড়া-কান্না তুলেছে—মুনি ঠাকুরও না-ছোড়-বান্দা হ'য়ে বসেছেন—নন্দ গয়লা জিদ্ ধরেছে, মানীর মান নষ্ট করা হবে না। এখন ছেলে দুটো সেখানে গেলেই হয়, কেবল তাদের রথে তুল্‌তে যা দেরি গো ! তা হ'লেই রাখালগুলোর বিষ-দাঁত ভাঙ্গ্‌ব—ছুঁড়ীগুলোর যুগল-মিলন ঘুচ্‌বে—আর আমাদের গায়েও বাতাস লাগ্‌বে গো ! দাদা আমার এইবার বৌ নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর্‌তে পার্‌বে গো। দোহাই গো মা কালি ! কেষ্টা যদি মথুরা হ'তে না আর ফির্‌তে পারে, তা হ'লে তোমায় খুশী ক'রে পূজা দিব গো মা !

গীত।

ওমা কালী, ঘুচাও কালি,
আমাদের এই মনের কালি।
এরা যদি যায় গো কালই,
তোমার পূজা দিব ও মা কালী ॥
কালা কুলে দিলে কালি,
রাখ কুল তুমি গো কালী,
এমন কালি চিরকালই
স'য়ে স'য়ে পাই নাকালি ॥
কেষ্টা বনে হয় গো কালী,
রাধা চায় সেই কৃষ্ণকালী,
দাস গোবিন্দের পড়্‌ল কালি,
ইহকালই কি পরকালই ॥

বৃন্দা। ওগো কুটিলে দিদি! আজ যে তোমার বেজায় আমোদ গো!

কুটিলা। এই যে গো বৃন্দে! তোরা আবার এখানেও এসে জমেছিস্ যে গো? তোরা সব ঘটেই আছিস্, দেখ্ছি গো!

বৃন্দা। হ্যাঁ গো কুটিলে দিদি! আমরা সব ঘটেই আছি গো!

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! তোরা কোন্ কোন্ ঘটে থাকিস্ গো?

বৃন্দা। কুটিলে দিদি গো! এখানে যখন যেখানে যা ঘ'টে, আমরা সেই সব ঘটেই থাকি গো!

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! এই বৃন্দাবনে কত সব ঘটনা ঘটে, তোরা কি তার সব ঘটেই আছিস্ নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো কুটিলে দিদি! আমরা যে ঘটে না ঘটি, সে ঘটে কোন্ ঘটনা ঘটে, তা জান কি গো?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! তোরা যে ঘটে না থাকিস্, সে ঘটে কি ঘটে গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! তবে বলি শোন গো—

গীত।

যে ঘটে না রই আমরা, সে ঘটে দুর্ঘট ঘটে।
অষ্ট সখী নাই যে ঘটে সে ঘটে না গোবিন্দ ঘটে,
কত অঘটন ঘটে, যদি ঘটে ঘটে সে নাহি ঘটে॥
যে আছে জীবের হৃদয়-ঘটে,
আমরা ঘটি তার ঘটন ঘটে,
জগতে যত ঘটনা ঘটে,
সব ঘটেই সেই কৃষ্ণ ঘটে॥

এল বারি ছিদ্রঘটে,
জান কেন সে ঘটন ঘটে,
অসতী তায় সতী ঘটে,
কুবুদ্ধি সুবুদ্ধি ঘটে।
দাস গোবিন্দের মানস-ঘটে
ঘটে গোবিন্দ বিশ্বঘটে ॥

কুটিলা। ও বাবা! তোরা সব এত ঘটের ঘটী? তা হ'লে আমাদের বৌয়ের নটঘটীরও ঘটী বল্ গো?

বৃন্দা। ওগো কুটিলে! সে কথা আমরা বল্‌বার আগেই তা তোমরা সব বলাবলি করেছ, ঘটন অঘটন আমরাই সংঘটন করি? তা দশের মুখে যেটা রটে, সেটা সবটা না হ'লেও কতকটা বটে গো! তুমি যে কথা বল্‌ছ, সে ঘটেও আমরা ঘটি বটে গো!

কুটিলা। ওগো বৃন্দে; এইবার তোদের ঘটঘটি নটঘটী-ঘটাঘটি সব ঘুচ্‌বে গো! যা ঘটাবি গো, তা এইবার ঘটিয়ে নে। আর কেষ্টা যদি এখন এখানে থাকে ত দেখিয়ে দে গো! আমি তাকেই খুঁজ্‌তে এসেছি গো!

সুবল। কেন গো কুটিলে দিদি! কেষ্টকে খুঁজ্‌তে তুমি এসেছ কেন গো?

কুটিলা। ওরে সুবলো! সে কথা আর তোকে কি বল্‌ব বল্ গো, আমার কেষ্টাকে দরকার আছে, তাই খুঁজ্‌তে এসেছি গো!

সুবল। ওগো কুটিলের কেষ্ট খোঁজা কেন গো? বলি কেষ্টকে আবার কুটিলের কি দরকার গো?

কুটিলা। কেন রে সুবলো! কুটিলে কি কেষ্ট খুঁজ্‌তে জানে না নাকি গো?

সুবল। বেশ গো, জান ত তাকে খুঁজে বের্ কর না গো ;

কুটিলা। ওরে এখন ঠাট্ রাখ্, কেষ্টা কোথা তাই আমায় দেখিয়ে দে !

সুবল। ওগো, তোমাকে কেষ্ট দেখান আমাদের বড় কষ্ট গো !

কুটিলা। ওরে সুব্‌লো ! আমি কি নিজের দরকারে এসেছি, তাই আমাকে কেষ্ট দেখাবি না ?

বৃন্দা। ওগো দিদি ! তোমার নিজের দরকার নয়, তবে আবার কার দরকার গো ?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে ! এ দরকার নন্দ ঘোষের গো ! তাই ত বল্‌ছি, কেষ্টাকে দেখিয়ে দেও গো, আমি গোপরাজের কাছে নিয়ে যাই গো !

বিশাখা। ওগো ! কৃষ্ণ ত এখানে নেই গো !

কুটিলা। ওগো বিশাখা ! কেষ্টা এখানেও নেই ত গেল কোথা গো ? কোনখানে লুকিয়ে পড়েছে নাকি গো ? তাদের যে যজ্ঞি দেখ্‌তে মথুরার রাজবাড়ীতে যেতে হবে গো ! তাই ত নন্দ-দাদা তাকে ডাক্‌তে আমায় পাঠিয়ে দিলে গো !

সুবল। ওগো কুটিলে ! সে তোমার ডাকেও যাবে না, আর মথুরার যজ্ঞ দেখ্‌তেও যাবে না গো !

কুটিলা। ওরে সুব্‌লো ! সে গুড়ে বালি রে, সে গুড়ে বালি ! তা আর হচ্ছে না—ওদিকে সব ঠিক ঠাক্ ! পাকা কথা হ'য়ে গেছে ! তা আর নড়চড়্ হবার যো নেই গো ! গোপরাজ নিজে ব'সে থেকে কথা ক'য়ে তবে আমাকে পাঠিয়েছেন, তাই ত খুঁজ্‌ছি। নৈলে কেষ্টাকে আবার আমার দরকার কি রে ? এখন বল্ ত দেখি, সুবল ! কেষ্ট কোন্‌দিকে গেল ?

সুবল। সে আর কোথা যাবে গো ? যেখানে থাকে. সেইখানেই আছে গো !

কুটিলা। ওগো, বৃন্দে! তবে কি তোরা কেষ্টাকে লুকিয়ে ফেল্‌লি নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো কুটিলে! কৃষ্ণকে লুকিয়ে রাখ্‌তে কি আমরা পারি গো? সে যে প্রকাশ্যের ধন, তাকে লুকাবার যো কি গো! জগতের যত লুকোচুরি, সবই যে তারই খেলা গো! সে যে লুকোলুকি করতে ভালবাসে গো! সে যখন নিজে লুকোয়, কেউ তা টের পায় না গো! সেই আমাদের লুকিয়ে নিয়ে সব কাজ ক'রে বেড়ায় গো; কিন্তু আমরা তাকে মোটেই লুকুতে পারি নে গো! যা করি, কিছুই তার কাছে লুকাবার নয়! কেউ কখন তাকে লুকাতে পারে নি, তা আমরা পার্‌ব কি ক'রে গো?

গীত।

শোন কুটিলে বলি তোরে, কৃষ্ণকে কে লুকাতে পারে।
যেখানে যে লুকাতে পারে, কৃষ্ণ তাকে লুকাতে পারে॥
দেখ এই ব্রজপুরে, কত লুকোচুরি খেলা করে,
কেউ কৃষ্ণের অগোচরে কভু কি লুকাতে পারে॥
এ বিশ্বের পরপারে, জীবে রূপ লুকাতে পারে,
কে যেতে পারে সেই পারে, কৃষ্ণ যারে লয় না পারে॥
যে যখন পড়ে অপারে, কৃষ্ণ তারে রাখিতে পারে,
দাস গোবিন্দের ভব-পারে পাই যেন কৃষ্ণ-কৃপারে॥

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! সে কোথা গেছে, তোরাই তা ঠিক জানিস্‌ গো!

বিশাখা। ওগো কুটিলে! আমরা যদি জানি, তবে তোমায় বল্‌ব না গো!

সুবল। ওগো, বল্‌ব না ত কি? ওকে ভয় কর্‌ব নাকি গো! কেষ্ট বোধ হয়, তোমাদের বাড়ীর দিকেই গিয়েছে গো!

কুটিলা। য়্যাঁ! বলিস্ কি রে সুব্‌লো, তাই নাকি রে?

সুবল। হাঁ কুটিলে! তাই ঠিক গো—সে রাধার কাছে গেছে গো!

কুটিলা। বটে নাকি রে? তবে ত আমায় এখনই যেতে হয়েছে রে!

সুবল। ওগো কুটিলে! সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে গো?

কুটিলা। ওরে সুবল! কষ্টাকে খুঁজে বের্ ক'রে নন্দ ঘোষের কাছে ধ'রে এনে দিব রে!

বৃন্দা। ওগো কুটিলে! তাকে দেখ্‌তেই পাবে না, তা ধর্‌বে কি গো? তোমাদের বৌ যে, তাকে লুকিয়ে রাখ্‌তে জানে গো! সেদিন কেষ্টাকে কেমন লুকিয়ে তোমাদের সাম্‌নে কালী দেখিয়ে দিয়েছিল, মনে আছে ত গো? যে ফুটো কলসীতে তোমরা জল আন্‌তে পার্‌লে না, তোমাদের বৌ কেমন সেই কলসীর ফুটো লুকিয়ে দিয়ে তাতে জল এনেছিল, তা মনে আছে ত গো? তাই বল্‌ছি—তোমাদের বৌয়ের কাছে কৃষ্ণ গেলে, রাধা তার রূপ লুকিয়ে দিয়ে তোমাদের চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দেবে গো!

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! সে লুকোচুরিতে আমি ভোল্‌বার বেটী নই গো! এই দেখ না, সেখানে গিয়ে—তাকে ধ'রে এনে—জন্মের মত আপদ্ বিদেয় ক'রে আসি গো!

বৃন্দা। ওগো কুটিলে দিদি! কৃষ্ণ তোমাদের আপদ্ হ'লেও আপামর সবাই যে, তার পদ-পূজা করে গো! ব্রজের যত বিপদ্, কৃষ্ণই যে সব নিরাপদ্ করে গো! এমন কি, এ জগতের সম্পদ্-বিপদ্ যত রকম পদ আছে, সব পদই যে, তার পদে জন্মায়—মরে গো! তাকে আপদ্ ভেবে নিজের বিপদ্ নিজে ডেকে নিয়ো না গো!

গীত ।

কৃষ্ণ ভেবো না আপদ, ডেকো না আপনার বিপদ।
বিপদ-বারণ কৃষ্ণ পদ ভবের জীবের সম্পদ ॥
শিব ভাবে যার শ্রীপদ, ব্রহ্মার বুকে যে রাতুল পদ,
শুক নারদ নিরাপদ, স্মরণ করি গোবিন্দের পদ ॥
পক্ষ শেষে হয় প্রতিপদ, প্রতি পক্ষে রয় প্রতিপদ,
তেমনি সে কৃষ্ণের পদ, বিনাশে আপদ-বিপদ ॥
যার লক্ষ্য কমলাক্ষ পদ, পায় সে মুক্তিপদ মোক্ষপদ,
দাস গোবিন্দের গোবিন্দপদ নিদানে ভবারাধ্য পদ ॥

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! তোর গোবিন্দের ঘুর্‌ঘুরুণী আজ মর্‌বে গো! দেখ্‌বি ত আয় না গো, আমার সঙ্গে আয় না। আমি চল্‌লেম, আর থাক্‌তে পারি নে গো!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো শ্রীদাম! কুটিলে গিয়ে শ্রীমতীকে নিয়ে কি রঙ্গ করে, আমরা দেখি গে যাই গো! তোমরা কৃষ্ণকে যেন মথুরা যেতে দিও না গো!

শ্রীদাম। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণ কি কারু কথা শুন্‌বে গো? তার যা ইচ্ছা হবে, সে তাই কর্‌বে গো! এখন চল—আমরাও সেই যমুনার ধারে গিয়ে ক্রুর অক্রুরের রথ দেখে আসি গে চল।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

ব্রজের পথে।

অক্রূরের প্রবেশ।

অক্রূর।—

গীত।

মথুরা হ'তে শূন্য রথে এসেছি হে বৃন্দাবনে।
কর পূর্ণরথ মনোরথ ধন্য কর জীবনে ॥
(একবার এস—এস হে)
(রথী-শূন্য, শূন্য রথে একবার এস—এস হে)
(দুটি ভাই একটি হ'য়ে একবার এস—এস হে) ॥
আমি অতি প্রেমহীন, সাধন-ভজন-বিহীন,
ভক্তিহীন ভাবহীন, জ্ঞানহীন নয়নহীন,
দাস গোবিন্দ শক্তিহীন, প্রাণ-গোবিন্দ দরশনে ॥
(তোমার নামের গুণে দেখা দেও হে)
(আমি গুণহীন জ্ঞানহীন অতি—দেখা দেও হে)
কত আশা ক'রে, এসেছি এ ব্রজপুরে,
জান না কি হরি মনে মনে।
ওহে জগদীষ্ট কৃষ্ণ, মাতা পিতায় তুষ্ট,
কর কৃষ্ণ কারা-মোচনে

(তাদের কষ্ট দেখে পাষাণ ফাটে হে)
(তোমার দয়াময় নাম কেন বলে হে)
(নিষ্ঠুর পাষাণ প্রাণ ফাটে না--ফাটে না হে)
সুস্থ কর মাতা পিতায় পুত্রের জীবনে ॥

ব্রজ-বালকগণের প্রবেশ।

১ম বালক। ওরে দেখ্ দেখ্—ওটা কি রে!

২য় বালক। তাই ত রে ভাই, ওটা কি বল্ দেখি?

৩য় বালক। ওরে ভাই! ওটা বোধ হয় ঘোড়গাড়ী রে!

৪র্থ বালক। তাই হবে রে, তাই হবে। দেখ্ছিস্ না ঘোড়া জোড়া রয়েছে?

১ম বালক। না রে, না, ওটা ঘোড়-গাড়ী হবে কেন রে, ওটা আর কিছু হবে।

২য় বালক। ঐ যে দেড়ে-মিন্সেটা রয়েছে, ঐ বোধ হয়, এটাকে এনেছে রে!

৩য় বালক। ওটার নামটা কি, ঐ দেড়ে-মশায়কে জিজ্ঞেস্ কর্ না, ভাই!

৪র্থ বালক। বলি, ওগো দেড়ে-মশায়! এটার নাম কি গো?

অক্রূর। [স্বগত] আহা ব্রজবালকদের কি মিষ্ট কথা! এমন জ্ঞান না হ'লে এরা সব কৃষ্ণের সহচর হবে কেন গো? আমাকে দেড়ে ব'লে সম্বোধন করেছে। তা সত্যই ত আমি দেড়ে বটি গো! আমার অন্তরের পরমাত্মা গোটা একটা—আর আমি আধখানা। কেন না আমি অর্দ্ধাঙ্গিণী গ্রহণ করি নাই। তা হ'লে আমি দেড়েই বটে! কিন্তু ভাবের ভাবুক ব্রজ-রাখালগণ আজ আমায় প্রথম আলাপেই মুগ্ধ করেছে!

১ম বালক। ওরে ভাই, কথা কয় না যে রে!

২য় বালক। তবে হয় ত বোবা হবে রে ভাই!

৩য় বালক। না রে, না; বোধ হয় কানে শোনে না।

৪র্থ বালক। ওগো দেড়ে-ঠাকুর! ভাব্ছ না দেখ্ছ—কি কর্ছ গো? ওটার নাম কি বল না গো!

অক্রূর। হাঁ হে বালকগণ! তোমরা বোধ হয়, ব্রজের রাখাল? তা না হ'লে এমন রূপ কি যার-তার হ'তে পারে গো! ভগবানের ভক্ত কি না, তাই মূর্ত্তিও সব সেই ভগবানের মত!

১ম বালক। ওরে ভাই, এ যে আপন মনে কথা কয় রে! এ তবে পাগল না কি রে?

২য় বালক। ওগো বাবাজী! তুমি পাগল নাকি গো?

অক্রূর। ওহে বালক! আগে ত পাগল ছিলেম না, তবে এখানে এসে মাথাটা গুলিয়ে গিয়ে বোধ হয়, পাগল হ'তেও পারি।

৩য় বালক। বলি, ওগো মশাই! ঐ যে লম্বা চুড়ো—ঐ চক্‌চকেটা ঘোড়ায় টান্ছে, ওটা কার গো?

অক্রূর। ওহে বালক! ওটি মথুরার রাজা কংসের!

১ম বালক। ওটার নাম কি গো?

অক্রূর। বালকগণ! ওটার নাম রথ।

২য় বালক। রথ, তা এখানে কে আন্লে গো?

অক্রূর। ওহে বালক! ও রথ আমিই এখানে এনেছি।

৩য় বালক। ওতে কি হবে গো?

অক্রূর। ওতে রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে হবে।

৪র্থ বালক। কোথায় নিয়ে যেতে হবে গো?

অক্রূর। ওহে বালকগণ! মথুরায় যেতে হবে—মথুরায়!

১ম বালক। কেন গো, মথুরায় কেন গো

অক্রূর। মহারাজের যজ্ঞিতে তাদের নিমন্ত্রন্ন হয়েছে।

২য় বালক। ওঃ! তাই বল? তুমি কংসের দূত দত্যি? যজ্ঞির জন্যে ছেলে ধর্‌তে এসেছ বুঝি, কেমন গো? ওরে ভাই! সব পালিয়ে চল্, সকলকে গিয়ে বলি গে—রাম-কৃষ্ণকে চুরি কর্‌তে বৃন্দাবনে ছেলে-ধরা এসেছে গো!

বালকগণ।—

গীত।

পালা—পালা—পালা, দেশে ছেলে-ধরা এসেছে।
বৈষ্ণব সেজে ভণ্ড বেটা দত্যি দেশে ঢুকেছে॥
সাম্‌লা সবাই ছেলে-পিলে, রাজা যজ্ঞি করেছে,
সে যজ্ঞিতে দেবে বলি, তাই ছেলে ধর্‌তে বেরিয়েছে,
ওই দেড়ে বেটা বেজায় ঠেঁটা, ওটায় কংসরাজা পাঠিয়েছে।

[প্রস্থান।

অক্রূর। আহা! এই সব ব্রজভাবের ভাবুকদিগে ফাঁকি দিয়ে ব্রজের ধন রাম-কৃষ্ণ ধনে মথুরায় নিয়ে যেতে হবে! সে যে কত বাধা, তা কে জানে? কিন্তু আর সেখানে না নিয়ে গেলেও ত চলে না। কংস-কারাগারে দেবকী বসুদেব আর উগ্রসেনের কান্নায় পাষাণ ফেটে যাচ্ছে। তাই পাষাণের পাষাণ কৃষ্ণকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। তা সে পাষাণ কি সহজে সেখানে যাবে?

গীত।

কোথায় হে কৃষ্ণ-কিশোর, আর থেকো না হ'য়ে পাষাণ।
মাতাপিতার দুঃখ নাশিতে কর ব্রজের খেলার অবসান॥

নাই কি হে তোমার আসান্
এমন পাষাণ তুমি পাষাণ,
তোমার পিতা মাতার বুকে পাষাণ,
দিলে কংস হ'য়ে পাষাণ ॥
যার তরে সে দেব ঈশান,
সার করেছেন সেই শ্মশান,
যার নামে তার বাজে বিষাণ,
সেই গোবিন্দ নিজে পাষাণ ॥

নন্দের প্রবেশ ।

নন্দ। ওগো মুনিবর! প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! তুমি ভাগ্যবান্ গো, তাই ভগবান্ তোমায় এমন পুত্রধনে ধনী করেছেন গো!

নন্দ। না গো মুনি-ঠাকুর। আমি অতি দুর্ভাগা গো!

অক্রূর। ওগো গোপরাজ। সে আক্ষেপ কর্‌তে নাই গো! তোমার ছেলে সামান্য ছেলে নয় গো! সে যে অসামান্য ধন গো! তাই কংসের যজ্ঞের জন্য সেই অসামান্য ধনে নিয়ে যেতে হচ্ছে গো! তুমি শোক ত্যাগ ক'রে সরল হ'য়ে আমার কথার উত্তর দেও গো!

নন্দ। ওগো, মুনি-ঠাকুর গো! কি উত্তর দিব গো? সে কথা যে, আমার মুখে আসে না গো!

অক্রূর। কেন গো, কি হ'ল গো? তবে কি ছেলে মথুরা পাঠাতে ইচ্ছা নাই নাকি গো?

নন্দ। না গো মুনিবর! বাছাদের কাছ-ছাড়া কর্‌তে মন হয় না গো! কংস রাজা যে বড় বদ্ গো!

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! কংস রাজা বদ্ হ'লেও তোমার কৃষ্ণকে সে বধ করতে পারবে না গো! বরং কৃষ্ণই সে বদ্‌কে বধ ক'রে আসবে গো! তার বধে তোমাদের কিছু বদ্ হবে না গো!

নন্দ। ওগো মুনিবর! রাম-কৃষ্ণকে বধ করতে কংসরাজা এখানে যে কত দৈত্য পাঠিয়েছিল গো!

অক্রূর। বলি, হাঁ গো গোপরাজ! সেই বদ্ কংসের বদ্ আদেশে যে এখানে রাম-কৃষ্ণকে বধ করতে এসেছিল গো, তারা সকলেই ত বদ্ বুদ্ধির দোষে বধ হয়েছে গো, তা'তে ভয় কি আছে গো!

গীত।

ওহে নন্দ সদাশয়, ক'রো না মনে সংশয়।
রাম-কৃষ্ণে দেও গো বিদায়, বিনয় করি মহাশয়॥
সেথা কংস দুরাশয়, লইতে বিভব বিষয়,
উগ্রসেনে বন্দী করে. এত পাপ কি ধর্ম্মে সয়,
গেলে ব্রজের যুগল তনয়, কংস ভয় যায় নিঃসংশয়॥

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! সেজন্য তোমার ভাবনা নেই গো! তোমার ছেলে কৃষ্ণ সামান্য নয় গো, সে স্বয়ং ভগবান্ গো!

নন্দ। ওগো মুনি-ঠাকুর! ও সব কি বলছেন গো? গোপাল আমার ভগবানের দেওয়া ধন গো, তাকে ভগবান্ বলছ কেন গো?

অক্রূর। হ্যাঁ গো গোপরাজ! তোমার ছেলে সত্যই ভগবান্ গো!

নন্দ। ওগো ঠাকুর! তোমার এ কথা আমি মানি না গো! কৃষ্ণ নন্দ গোয়ালার ছেলে, সে আবার ভগবান্ হবে কেন গো? আর তুমিও ও কথা ব'লো না, ঠাকুর, তা হ'লে গোপালের আমার অকল্যাণ হবে গো!

অক্রূর ওগো গোপরাজ! তোমার ছেলের অকল্যাণ কেউ করতে

পারে না গো! সে যে ভগবান্, তা তুমি বিশ্বাস করতে চাইছ না কেন গো?

নন্দ। না গো ঠাকুর! সে যে আমার ছেলে গো, তাকে কি আমি ভগবান্ ভাবতে পারি গো?

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! তোমার ছেলে যে, গোবর্দ্ধন-গিরি ধরেছিল গো!

নন্দ। হাঁ গো ঠাকুর! ইন্দ্ররাজের কোপে শিলাবৃষ্টির সময় বাঁ-হাতের ক'ড়ে আঙ্গুলে ক'রে সাতদিন সেই পাহাড় তুলে ধ'রে ব্রজের মানুষ, গরু, পশু পক্ষী সব বাঁচিয়েছে গো!

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! বালক হ'য়ে যে পলকে পুলকে কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্দ্ধন গিরি তুলে ধ'রে থাকতে পারে গো, সে গোলোক-আলোক, ত্রিলোকপালক ভগবান্ নয় ত কি গো?

নন্দ। ওগো মুনি-ঠাকুর! ভগবান্ ত সত্ত্বগুণের গো?

অক্রূর। হ্যাঁ গো গোপরাজ! ভগবান্ সত্ত্বগুণেরই বটে গো!

নন্দ। ওগো ঠাকুর! যার সত্ত্বগুণ, তার রং ত সাদা গো! কিন্তু কৃষ্ণ ত আমার সাদা নয়, সে যে কালো গো?

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! তোমার কৃষ্ণ সাদা না হ'য়ে কালো হয়েছেন কেন শুনবে গো? তবে শোন বলি—দেখ ভগবানের একটি নাম হরি। তা হৃ ধাতু হ'তেই হরি শব্দ গো। যে হরণ করে সেই হরি। তা হরি কি হরণ করেন? না—এই জগতের পাপ হরণ করেন! আর বিষ হরণ করেন ব'লে তাঁর নাম বিষ্ণু। তা পাপ আর বিষ দুই-ই নীল রং কিনা, তাই পাপ আর বিষ হরণ ক'রে ক'রে তোমার কৃষ্ণের সাদা রং কালো হ'য়ে গেছে গো; নৈলে কৃষ্ণ তোমার কালো নয়, সে চিরকালই সাদা গো!

গীত।

সত্ত্ব গুণের সাদা কৃষ্ণ রং ধরেছে এখন কালো।
জগতের সব কালো নিয়ে, কালো হয়েছে চিকণ কালো
পাপ কালো আর বিষ কালো,
জানা আছে তা চিরকাল,
তাদের কাল' কৃষ্ণ—কালো,
কালের কাল' সর্ব্বকাল' ॥
তমোগুণে শিবের বরণ,
কালো নয় সদা কি কারণ,
শোন বলি তার বিবরণ,
হ'য়ো না কথা বিস্মরণ ;—
শিবের মনের যত কালি
নিয়েছে সব কালা কালী,
কালোশশীকে দিয়ে কালি
সদাশিব হ'ল গো কালো ॥

নন্দ। ওগো মুনি ঠাকুর! তোমার ও সব ছেঁদো কথায় মন মানে না গো! রাম-কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়া ক'রে কোথাও যেতে দিতে পার্‌ব না গো!

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! সে কথা কি তোমার বলা সাজে গো? কংস যে, তোমার ওপরওয়ালা রাজা গো! সে যখন এত খাতির ক'রে তোমাদিগে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছে, তখন রাম-কৃষ্ণকে সেখানে না পাঠানো কি তোমার উচিত হবে গো?

নন্দ। ওগো ঠাকুর! আমি উচিত-অনুচিতের ধার ধারি না গো! মন হচ্ছে না ব'লে ছেলে পাঠালেম না, তাতে ক্ষতি কি হয়েছে গো?

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! ক্ষতি কি হবে, শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো—

গীত।

কংস হবে রুষ্টমতি তোমাদের প্রতি।
রাজা রুষ্ট হ'লে তোমার হবে গো ক্ষতি ॥
যার রাজ্যে কর বাস. দেখিতে তার যজ্ঞাবাস,
যাবে নীলবাস আর পীতবাস, কেন তাতে অসম্মতি ॥
দেখিলে সে রাম-কৃষ্ণ, রুষ্টভাব করিবে নষ্ট,
তুষ্ট হ'য়ে হবে আকৃষ্ট, সে নিকৃষ্ট মতি ;—
দাস গোবিন্দের আশ. পূরাও হে মনের অভিলাষ,
পীতবাস নাশ' ত্রাস, শমনবাস-দুর্গতি ॥

নন্দ। ওগো মুনি ঠাকুর! তুমি যতই বল গো, আমি প্রাণ ধ'রে আমার প্রাণকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাতে পার্‌ব না গো!

অক্রূর। ওগো গোপরাজ, আমার কথা শোন গো! রাম-কৃষ্ণকে সেখানে পাঠিয়ে দেও গো! তা নৈলে তোমার মিতে বসুদেবের কারা-কষ্ট মোচন হবে না গো!

নন্দ। ওগো মুনিঠাকুর! বার বার ও কথা ব'লো না গো! ঐ দেখ গো, যশোমতী কেমন পাগল-পারা হয়েছে দেখ গো! কৃষ্ণকে কেউ কি বিদায় দিতে পারে গো! কৃষ্ণ যে কি ধন, যে কৃষ্ণের মত ছেলে কখন কোলে পেয়েছে, সেই তা জানে গো! তুমি মুনি-মানুষ তা জান্‌বে কেমনে গো?

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! সে সব আমি জানি গো! তোমার ছেলের প্রাণবধ কর্‌তে পারে, এমন কেউ নেই গো মহারাজ! তোমার গোপালের শক্তি কি ভুলে যাচ্ছ গো! কালিয়-দমন—গোবর্দ্ধন-ধারণ—দৈত্যবধ, অতি শিশুকালে বিষ-মাখা-স্তন আকর্ষণে পুতনা বধ যার বাল্য-লীলা, তার জীবন বিনাশ কর্‌তে কংস কেন, মথুরায় যত মল্ল আছে, তাদের মধ্যে কেউ নাই গো! আমি বল্‌ছি—তুমি নির্ভয়ে রাম-কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় চল, রাজা রাম-কৃষ্ণকেই নিয়ে যেতে বলেছে গো, নিয়ে চল—কোন ভয় নেই গো!

নন্দ। ওগো মুনিঠাকুর! তারা দু'ভাই যে নন্দব্রজের আনন্দ গো! ব্রজছাড়া ক'রে তাদের কোথাও পাঠাতে সাহস করি না গো!

অক্রূর। ওগো গোপরাজ! সে সাহস কেন কর না গো?

নন্দ। ওগো মুনি গো! সে কেবল কংসরাজের ভয়ে গো! যাকে ভয় করি গো, সেই কিনা আমার ছোট ছোট ছেলে দু'টীকে নিয়ে যেতে বলেছে গো! এ কি বাবা হ'য়ে কেউ সাহস ক'রে পাঠাতে পারে গো?

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। কৈ গো, কৈ, সেই অক্রূর মুনি কোথায় গো?

অক্রূর। কেন গো মা যশোমতি! এই যে আমি এইখানেই রয়েছি গো!

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর! প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

অক্রূর। ওগো মা যশোদে! তোমায় কি আশীর্ব্বাদ কর্‌ব গো মা! কৃষ্ণকে তোমরা ছেলে পেয়েছ, তোমাদের জগতে কিসের অভাব আছে গো? তোমাদের জয়-জয়কার হয়েছে গো! তবে এখন এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কর গো! কেন—না কৃষ্ণের মাতা-পিতা হ'য়ে দীর্ঘজীবী হওয়াই সুখ গো!

গীত।

প্রাণকৃষ্ণে পেয়েছ কোলে, বেঁচে থাক দীর্ঘজীবনে।
কৃষ্ণ নয় সামান্য ধন গো, ভগবান্ তোমার ভবনে॥
কেন গো মা হতেছ কাতর,
রথে কৃষ্ণে তোল সত্বর,
সে গেলে মথুরা ভিতর
ভাল হবে জেনো মনে॥

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর গো! মা হ'য়ে কোন্ প্রাণে গোপালকে তোমার রথে তুলে মথুরায় পাঠাব গো? সেখানে কংস যে তার শত্রু আছে গো! মা কি কখন ছেলেকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে গো?

অক্রূর। ওগো মা যশোমতী গো! বিপদে নিরুপায় হ'লে তখন পেটের ছেলেকেও তার কালের মুখে তুলে দিতে হয় বৈকি গো। তা'তে যার কালপূর্ণ হয়, কালের তাকেই কাল কোলে পাঠিয়ে দেয় গো! আর যার কাল পূর্ণ হয় না, কাল তার কিছুই কর্‌তে পারে না গো! এ যে চিরকালকার কথা গো, তোমরা কি শোন নাই, বাছা?

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর! মা হ'য়ে ছেলেকে কালের কোলে তুলে দেয়, এমন মা ত কখন দেখি নি গো!

অক্রূর। ওগো মা, তুমি না দেখ্‌লেও আমি দেখেছি গো!

যশোদা। ওগো, মুনিঠাকুর গো! তেমন মা কোথায় দেখেছ গো?

অক্রূর। ও মা যশোমতি! আমাদের মথুরাতেই দেখেছি গো! তোমাদের রোহিণী দেবীর জেঠ্‌তুতো বোন দেবকী ঠাকরুণ গো! কংস তাঁদের স্বামী-স্ত্রীকে কারাগারে রেখেছে; আর তাদের যত ছেলে হয়, সব

নিয়ে এসে পাষাণে আছ্‌ড়ে মেরে ফেলে গো! সেই সব ছেলে দেবকী নিরুপায় হ'য়ে কালের হাতে তুলে দেয় গো! তা'তে যে মর্‌বার সেই মরে, আর যে বাঁচ্‌বার, সে কিন্তু ঠিক বেঁচে যায় গো!

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর! দেবকী দেবী তাই করে নাকি গো? সে তবে মা নয় গো, সে রাক্ষসী গো!

অক্রূর। না গো মা! তিনি রাক্ষসী নয়, মা! যথার্থই মায়ের মত মা গো! কিন্তু কংস যে তার শত্রু গো! রাজা শত্রু হ'য়ে তাদের কারায় পাঠিয়েছে, সেই ত সব কর্‌ছে গো! তারা বিপদে নিরুপায় হ'য়ে কলের পুতুলের কাজ করার মত ছেলেগুলিকে কংসের হাতে তুলে দিয়েছে গো!

যশোদা। ওগো ঠাকুর! তবেই বল্‌লে ভাল গো? কংস যে, আমার গোপালকে মার্‌বার জন্য কত ছল করেছে গো, কত চাতুরী ক'রে দৈত্য পাঠিয়েছে গো! তাই ত ভয় হয় গো, যদি বাছাদের নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে, তা হ'লে কি হবে গো?

অক্রূর। ওমা যশোমতি গো! কংস তোমার ছেলেকে মার্‌তে পার্‌বে না গো! বরং কংস যদি তোমার ছেলেকে মার্‌তে চায় গো, তবে তোমার ছেলেই তাকে মেরে ফেল্‌বে গো! দেবকীর শেষ মেয়েটীকেও কংস পাষাণে আছ্‌ড়ে মেরে ফেল্‌তে গিয়েছিল গো, কিন্তু সে কি তাকে মার্‌তে পেরেছিল গো? রাখা-মারাটা কংসের ইচ্ছায় হয় না গো, বরং সেটা গোপালের ইচ্ছায় হয় গো মা!

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর গো! আমি প্রাণ থাক্‌তে তা পার্‌ব না গো!

অক্রূর। ওমা যশোমতি গো! যদি তোমার কৃষ্ণকে না পাই গো তবে আমিও মথুরায় আর ফিরে যাব না গো!

গীত।

ওমা নন্দরাণী গো,
আমি যাব না আর মথুরায়।
যদি নাহি পাই শ্যামরায়,
তবে কেমনে যাইব মা মথুরায়॥
কংস রাজা পাঠালে আমায়,
রাম-কৃষ্ণে নিতে তথায়,
তাদের না নিয়ে কি যাওয়া যায়,
রাজাকে কে না ডরায়॥
তোমরা না পাঠালে ছেলে,
অপমানে সে উঠ্‌বে জ্ব'লে,
বধিবে প্রাণ অবহেলে
আসিবে ত্বরায় ;—
রামকৃষ্ণে দেও গো বিদায়,
আমি দেখিব মা সকল দায়,
ভয় নাই মা, তাদের দায়
এ জীবন এ ধরায়॥

কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মা! মা! আমি আর বলাই দাদা কেমন সেজেছি দেখ গো!

যশোদা। বাপ্‌ গোপাল রে! এমন ক'রে এ বেশে তোদের কে সাজালে রে? তার মনে কি মায়া-দয়া নেই, রে বাপ গোপাল?

বল। ওগো মা! আমার মা এমনি ক'রে সাজিয়ে দিয়েছে গো!

যশোদা। ও বাপ্ বলাইচাঁদ! রোহিণী তোদের এমন সাজে সাজিয়ে দিয়েছে কেন গো?

বল। ওগো মা! আমরা মথুরার রাজবাড়ীতে যজ্ঞ দেখ্তে যাব গো!

যশোদা। ওরে বলাই রে! ও কথাটি মুখেও আনিস্ না, রে বাপ্! সেখানে তোদের যাওয়া হবে না, রে বাপ্!

কৃষ্ণ। কেন গো মা, নেমন্তন্ন হয়েছে যে গো! তবে যজ্ঞি দেখ্তে যাব না কেন গো?

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! সেখানে যে কংস আছে, বাপ্!

কৃষ্ণ। ওমা! সেই ত মুনি ঠাকুরকে পাঠিয়েছে গো! তবে তাকে ভয় কি গো?

নন্দ। ও বাপ্ গোপাল! তোমায় গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করি গো, মথুরার রাজা কংস নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে যদি তোমাদের বধ করে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বাবা! বধ করা কি মুখের কথা নাকি গো? আর ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রজাকে পীড়ন করা রাজার ধর্ম্ম নয় গো! সে তা কর্‌বে না গো!

বল। ওগো বাবা! মায়ের কথা শোন গো! আমাদের যজ্ঞে যেতে দিব না বল্‌ছে গো!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! যজ্ঞে না গিয়ে কিছুতেই ছাড়্‌ব না গো। ওগো মা! আমাদের যেতে অনুমতি দেও গো মা!

গীত।

ওমা যশোমতী গো, দেও যজ্ঞে যেতে অনুমতি।
শুভ-যাত্রা হয় না সফল, না পেলে মায়ের সম্মতি॥

যজ্ঞে যেতে হয়েছে মতি,
কেন মা তুমি কাতর মতি
হ’লে এমতি ;—
নির্ভয় কর মা মতি, স্থির করি সম্প্রতি মতি ॥
মহামুনি মহামতি,
এসেছেন অক্রুর সুমতি,
নাই কু-মতি ;—
যদি কংসের দুর্ম্মতি,
অত্যাচারে ঘটায় মতি,
মেরেছি দৈত্য যেমতি, বধিব তারে তেমতি ॥

অক্রুর। ওমা যশোদে গো! গোপালের মথুরা যেতে ইচ্ছা হয়েছে গো! তাকে বাধা দিয়ো না মা, তা হ’লে সে মনে বড় ব্যথা পাবে গো!

কৃষ্ণ। মাগো! আমাদের যজ্ঞে যাবার অনুমতি দেও গো!

যশোদা। ওরে বাপ্ গোপাল রে! বার বার ওকথা ব’লে মাকে আর কাঁদাস্ নে, রে বাপ্!

কৃষ্ণ। ওগো বাবা! তুমি মাকে বুঝিয়ে বল গো! আমি যজ্ঞে যেতে না পেলে দম ফেটে ম’রে যাব গো! আমি তোমার পায়ে ধরি বাবা, আমাদিগে মথুরায় যজ্ঞি দেখ্‌তে নিয়ে চল গো! নৈলে আমাদের যা খুশী হ’বে তাই কর্‌ব গো! আর এ ব্রজেও থাক্‌ব না গো!

নন্দ। ও বাবা গোপাল! যাদু বাছাধন! আর পায়ে ধ’রে কাঁদ্‌তে হবে না-- ওঠ! যশোদে! কৃষ্ণ যখন এমন ক’রে জিদ্ ধরেছে গো, তখন তাকে আর বাধা দিয়ো না—অন্যমত ক’রো না গো!

মহামুনি অক্রুরের সঙ্গে ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দেও গো! আমরাও যখন সবাই গোপালের সঙ্গে থাক্‌ব গো, তখন তোমার কোন ভয় নেই গো।

যশোদা। ওগো প্রাণপতি! তোমার অনুমতি যশোমতী ঠেল্‌তে পারে না গো! ওগো ঋষি! স্বামীর কথায় আমার রাম-কৃষ্ণকে তোমার হাতে তুলে দিলেম গো! দেখো—যেন বাছাদের কোন বিপদ্‌ না ঘটে গো!

অক্রুর। এস হে কৃষ্ণ! এস হে বলদেব! অক্রুরের রথে উঠে মথুরায় যাবে এস গো! আমার বড় ভয় হয়েছিল গো, এতক্ষণে নির্ভয় হলেম গো! আশা হ'ল, তোমাদের রথে তুলে নিয়ে যেতে পার্‌ব গো! আজ যেমন কাঠের রথে উঠ্‌বে, তেমনি সেই নিদান-দিনে অক্রুরের দেহ-রথে উঠেও মথুরা যেতে হবে গো! এখন তোমাদের রথে তুলি গে চল গো!

শ্রীদাম সুদামাদি রাখালগণের প্রবেশ।

শ্রীদাম। [প্রবেশ পথ হইতে] কার সাধ্য গো, আমাদের ব্রজের ধন কৃষ্ণধনকে নিয়ে যাবে গো? সাবধান, বৈষ্ণববেশী ক্রূর মুনি অক্রুর! কানাই-বলাইকে ছেড়ে দেও, নৈলে লাঠিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিব গো!

অক্রুর। ওগো শ্রীদাম! যখন মাতা-পিতার মায়া কাটিয়ে কৃষ্ণধনকে হাতে পেয়েছি গো, তখন লাঠিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিলেও এ ধনকে আর ছাড়্‌ব না গো!

সুদাম। তবে কি তুমি রাম-কৃষ্ণকে ছেড়ে দিবে না গো?

অক্রুর। ওহে সুদাম! এমন ধন হাতে পেয়ে কি ছাড়া যায় গো?

দাম। ওগো! নিতান্তই কি তবে ওদের মথুরায় নিয়ে যাবে গো?

অক্রুর। হ্যাঁ গো দাম! নিয়ে যাবার জন্য যখন এসেছি, তখন নিয়ে যাব বইকি গো!

সুবল। কৈ, যাও দেখি, ঠাকুর! আমরা পথ আগ্‌লে দাঁড়ালেম, যাও দেখি—কেমনে নিয়ে যাবে গো!

অক্রূর। যাবার সাথী রাম-কৃষ্ণকে যখন পেয়েছি গো, তখন কি আর পথের ভয় করি গো? রাম-কৃষ্ণের যখন ইচ্ছা হয়েছে, আর নন্দ-যশোমতীর যখন অনুমতি হয়েছে, তখন কি না নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিব গো?

গীত।

ভয় করি না যাত্রার পথে, পেয়েছি ভয়হারী ধনে।
যাঁর ইচ্ছায় সকলি হয়, পেয়েছি সেই অমূল্য ধনে॥
তোমাদের মোহের ধাঁধা, তাই আমারে দিতেছ বাধা,
বাঁধাহারীর কিসে বাধা, যার হাতে জীবন—নিধনে॥
ছাড় হে—ছাড় হে পথ, ওই পথে রয়েছে রথ,
পূরাইব মনোরথ, রথে ল'য়ে গোবিন্দ ধনে॥

কৃষ্ণ। ও ভাই! তোমরা সব কি কর্‌ছ গো? তোমরা কাকে কি বল্‌ছ গো? উনি যে পরমসাধু গো! সাধুর মনে কি ব্যথা দিতে আছে গো? তোমরা স্থির হও, আমরা যজ্ঞ দেখে আবার কালই আস্‌ব গো। তোমরাও আমাদের সঙ্গে মথুরায় যজ্ঞ দেখ্‌তে যাবে চল গো!

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই রে! তোর কথা ঠেল্‌তে নাই রে! তুই যদি কাল ফিরে আসিস্, তবে আর ভয় করি না, ভাই! চল্, তবে আমরাও তোদের সঙ্গে যাব।

নন্দ। এস যশোমতি! আমারও মথুরা যাবার উদ্যোগ ক'রে দিবে গো!

যশোদা। ভগবান্ আমার গোপালের মঙ্গল করুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

আয়ানের গৃহ।

বৃন্দা ও রাধার প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃন্দে! বিশাখার যে, এখনও দেখা নাই গো?

বৃন্দা। ওগো সহচরি! সে তোমার সখার খবর আন্‌তে গেছে যে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কালাচাঁদ কি সত্যসত্যই মথুরায় যাবে নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তাই শুনেছি গো! তাদের নিয়ে যাবার জন্য মথুরা হ'তে রথ এসেছে, তারা আজই যাবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! যাবার সময়ে কি আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন না গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! দিবসে কেমন ক'রে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে গো?

রাধা। ওগো দূতি! যাবার কালে সে কি একটা মুখের কথাও ক'য়ে যাবে না গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে দেখা কর্‌তেই আস্‌তে পাবে না, তা কথা কবে কেমনে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যদি না ব'লে-ক'য়ে চ'লে যায় গো, তবে কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে যদি না ব'লে-ক'য়ে চ'লে যায়, তবে আবার কি হবে গো?

রাধা। বৃন্দে! গোবিন্দ-শূন্য বৃন্দাবনে আমি যে থাক্‌তে পার্‌ব না গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! পরনারী হ'য়ে প্রেম ক'রে কালাকে আপনার ভেবেছিলে, তার ফল এখন এমনি ধারা ফল্‌বে গো! তার সঙ্গে কি ব্যাভারটা করেছ, তা কি মনে নাই গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তার সঙ্গে আমি এমন কি কু-ব্যাভার করেছি গো, যাতে সে আমাকে দেখা না দিয়ে—কিছু কথা না ব'লে চ'লে যাবে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কি করেছ, বলি শোন গো—

গীত।

শ্রীমতী গো, কেন করেছিলে মান।
মানের দায়ে ধরিয়ে পায়ে
কেন করিলে তার অপমান॥
তুমি করেছ মান, হরেছ মান,
তাই মনে তার এ অভিমান,
নারীর মানে অসম্মান,
মানীর কাছে মরণ সমান॥
যদি না করিতে মান,
হ'ত না গোবিন্দের মান,
মানে মান সপ্রমাণ,
বর্ত্তমান তার অনুমান॥

যে ক্ষেত্রে দণ্ড মান,
তাতে রাই তোদের দণ্ড, মান,
দাস গোবিন্দের রবে না মান,
শমন-দণ্ড যখন বিদ্যমান ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে কি আমি মান করেছি ব'লে সে মান ক'রে অপমান ভয়ে মথুরা যাচ্ছে নাকি গো?

বৃন্দা। তা না হ'লে তোমার এমন দশা কেন হবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার কি দশা হয়েছে গো?

বৃন্দা। ওগো ধনি! তোমার দশম দশা ঘটেছে গো! (সুরে) চিন্তাত্রৌ জাগরোদ্বেগঃ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপং ব্যাধি রুন্মাদং মোহমৃত্যু দশা দশঃ ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার সেই দশাই ঘটেছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! দশা যা ঘটেছে, তা ত ঘটেছে; এখন শেষ দশায় দুর্দ্দশা না ঘট্‌লে বাঁচি গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যদি অ-দেখাতেই চ'লে যায় গো, তবে কি তার সঙ্গে আর দেখা হবে না গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! দেখা কর্‌তে সে ত আস্‌তে পার্‌বে না গো, তবে তুমি যদি পথে দাঁড়িয়ে দেখা কর্‌তে পার, তবে দেখা হ'তে পারে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণকে দেখ্‌তে আমি ত পথেই দাঁড়াই গো! আজও না হয় তার জন্য পথে গিয়েই দাঁড়াব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তা যদি পার গো, তবে তোমার কৃষ্ণ-দরশন হ'তে পারে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি আমাকে কৃষ্ণ দর্শন করাও গো!

বৃন্দা। ওগো ধনি! বিশাখা এসে কি ধ্বনি শোনায় আগে দেখি, তার পর ক্ষেত্রমত ব্যবস্থা করা যাবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! বিশাখা কি আমায় বি-সখা দেখে শ্যামসখার দেখা নিতে যাবে গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! শ্রীমতীর শ্রীমুখের অনুমতি বিশাখা পালন না ক'রে থাক্‌বে না গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি একটি কথা বল্‌ছিলেম গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। কি কথা বল্‌বে, বল না গো?

রাধা। ওগো দূতি! তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আস্‌লে ভাল হয় গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার যদি সে অনুমতি হয় গো, তা হ'লে আমি এগিয়ে গিয়ে দেখে আস্‌তে পারি গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে তাই একবার যাও গো!

গীত।

ওগো বৃন্দে! আনন্দে আনিতে যাও
শ্রীগোবিন্দের সমাচার।
মথুরায় নিতে কালায়, অক্রূর মুনি এল হেথায়,
করিতে আমার প্রতি অত্যাচার॥
এই কি বিধির সুবিচার,
বিচারে কেমন অবিচার,
যত অনাচার ব্যভিচার,
সকল আচার কৃষ্ণের প্রচার॥

তাঁর পূজার যত উপচার,
হবে আমার সব অপচার,
দাস গোবিন্দের কদাচার,
নিদানকালে ভ্রষ্ট-আচার ॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমায় অত ক'রে অনুরোধ করতে হবে না গো, আমি এখনই গিয়ে সব খবর নিয়ে আস্‌ছি গো! এখন তোমাকে একটী কথা বলি শোন--তোমার নিদারুণ ননদিনী আজ তোমায় গঞ্জনা দিতে এলে যেন কোন কথাটি ক'য়ো না গো! কেবল মুখ বুজে চুপ্‌ ক'রে সব স'য়ে যেয়ো—আমি যাব আর আস্‌ব গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! শুধু এলে-গেলেই হবে না গো, তাকে ধ'রে আন্‌তে হবে; আমি তার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তাই ভাবি সে কি এত কঠিন-মতি হবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! পুরুষে সব পারে গো!

বৃন্দা। ওগো! তবে আমি তার কাছে যাই গো, দেখা ক'রে তাকে সব কথাই খুলে-খেলে বলি গে গো! যদি আসে ত আমার সঙ্গে নিয়েই আস্‌ব গো! তুমি তোমার ননদিনীর কাছে, একটু হুস ক'রে থেকো, বাছা!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তা থাক্‌ব গো, তুমি এস।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তবে যাই গো! আর যাবার সময়ে তোমাকে একটি প্রণাম হই গো, [প্রণাম] আর কিছু পদধূলি দেও গো! [রাধার পদধূলি গ্রহণ] শ্রীমতীর পদধূলির গুণে যদি দেখা পাই, তবে তাকে তখনই ধ'রে নিয়ে আসব গো!

গীত।

এই যাচ্ছি, তারে আন্‌ছি ধ'রে
ভয় কি তোমার রাজবালা।
থাক্‌তে হেথা বৃন্দে দূতী,
জ্বালাবে কালা কুলবালা॥
যেখানে থাকিবে, সেখানে যাইব,
সন্ধান করিব তার,
রাই-মনচোরা কোথায় লুকাবে,
আর নাহি পাবে নিস্তার ;
(তারে আনিব ধ'রে)
(যেমনে যেখানে পারি, তারে আনিব ধ'রে)
(তবে চলিলাম)
(তোমার অনুমতি নিয়ে তবে চলিলাম)
(শ্রীপতিরে আনিবারে তবে চলিলাম)
(জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে এই চলিলাম)
দেখি সেই শঠে, লম্পট কপটে
ধর্‌তে পারে কি না এ গোপের বালা॥

[প্রস্থান।

রাধা। ওগো! আমার মন আজ কেন এমন হ'ল গো? কালার তরে মন এমন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে কেন গো? চারিদিকে কেন ক্ষণে ক্ষণে বিলক্ষণ অলক্ষণ দেখ্‌ছি গো! আমার বরাতে কি আছে, তা কে জানে গো?

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। ওলো রাই! এইবার দর্প চূর্ণ হবে গো!

রাধা। কেন গো ননদিনি? আমার কি হয়েছে গো?

কুটিলা। ওলো রাই! অমন ধারা ফ্যাল্ ফ্যাল ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখ্ছিস্ গো?

রাধা। ওগো ননদিনি! নীল-গগনের শোভা দেখ্ছি গো!

কুটিলা। ওগো, তা নয় গো, তা নয়, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা চলে না গো! ও সব ঢং বেশ বুঝি লো—ঢের জানি। তোর ও আকাশ দেখা নয় গো, ঐ আকাশের রং দেখে কালার রং মনে করা গো! যা হ'ক্, ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি; কিন্তু তোর মত এমন জাঁহাবেজে মেয়ে কোন দেশে দেখি নাই গো!

রাধা। কেন গো ননদিনি! আমি কি করেছি গো?

কুটিলা। বলি, তুই না করেছিস্ কি গো? গোকুলময় যে, ধর্ম্মের ঢোলে বোল বাজ্ছে—রাই কলঙ্কিনী গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! আমি সতী কি কলঙ্কিনী, তা ত সেদিন পরখ্ হ'য়ে গেছে গো!

কুটিলা। কোন্‌দিন গো? সেই যেদিন ফুটো কলসীতে যমুনা হ'তে জল এনেছিলি, সেইদিনকার কথা বলছিস্ নাকি গো?

রাধা। হ্যাঁ গো ননদিনি! সেই কথাই বল্‌ছি গো!

কুটিলা। ওগো! সেটা সেই কেষ্টার ভেল্কি! চালাকি ক'রে চাল চেলে অমন চাতুরী খেলেছিল গো! ওলো! ও রকম ঢং দেখিয়ে কলঙ্ক ঘোচে না। যেমন রাং কখন সোনা হয় না—জল কখন আগুন হয় না, তেমনি কলঙ্কিনী কখন সতী হয় না গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! তোমরা এখনও আমাকে কলঙ্কিনী বল্‌ছ গো? বেশ, আমি যেন জন্ম-জন্ম কৃষ্ণ-কলঙ্কিনীই থাকি।

গীত।

ননদিনী ব'লো নাগরে।
ডুবেছে রাই রাজ-নন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো-কুল,
ব্রজকুল সব হৌক প্রতিকূল,
আমি ত সঁপেছি গো কুল,
অকূল-কাণ্ডারী করে।
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে,
সে কি বাসে বাস করে॥

কুটিলা। ওলো রাই! কলঙ্কিনীকে কলঙ্কিনী বল্‌ব না ত কি সতী বল্‌ব না কি গো? তা হবে না—কুটিলে তা বল্‌তে পার্‌বে না গো! যা সত্যি, সে তাই বল্‌বে গো! এই একবার কেষ্টাকে যমুনা পার ক'রে মথুরায় পাঠাতে পার্‌লে হয়, তার পর তোর সঙ্গে বোঝা-পড়া আছে গো!

রাধা। ওগো ননদিনি গো! ওকি নিদারুণ কথা শুনালে গো? কালার কথা কি বল্‌ছ গো? ওগো ননদিনি, তুমি বুঝি পরিহাস কর্‌ছ গো!

কুটিলা। ওগো! না—না, পরিহাস করি নি, যা সত্যকথা শুনে এলেম, তাই তোকে বল্‌ছি গো!

রাধা। ওগো ননদিনি, মথুরায় কি গো?

কুটিলা। ওগো রাই! মথুরায় রাজা যজ্ঞি কর্‌ছে লো! তাতেই কানাই-বলাইকে বলিদানের জন্যে নিয়ে যাবে ব'লে অক্রূর মুনি রথ

নিয়ে এসেছে গো! আঃ! এতদিনে বাঁচা গেল গো! আজ হ'তে তার দুষ্টপণা ঘুচ্‌ল—তোর জল আন্‌বার ছলা ক'রে কদমতলায় পিরীত করা উঠ্‌ল—এইবার তোর গোপন-প্রেমে বিরহ এসে জুট্‌ল গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! কালা যদি না থাকে, তবে আমিই বা কি সুখে রই গো

কুটিলা। কেন লো কালা-কলঙ্কিনি! তুইও কি যাবি নাকি লো?

রাধা। ওগো ননদিনি! আমি যখন কালা-কলঙ্কিনী গো, তখন কালার নাম নিয়ে তার কাছেই যাব গো!

গীত।

ওহে কালশশী হে—হায় একি বজ্র বুকে করিলে নিক্ষেপ।
কি শুনালে, কি করালে, কেন বাড়ালে মনের আক্ষেপ॥
যদি কৃষ্ণ না রহিল ব্রজে
তবে রাধার কি আর থাকা সাজে,
কৃষ্ণ-বিহীন ব্রজের মাঝে, থাকিতে জীবন সংক্ষেপ॥
শ্রীমতীর প্রাণ গোবিন্দ,
জ্ঞানানন্দ মনানন্দ,
সে বিনে এ দাস গোবিন্দ, যাবে আসিবে ক্ষেপে ক্ষেপ॥

কুটিলা। ওগো রাই! এখন হায় হায় করাই তোর সার গো! তোর বড়াই ভেঙ্গেছে লো—কালা মথুরায় যাবে গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! কৃষ্ণ ছাড়া রাইকে পাবে না গো, সে যেখানে যাবে, আমিও তার সঙ্গে যাব গো!

কুটিলা। কৈ, যা না দেখি? তা হ'লে ঝাঁটায় ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌ব?

রাধা। ওগো ননদিনি! তুমি আমাকে অমন জ্বালিও না গো!

কুটিলা। বলি, তার আর জ্বালা কিসের গো! যখন প্রেম করেছিলি, তখন বুঝি বিরহের কথা ভাবিস্ নি? এখন হাড়ে-হাড়ে টের পা' না গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! তুমি পথ ছাড় গো, আমি একবার যাই গো!

কুটিলা। ওগো, সেদিন আর নেই গো। আর এ সময়ে তোর কোথাও যাওয়া হবে না গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! বাধা দিয়ো না গো! আমি নিশ্চয় যাব গো!

কুটিলা। এক পা বাড়াবি কি মরবি. গো রাই!

রাধা। ওগো ননদিনি! এখন যদি মরি, তবে সেও ভাল গো! তবু কৃষ্ণ ছাড়া হ'য়ে রাধার বেঁচে সুখ নেই গো!

গীত।

ওগো ননদিনী গো, মরি যদি তাতে ক্ষতি নাই।
প্রাণ দিতে পারি আমি, পাই যদি সে প্রাণ-কানাই॥
কালা আমার নয়ন-তারা,
কালা আমার জগৎ-জোড়া,
কালো রূপে ভুবন-ভরা
তা কি তোমার জানা নাই॥
কালো কালার কারণে,
কলঙ্কিনী রাই বৃন্দাবনে,
এ দাস গোবিন্দে ভণে
ও কলঙ্ক নয়, তোমায় জানাই॥

কুটিলা। ওলো রাই! আর কেঁদে কি হবে বল্ গো? সে যখন ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে, এখন আর উপায় কি গো? এখন আমার কথা শোন গো! কালার কথা ভুলে গিয়ে দাদার কথা-মত ঘরকন্না কর্ গো! কালা গেছে, তোর সুখের পথের কাঁটা গেছে গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! এ আবার কি শোনাও গো! কালা চ'লে গেছে কি গো? আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে সে ত যাবে না গো!

কুটিলা। ওগো সে কথা মুখে সবাই বলে গো! যদি যাবে না, তবে গেল কেন গো?

রাধা। য্যা! সে চ'লে গেছে গো! উঃ হু হু! সখা হে! তোমার মনে কি এই ছিল গো? অবলা সরলা কুলবালাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলে গো! একবার চোখের দেখাও দিলে না গো! হা প্রাণবল্লভ!

[মূর্চ্ছা]

কুটিলা। ও মা! এ আবার কি হ'ল গো! ভাব্‌লেম এক—আর হ'ল যে আর গো! মনে কর্‌লেম—কালা চ'লে গেছে শুনে বৌ মন থির ক'রে দাদার মন যোগাবে গো! তা না হ'য়ে কথাটা শুনে মূর্চ্ছা গেল যে গো! যাই, আর এখানে থাক্‌লে হবে না, মাকে গিয়ে ডেকে দিই গে! মা—ওমা—মা গো!

জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। কেন গো কুটিলে! কি হয়েছে গো?

কুটিলা। ওগো মা! বড় বিপদ্ ঘটেছে গো!

জটিলা। কেন গো কুটিলে, হ'ল কি গো?

কুটিলা। ওগো মা, ঐ দেখ গো, বৌ বুঝি মূর্চ্ছা গেছে গো!

জটিলা। ওগো কুটিলে! বৌ মূর্চ্ছা গেল কেন গো! কি—হয়েছে কি? তুই বুঝি কিছু বলেছিলি গো?

কুটিলা। ওগো মা! কালা ব্রজ-ছাড়া হচ্ছে, সেই সু-খবরটা দিয়েছি গো, তাই শুনে পোড়ারমুখী ঢং ক'রে মূর্চ্ছা গেছে গো!

জটিলা। ওগো কুটিলে! তুই একবার নন্দের বেটাকে ডাক্ দে গো!

কুটিলা। মরেছি আর কি! ওগো মা, তাকে কেন গো মা?

জটিলা। ওগো কুটিলে! সে মূর্চ্ছা ভাল কর্‌বার ভাল দাওয়াই দেবে গো!

কুটিলা। ওগো মা, আমি তাকে ডাক্‌ব কি গো, সে যে এখন মথুরা যাবার জন্তে বেরিয়েছে গো! তাই শুনেই ত তোর পুত-বৌ অমন-ধারা হয়েছে গো! আমি কালাকে ডাক্‌তে যাব? মর্—মর্ গলায় দড়ি গো!

গীত।

ও মা, ছি ছি ছি!
কুল-মজানে কালাকে তুই ডাক্‌তে বলিস্ কি॥
সে কালা কুল খেয়েছে,
বাঁশী বাজিয়ে গুণ করেছে,
যাচ্ছে চ'লে আপদ্ গেছে,
তারে আর ডাক্‌তে আছে কি॥
এখন একটু থাক্ না প'ড়ে
একটু পরে যাবে সেরে,
গেলে কালা ব্রজ ছেড়ে,
আমি কালী-পূজো মেনেছি॥

জটিলা। ওগো কুটিলে! তা হ'লে বৌ কি ভাল হবে না গো?

কুটিলা। ওগো মা! কেষ্টাকে ডেকে যদি ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হয় গো, আমি বাছা, তাতে নারাজ গো! তোর যা খুশী হয় কর্, আমি

চল্‌লেম গো! সে কালা গেল, না এখনও রইল, দেখে আসি গে গো! তাকে শীঘ্র ক'রে না তাড়ালে আমার শান্তি হচ্ছে না গো!

[প্রস্থান।

জটিলা। ওগো বৌ! বৌমা গো! একি, কোন কথা কয় না যে গো! আমার সোনার প্রতিমা ধূলায় প'ড়ে—এ কি প্রাণে সয় গো? এ সময় বৃন্দা বিশাখাই বা গেল কোথা গো? তারা কাছে থাক্‌লে এত ভাব্‌তে হয় না গো! ওগো বৃন্দে! ওগো ললিতে! তোরা সব এইদিকে একবার আয় গো; নৈলে রাই ম'ল গো,—রাই ম'ল।

বৃন্দা, বিশাখা, ললিতাদির প্রবেশ।

বৃন্দা। কেন গো মাসি, রাইয়ের কি হয়েছে গো?

জটিলা। ওগো বৃন্দে! আবার সেই মূর্চ্ছো হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! এখন তা হ'লে কি হবে গো?

জটিলা। ওগো বাছা, সেদিনকার মত কানাইকে ডেকে এনে বৌকে সারিয়ে দে গো!

বৃন্দা। ওগো, তার আর আস্‌বার সময় নেই গো, সে যে আজ মথুরায় যাচ্ছে গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! তাই শুনেই ত বৌ মূর্চ্ছো গেছে গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি, তুমি গৃহ-কর্ম্মে যাও গো! আমরা সেবা-শুশ্রূষা ক'রে রাইকে ভাল কর্‌ছি গো!

জটিলা। তাই কর্‌ মা! দেখিস্‌ বাছা, আমার সবে মাত্র ঐ একটি বৌ গো, তার যেন বিপদ্‌ না ঘটে গো! আমি যাই, আয়ানকে সব বলি গে গো!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো বিশাখা, রাই যে বি-সখা হবার ভয়ে মূর্চ্ছা গেছে গো! এখন ওঁর যাতে চেতন হয়, তাই কর গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! শ্রীমতীর এ মূর্চ্ছা কিসে যাবে গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা, এ মূর্চ্ছা বিরহের মূর্চ্ছা গো, কিসে ভাল হবে শোন গো—

গীত।

এ মূর্চ্ছা নয় অন্য মূর্চ্ছা, কৃষ্ণ-বিরহের মূর্চ্ছা,
যে মূর্চ্ছায় শ্রীমতী রাই অচেতন।
প্রাণ কানাই মথুরা যাবে, সে কথা শুনিয়ে তবে,
এই ভাবে রাই করেছে ধরাতে শয়ন॥
এ মূর্চ্ছা করিতে দূর আছে এক উপায়,
যার বিরহে মূর্চ্ছা যায়, কেউ যদি তার নাম শোনায়,
কৃষ্ণনামে মৃত বাঁচে, মূর্চ্ছিত রাই পাবে চেতন॥

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! তবে আমরা রাইয়ের কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম শোনাই গো, যদি কিশোরী চেতনা পায় দেখি গো!

গীত।

জয় কৃষ্ণ-কিশোর কালশশী, জয় জয় শ্যাম।
তোমার বিরহে অচেতন রাই,
তাই শোনাই তোমার মধুর নাম॥
ওঠ রাধে—জাগ' রাধে,
কেন এ ভাব, কি বিষাদে,
এস সাথে, ছাড় অবসাদে, দেখিবে যদি শ্যাম গুণধাম॥

রাধা। [চৈতন্য পাইয়া] ওগো, কে গো কৃষ্ণনাম শুনালে গো? কৈ—কৈ, কৃষ্ণ আমার কৈ গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ব্যাকুলমতি হ'য়ো না গো! স্থিরমতি হ'য়ে সব শোন গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার প্রাণসখা কৈ গো? ওগো! সত্যই কি সে মথুরায় চ'লে গেল নাকি গো?

বৃন্দা। না গো শ্রীমতি! শ্রীপতি এখনও যায় নি গো! তবে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে তাকে না দেখে প্রাণে মরি গো! ওগো ললিতে দিদি—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে গো!

গীত।

পর কি জানে পরের বেদন, ওগো দিদি ললিতে।
সুখের বেলায় সবাই আসে,
দুখের বেলায় নাই শুধাতে॥
পরের লাগি ঝুরে আঁখি,
পর দিতে যায় সদাই ফাঁকি,
আমি নয়নে নয়ন রাখি,
(আমায়) তবু চায় ফাঁকি দিতে।
আমি রাধিকাসুন্দরী,
যে দুঃখ দিয়াছেন হরি,
ছি ছি আমি লাজে মরি,
(আমি) ভুল্‌ব না তার কথাতে।

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! তিনি আজ যাবেন, কাল আস্‌বেন, তার জন্য অত ভাবনা কিসের গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি আগে আমায় বল, সে নিঠুর কালা এখন কোথা গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে এখন বলদেবের সঙ্গে অক্রূরের রথে উঠে বসেছে গো! একটু পরেই মথুরায় যাবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি ভেবে মরি, তাকে দেখ্‌বার উপায় কি হবে গো?

বৃন্দা। শ্রীমতী গো! যদি তাকে দেখ্‌তে হয়, তা হ'লে যমুনার ধারে পথের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে ত ভাল কথা গো! তা হ'লে কি তার দেখা পাব গো?

বৃন্দা। হ্যাঁ গো ঠাকুরাণি! তারা দু'ভাই যখন রথে উঠে মথুরার পথে যাবে, সেই সময়ে পথে দাঁড়িয়ে তোমার কৃষ্ণ-দর্শন হবে গো! এ নৈলে এখন আর উপায় কি গো?

গীত।

বাঁকা শ্যামে দেখ্‌বে যদি কমলিনি।
তবে ঘর ছেড়ে ওই পথের ধারে,
চল-চল কুল-কামিনী॥
আমরা যাব তোমার সঙ্গে,
হেরিতে রথে শ্যাম ত্রিভঙ্গে,
কানাই বলাই মনোরঙ্গে,
সঙ্গে যায় অক্রূর মুনি॥

দেখ্‌তে হ'লে জীবন ধনে,
এস ধনি, সংগোপনে.
দাস গোবিন্দ এই ত ভণে
নিদানে প্রমাদ গণি ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! সেখানে গেলে যদি শ্যাম সখার দেখা পাই গো, তবে এখনই সেখানে যাই চল গো!

বৃন্দা। হ্যাঁ গো শ্রীমতি! শীঘ্র গতি না গেলে হয় ত সে পারে চ'লে যাবে গো! তখন আর সাধ্যসাধন কর্‌লেও দেখা পাবে না গো!

রাধা। ওগো, বৃন্দে গো! আমি তাকে একবার চোখের দেখা দেখ্‌ব গো! এস এস, আমার সঙ্গে যাবে এস গো!

[উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! চল্ - চল্, পাগলিনীর মত শ্রীমতী কোন্ দিকে যায়, দেখি গে আয় গো!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

যমুনা-তীর।

শ্রীদাম, সুদামাদি রাখালগণের প্রবেশ।

শ্রীদাম। ওরে! ঠিক এই পথে এসেছে রে! রাম-কৃষ্ণকে চুরি ক'রে সেই অক্রূর মুনি এই পথে পালিয়েছে রে!

সুদাম। ও ভাই শ্রীদাম রে! রাম-কানাই যদি এই পথে গিয়ে থাকে, তবে আমরাই বা আর এখানে থাকি কেন গো? এখনও রথ বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে পারে নাই; তারা ঠিক যমুনার ধারেই আছে গো!

দাম। ওগো সুদাম! সেখানে যদি সে থাকে গো, তা হ'লে দেখ্‌তে পেলে, সেই কংসের চাকর অক্রূর মুনির কাছে থেকে রাম-কৃষ্ণকে ছিনিয়ে নিব গো!

সুদাম। ওহে দাম! ঐ দেখ—পথের ধুলোয় রথের চাকার দাগ পড়েছে, ঠিক তারা এই পথেই গেছে গো!

শ্রীদাম। ও ভাই সুবল! এ রথের চাকার দাগ ত আস্‌বার সময়-কার গো! যাবার সময়ের এ রকম দাগ ত নয় গো! তাই মনে হচ্ছে—তারা এখনও যেতে পারে নি গো!

সুদাম। শ্রীদাম ঠিক বলেছ। রথ যদি ফিরে যেত, তা হ'লে পাশে পাশে আর একটা চাকার দাগ থাকৃত গো!

সুবল। ও ভাই! যদি তারা এখনও যেতে না পারে, তবে এক কাজ কর্‌তে হবে গো, সেই দেড়ে-মুনির কথায় না ভুলে, কানাই-বলাইকে

জোর ক'রে রথ থেকে নামিয়ে নিতে হবে গো! তাদের মথুরা যাত্রা শুনে ব্রজের মাঝে একটা শোকের হাহাকার উঠেছে গো! তাই বল্‌ছি—কিছুতেই তাদের যেতে দিব না গো!

গীত।

দিব না যেতে মথুরাতে
কাঁদায়ে ব্রজবাসীরে।
কানাই বিনে, বৃন্দাবনে
কাঁদে অধিবাসী রে॥
কাঁদে যশোদা, কাঁদে নন্দ,
কাঁদে আনন্দ, উপানন্দ,
গোপ গোপী সব নিরানন্দ,
গবী অন্ধ না হেরিয়ে তারে॥
নীরব হ'ল মুরলী-ধ্বনি,
কেবল রইল হাহাকার ধ্বনি,
দাস গোবিন্দের এই ধ্বনি
রাই ধনী বুঝি বা মরে॥

সুবল। ভাই সব ঐ শোন—রথের চাকার ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দাম। ঐ—ঐ দেখ্‌ ভাই! রথের চুড়ো দেখা যাচ্ছে গো!

বসুদাম। তাই ত বটে, ঐ যে নিশান উড়্‌ছে গো!

সুদাম। তবে বোধ হয়, রথ এইদিকেই আস্‌ছে গো!

শ্রীদাম। ঐ যে সেই রথ—ঐ আমাদের কানাই-বলাই—ঐ সেই চোর অক্রূর মুনি গো! দাঁড়া ভাই, সবাই খাড়া হ'য়ে দাঁড়া, দেখি কেমন

ক'রে ঐ মুনি আমাদের কৃষ্ণহারা ক'রে নিয়ে যায় গো? সে কি জানে না— কৃষ্ণ আমাদের সকলের প্রাণ—সে কি তা জানে না গো? আজ সে কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে, না আমাদের প্রাণ হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে গো!

রথে কৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রূরের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। [স্বগত] এখনও রাখালেরা আমার যাবার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও তারা মনকে বোঝাতে পারে নাই, তাই আমাদের জন্য কাতর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন ওদের মায়া কাটিয়ে যেতে হচ্ছে—ওদিকে দৃক্‌পাত করলে চলবে না।

শ্রীদাম। ওরে ভাই সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল। ঐ দেখ্ ভাই! ঐ আমাদের প্রাণ-কানাই।

দাম। ও ভাই কানাই! তুই আমাদের দেখে মুখ নামালি কেন, ভাই? আর কি আমাদের মুখের দিকে ফিরে তাকাবি না, ভাই? কেন, আমরা তোর কাছে কি দোষ করেছি, যার জন্য তোর একটু চক্ষু-লজ্জাও নেই, ভাই?

সুবল। ও ভাই! তুই যে, আমাদের ব্রজের কানাই, আমাদের ফেলে কোথায় যাবি, ভাই? আমরা যে গোচারণে গিয়ে তোকে রাজা কর্‌তেম—কত খেল্‌তেম—এক পাতে কত খাবার খেতেম! কৃষ্ণ রে! আমরা দেহ, তুই আমাদের প্রাণ। আমাদের দেহ প্রাণহীন ক'রে তুই আজ মথুরায় যাচ্ছিস্, ভাই? তবে আমরা আর কি সুখে ব্রজে থাক্‌ব, ভাই কানাই রে? তাই প্রাণ ধ'রে আমরা তোদের মথুরা পাঠাতে পার্‌ছি না, ভাই! মনে হচ্ছে, তোরা বুঝি জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে চল্‌লি রে।

দাম। ও ভাই কানাই রে! এত ক'রে বল্‌ছি, এত সাধাসাধি কর্‌ছি, তবু দয়া হচ্ছে না, ভাই? তুই কি আজ এতই পাষাণ হয়েছিস্ রে

গীত।

পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে কোথা
যাবি রে প্রাণ-কানাই।
তোমা বিনে র'ব কেমনে
বল কোথা শান্তি পাই॥
আমাদের দেহে কৃষ্ণ-জীবন,
কৃষ্ণ বিনে বিফল জীবন,
করিস নে রে ব্রজ বর্জ্জন,
কাঁদায়ে সকলে ভাই॥
কথা শোন্, আয় নেমে আয়,
লুকিয়ে তোদের রাখি হিয়ায়,
ছাড়িব না যদি জীবন যায়,
গোবিন্দ ধ'রে মরিতে চাই॥

অক্রুর। ওহে রাখালগণ! আমাদের যাবার পথে বাধা দিও না, পথ ছেড়ে দেও গো!

শ্রীদাম। ওগো মুনি! আমরা তোমাকে বাধা দিই না, তুমি যেতে পার গো!

অক্রুর। ওগো, তোমরা পথ না ছাড়্‌লে কেমনে যাই গো? তোমরা সবাই পথ ছেড়ে দেও গো, তবে ত যাব গো?

সুবল। ওগো! আমরা কেমনে পথ ছাড়্‌ব গো!

অক্রুর। কেন গো, আবার তোমাদের কি হ'ল গো?

সুবল। ওগো আমরা কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে দিব না গো! তুমি কানাই-বলাইকে রথ থেকে নামিয়ে দিলেই, আমরা পথ ছেড়ে দিব গো!

অক্রূর। ওহে ভাবুক রাখালগণ! তোমাদের রাম-কৃষ্ণ তোমাদেরই থাক্‌বে গো! আমি কেবল দু'দিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি গো! এ ধন যে, তোমাদের প্রেমে বাঁধা ধন গো! আমার এমন কোন সাধ্য নেই যে, এ ধনকে বাধ্য ক'রে রাখি গো! গঙ্গাজল যেমন গঙ্গাতেই থাকে, অথচ তর্পণের দ্বারা পিতৃলোক উদ্ধার হয়, তেমনি তোমাদের রাম-কৃষ্ণ তোমাদেরই থাক্‌বে গো, আমি কেবল মাত্র মথুরায় নিয়ে গিয়ে কতকগুলি জীবের মুক্তির উপায় ক'রে দিব গো! যেমন তরীতে চ'ড়ে নদী পার হ'য়ে কেউ তরী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, তেমনি আমিও কতকগুলি পতিত প্রাণীকে ভবনদীপার করতে রাম-কৃষ্ণ তরীতে চড়িয়ে নিয়ে যাব গো; কিন্তু তোমাদের পারের তরী তোমাদেরই থাক্‌বে গো! আমি পারের কাজ সেরে নিলে তোমরা আবার তোমাদের তরী নিয়ো গো! এ তরীতে আমার তখন কোন দরকার নেই, কেবল আমার পারে যাওয়াই দরকার গো!

গীত।

এমন ভাগ্য হবে কার, এমন শক্তি আছে কার।
নিরাকার নির্ব্বিকার ধনে বাধ্য করে সাধ্য কার॥
তোমাদের ভাব কেন এ প্রকার,
কেন মিছে কর হাহাকার,
কৃষ্ণ ব্রজের সকলকার,
র'বে তোমাদের সবাকার;—
পাপী তারিতে করিতে পার, রাম-কৃষ্ণের অধিকার॥
তুলেছি সামান্য রথে অসামান্য ধনে,
পারে যেতে নিদানেতে ফাঁকি দিয়ে শমনে;—

দেহ রথে রাম কৃষ্ণ
হবে যেদিন উজল দৃষ্ট,
পূর্ণ হবে মনোভীষ্ট
যার যেমন হবে দরকার।

ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ দাস গোবিন্দের বিষম বিকার ॥

শ্রীদাম। ওগো মুনি ঠাকুর! তোমায় মিনতি করি, তুমি যাবে যাও, রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে যেয়ো না গো! তা হ'লে আমাদের প্রাণে মেরে যাওয়া হবে গো!

সুবল। ওগো! আমাদের আর কিছুই নাই গো, কেবল ঐ কৃষ্ণই আছে গো! কৃষ্ণই আমাদের সব গো! আমরা দেহ, কৃষ্ণ তাতে প্রাণ, আমরা কৃষ্ণকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না গো!

অক্রূর। রাখালগণ! কৃষ্ণ তোমাদের ধন হ'লেও সে যে এজ্‌মালীর ধন গো! এ ধনে যে, সর্ব্ব-সাধারণের সমান অধিকার আছে গো! এ ধন হস্তগত হ'লে আর কি তা হস্তচ্যুত কর্‌তে ইচ্ছা হয় গো?

দাম। ওগো মশাই! আমরা তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, তুমি কৃষ্ণ ধনের আশা ত্যাগ কর গো! আমাদের ধন আমাদিগে দেও গো! আর যদি নিতান্তই কৃষ্ণধনে নিয়ে যাও গো, তবে আমাদের সকলের গলায় পা দিয়ে মেরে রেখে যাও গো! আমাদের দেহে জীবন থাক্‌তে জীবনের জীবন রাম-কৃষ্ণ-ধনে ছেড়ে দিব না গো!

অক্রূর। ওহে দাম! এ ধন কি ত্যাগের ধন গো, এ যে প্রাণের ধন, অনেক দিন হ'তে চেষ্টা ক'রে এতদিন এ ধনকে ধর্‌তে পারি নি গো; আজ সেই সুদিন পেয়েছি, তাই রথে তুলে নিয়ে চলেছি গো! এখন আমিও জীবন থাক্‌তে এ ধনকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না গো!

বসুদাম। কি? ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না? আমাদের জীবন হরণ ক'রে নিয়ে যেতে পার্‌বে না, তা হ'লে তোমাকেও জীবন দিয়ে যেতে হবে গো! আমাদের কানাই তোমাকে নিয়ে যেতে দিব কেন, বল ত? এখনও মানে মানে আমাদের ধন ফিরিয়ে দেও, নৈলে তোমায় অপমান হ'তে হবে গো!

অক্রূর। ওহে! কৃষ্ণ কি কেবল তোমাদের জীবন, আর আমাদের কি জীবন নয়? কৃষ্ণ যে সকল জীবের জীবন গো!

গীত।

কৃষ্ণ যে সকলের জীবন, জগজ্জীবন তাই বলে তাকে।
অণু পরমাণু আকাশে বাতাসে জীবন রূপে সেই ত থাকে॥
জীবের জীবন বাতাসে সে, জলের জীবন নারায়ণ সে,
যত জীবন দেহ-বাসে, সব জীবনে সেই ত বাসে;
যে যায় সেই ত আসে, যে আসে সেই যায় শেষে,
শমন এসে ধর্‌লে কেশে, সে রাখে দাসে ভবের পাকে॥

সুবল। ওগো, কৃষ্ণ যে আমাদের বন্ধু গো!

অক্রূর। কৃষ্ণ শুধু তোমাদের বন্ধু কেন গো, সে যে সকলেরি বন্ধু গো!

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

সে যে দীনবন্ধু অনাথ-বন্ধু বিপদ্‌বন্ধু জগৎ-বন্ধু,
তোমার বন্ধু, আমার বন্ধু, পশুর বন্ধু, পক্ষীর বন্ধু;
জীবন-বন্ধু, গাভীর বন্ধু, দেবের বন্ধু, দানব-বন্ধু;
সে যদি নয় সবার বন্ধু, কেন জগবন্ধু ডাকে তাকে॥

সুবল। কৃষ্ণ জগজ্জীবন ব'লে তোমার জীবন নয়, জগবন্ধু ব'লে তোমার বন্ধু নয়—জগন্নাথ ব'লে তোমার নাথ নয় গো!

অক্রূর। কেন হে, আমি কি জগৎ ছাড়া জীব নাকি?

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

আমি কি জগতের নয়, তাই কৃষ্ণ আমার কেউ নয়,
জগবন্ধু জগন্ময়, আমা ছাড়া কখন নয়;
দাস গোবিন্দে কয়, রয়েছে মরণের ভয়,
সেদিনে লইতে অভয় পেয়েছি অভয় দাতাকে॥

সুবল। তোমার ও ছেঁদো কথায় ভুল্‌ব না গো! তুমি চোর, তুমি ক্রূর, তুমি নরঘাতক গো! নৈলে কি ব্রজের গোপ-গোপিনী, পশু পক্ষীকে কাঁদিয়ে কৃষ্ণকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পার গো? তুমি চোর—তুমি ক্রূর—তুমি নারকী গো! কৃষ্ণ চোরের বন্ধু নয়—ক্রূরের বন্ধু নয়—নারকীর বন্ধু নয় গো!

অক্রূর। ওহে ব্রজ-রাখাল! কৃষ্ণ চোরের বন্ধু নয় কে বলে গো? সে নিজেই যে চোরের রাজা গো! তার পর সে নিজেই একটা মস্ত পাকা চোর গো! ননীচুরি, বসন চুরি, কলা চুরি পেঁপে চুরি, মন চুরি, সবই ওর অভ্যাস আছে গো! তার পর সেই চোর শুধু চোর নয়—নরঘাতক ডাকাত রত্নাকরকে তিনি বন্ধু ভেবে কোলে নেন্ গো? তবে সে নারকীর বন্ধু নয় কি ক'রে গো? তার পর বল্‌লে যে, কৃষ্ণ ক্রূরের বন্ধু নয়? বলি, তা যদি না হবে, তবে অজামিলের মত নরঘাতী ক্রূরকে বন্ধুর মত উদ্ধার করেছিলেন কেন গো? কৃষ্ণ এ জগতের অতি বড় পতিত পাতকী হ'তে পুণ্যবান্ পর্য্যন্ত সকলের বন্ধু গো! অণু-পরমাণু হ'তে আকাশ পর্য্যন্ত যা-কিছু আছে, কৃষ্ণ সকলেরই বন্ধু গো! আর আমি তোমাদের কৃষ্ণকে

জোর ক'রে কি চুরি ক'রেও নিয়ে যাচ্ছি না গো! জোর ক'রে কি চুরি ক'রে কেউ কি কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে পারে গো? কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়েছে, তাই যাচ্ছেন। তোমরাও কৃষ্ণকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে বল্‌ছ? কৃষ্ণের যদি ইচ্ছা না হয়, তা হ'লে কি তোমরা নিয়ে যেতে পার্‌বে গো?

সুদাম। ওহে শ্রীদাম! এ চোর ভণ্ড ডাকাতটা বলে কি গো! আমাদের কৃষ্ণকে আমরা নিয়ে যেতে পার্‌ব না, উনি নিয়ে যাবেন গো? ভাই সব! ধর্‌ ত—লাঠী ধর্‌ ত—মার্‌ ত—ওর মাথায় মার্‌ ত?

কৃষ্ণ। ভাই সব! কেন তোমরা হিতাহিত হারিয়ে ফেলে মুনিবরকে কুকথা বল্‌ছ গো? আমি যখন ব'লে যাচ্ছি যে কালই আস্‌ব, তখন আর তোমাদের চিন্তা কি গো? আর তোমরা আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না বল্‌ছ? তা ভাই সব! তোমরাও ত এখানে থাক্‌বে না, সবাই ত মথুরায় যাবে গো! সেখানে যজ্ঞ হচ্ছে—কত ধুম-ধাম হচ্ছে – ভাল-মন্দ কত কি খাওয়া যাবে। ব্রজবাসীদের সঙ্গে তোমরাও মথুরায় এস গো! আমি আবার সেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌ব গো! এখন পথ ছেড়ে দেও—আমরা যাই গো!

দাম। ব্যস্‌! এক কথাতেই সব সাফ্‌! কৃষ্ণ রে! এই গুণেই তোকে এত ভালবাসি! সত্যিই ত, আমরাও ত সব এখনই তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি গো! সেখানে ত আবার দেখা হবে, তবে আবার এত ভাবাভাবি কেন গো! ওগো ঠাকুর! কিছু মনে ক'রো না গো! কৃষ্ণ নিয়ে তুমি এগোও, আমরা যাচ্ছি গো!

শ্রীদাম। মুনি গো! আমরা সকলে তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম] আমরা বোকা রাখাল, তোমাকে কত অকথা-কুকথা বলেছি গো, আমাদের মাপ কর গো!

গীত।

ওগো মুনি, চরণে ধরি, কর গো মার্জ্জনা।
তোমার মহিমা জানি না—বুঝি না,
বুদ্ধিহীন মূর্খ আমরা অবোধ রাখাল-জনা॥
মহাত্মারে মোহবশে, কয়েছি কথা কটুভাষে,
নিজগুণে ক্ষম' দোষে করিয়ে করুণা ;—
রাম-কৃষ্ণে ক'রো যতন, পেয়েছ দুর্ল্লভ রতন,
দেখ্‌তে সেথা গোবিন্দ ধন, যাবে গোবিন্দ দাস জনা॥

অক্রূর। ওহে রাখালগণ! তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি গো! এ ধনের বিরহ যে কি, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেউ বোঝে না গো! আমি তোমাদের উপরে রাগ করি নাই গো। এখন মথুরা যাবার জন্য উদ্যোগ কর গে যাও গো!

সুবল। কৃষ্ণ রে! আমরা আজই যাব, ভাই! কিন্তু কালই এখানে আসা চাই!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ ভাই! আমার ঐ এক কথা, কালই আস্‌ব গো!

[রাখালগণের প্রস্থান।

অক্রূর। ওগো কৃপাময়! এইবার তা হ'লে রথ চালাতে পারি গো?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, এইবার রথ চালাও গো, নৈলে আবার কিছু বাধা পড়্‌তে পারে গো!

অক্রূর। ওহে বাধাহারি! তুমি যখন এই রথ-বিহারী, তখন বাধার জন্যে ভাবি না গো, হরি। বাধা ঘটে, তুমিই বাধা কাটিয়ে যাবে গো! তোমার কাজ তুমিই কর গো, মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র।

কৃষ্ণ। হঁ্যা গো, আমার বাপ্-মা কারাগারে কষ্ট পাচ্ছে, আমি তা আর সইতে পার্‌ছি নে গো! তুমি শীঘ্র রথ চালাও গো!

অক্রুর। ওগো আর বুঝি রথ চল্‌বে না গো!

কৃষ্ণ। কেন গো—কি হ'ল গো?

অক্রুর। ওগো, সমুদ্রে বান ডেকেছে গো!

কৃষ্ণ। সে কি কথা গো, বর্ষা-বাদল নেই, অথচ বান ডাক্‌ল কি গো?

অক্রুর। ওগো! এটা বোধ হয় হড়কা বান গো, তাই বাদল-বর্ষা নেই, বান ডেকেছে গো! ঐ কি রকম জলের আমদানি হয়েছে, দেখ না গো! সম্ভব ব্রজবাসিগণের নয়ন-জলে এ বান ডেকেছে গো!

গীত।

এ নয় সাধারণ বান, বিনা বরিষণে বান,
ব্রজবাসীর নয়ন-জলে, সৃষ্ট এ অনাসৃষ্ট বান।
একবার হ'য়ে কৃপাবান, দেখ দেখ ভগবান্,
কেমন জলের বান আসিছে ধেয়ে বেগবান্॥

কৃষ্ণ। কৈ গো, কোন্ পথে গো!

অক্রুর।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

ওই কানে শোন জলেরি কল্লোল,
ওই দেখ কালা তরঙ্গ-হিল্লোল,
ঘোর কোলাহল, কল কল রোল,
বৃন্দাবনে এ কি নবভাবের বান॥

কৃষ্ণ। ওগো! ও ত বান নয় গো!

অক্রূর। ওগো কালাচাদ! বান নয় ত ও কি গো! বানকে ত লোক বন্যা বলে গো! তা ওটা বন্যা নয় ত কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো, ওটা বন্যা নয় গো, ওরা সব গোপের কন্যা গো! আমার বিরহে চোখের জলে ভাস্‌ছে! শীঘ্র চল, নৈলে এর পর যাওয়া দুর্ঘট হবে গো!

অক্রূর। ওগো ঠাকুর! আর ত রথ চালান' যাবে না গো!

কৃষ্ণ। কেন গো, কি হ'ল গো?

অক্রূর। ওগো! পালে পালে রমণীর পাল এসে পথরোধ কর্‌লে গো!

গীতকণ্ঠে রাধা সহ বৃন্দাদি সখীগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

হায়, কি করিলে নিঠুর শ্রীহরি।
প্রাণ ফেটে যায়, জ্বালা নাহি সয়,
কেমনে যাইবে ব্রজ পরিহরি॥
মজাইয়া অবলা কুল-ললনা,
ফাঁকি দিয়ে যাও করি ছলনা,
কেমন রীতি কালা বল না—বল না,
ভাল কাঁদালে ললনা, পিরীতি সংহরি॥

রাধা। ওগো রথের সারথি। তোমার রথ চালাও গো, কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছ, আর রাধাকে রথচক্রতলে মেরে রেখে যাও গো!

গীত।

আর ছার প্রাণে আমার কিবা প্রয়োজন।
কৃষ্ণ-হারা রাধার জীবন, হ'ক চক্রতলে বিসর্জ্জন ॥
কালা যদি ছেড়ে যাবে,
রাই কি তবে বেঁচে র'বে,
কানুর বিরহে রাই মরিবে মরিবে ;—
(কৃষ্ণহারা বিরহিণী রাই মরিবে মরিবে)
(পাগলিনী হ'য়ে এ রাই মরিবে মরিবে)
হেরিতে হেরিতে ওই কালোরূপ,
মরিতে বাসনা রথচক্রে,
ত্যজিব জীবন যমুনা-জীবনে
নয় বধি কাল-চক্রে ;
(বধ' বধ' হে মোরে)
(কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ সইতে নারি, বধ' বধ' হে মোরে)
মোরা হরি হরি ব'লে রথচক্র-তলে
করিব এ প্রাণ বর্জ্জন ॥

[চক্রতলে শয়ন]

বৃন্দা। ওহে নিষ্ঠুর কালা! তোমার মনে এই ছিল গো? ব্রজ আঁধার ক'রে আজ মথুরায় চলেছ গো! যাবার সময়ে একবার দেখা ক'রে একটা মুখের কথাও ব'লে যাচ্ছিলে না গো? পাষাণের মত তোমার একি ব্যাভার গো? একবার দেখ গো—তোমার ব্যাভারে রাইকে বাঁচান কেমন ভার হয়েছে, দেখ গো!

গীত।

ওহে নিঠুর কালিয়া,
দেখ তোমার পদতলে, রথচক্র-তলে পড়েছে রাই।
মরেছে কি মূর্চ্ছা গেছে গো
কিছুই তার ঠিক নাই॥
যার পায়ে ধ'রে সেধেছিলে,
মানভঞ্জন করেছিলে,
আজি তারে কাঁদাইলে,
তোমার পিরীতের মুখে ছাই॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে, কেন তোমরা এমন কর্‌ছ গো? আমি কালই ত আবার ফিরে আস্‌ব গো। এখন আমার নাম শুনিয়ে অচৈতন্য শ্রীমতীকে চৈতন্য দিয়ে, ঘরে নিয়ে যাও গো। মুনিবর! মথুরার পথে রথ চালাও গো!

রাধা। [উঠিয়া] ওগো যেয়ো না—যেয়ো না, আমাকে ফাঁকি দিয়ে যেয়ো না গো! তোমার পায়ে পড়ি হরি; অবলাকে প্রাণে ব'ধো না গো!

গান।

ব'ধো না—ব'ধো না নাথ,
অবলারে প্রাণে ব'ধো না।
আমার মনের সকল সাধে,
সাধে সাধে বাদ সেধো না॥

যেয়ো না— যেয়ো না, চরণে ঠেলো না.
কোলে তুলে নিয়ে অকূলে ফেলো না,
ক'রো না ছলনা, মেরো না ললনা,
ফিরিবে কবে বল না—বল না ॥
আমি যে তোমার বিরহে পলকে,
আঁধার দেখি গো এই ত্রিলোকে,
মরিব পুলকে আঁখির পলকে,
তবু তোমা ছাড়া হব না—হব না ॥

কৃষ্ণ। কমলিনী গো! কেন এমন কর্‌ছ গো?

রাধা। ওগো! তুমি না ব'লে কোথায় যাচ্ছ গো?

কৃষ্ণ। আচ্ছা গো, কোথায় যাচ্ছি—ব'লে যাচ্ছি শোন— (সুরে)

যাইব সে মথুরায়, ভেটিবারে কংস রায়,
নিমন্ত্রণ করেছে সে পত্রের দ্বারায়।
ভক্ত আমার আছে কারায়, উদ্ধারিতে তাদের ত্বরায়,
অক্রূরের রথে যায় কানু বলরায় ॥

রাধা।—[সুরে]

ওগো, কবে আসিবে ফিরে, কবে দেখা দেবে দাসীরে,
বল—বল জীবন-বল্লভ'।
আসার আশায় তব, ধৈরজ ধরিয়া র'ব,
ত্বরায় ফিরে এসো হে কেশব ॥

কৃষ্ণ।—[সুরে]

ওগো রাই আসিব কাল, অপেক্ষায় রহ কাল,
কাল হ'লে পাবে কালো-সখা।

এখন যাবার কাল, আসিব আবার কা'ল

কাল এসে দিব ঠিক দেখা ॥

রাধা ।—[সুরে] বঁধু হে ভুলো না চিরদাসীরে ।

পাসরি আমার কথা, দেরি যেন ক'রো না সেথা,

আসি হেথা দিয়ো পদধূলি শিরে ॥

কৃষ্ণ ।—[সুরে] পরিহরি বৃন্দাবন, পাদেক না করি গমন,

তোমা ছাড়া কভু নই, ধনি ।

তোমার প্রেমের কথা, পুরাণে রহিবে গাঁথা,

যার তরে মোর মুরলীর ধ্বনি ॥

রাধা ।—[সুরে] বেশি বলিবার নাই, যা খুশি কর কানাই,

শুধু দয়া চাই হে তোমার ।

যদি তোমা নাহি পাই, প্রাণেতে বাঁচিব নাই

রাই- প্রাণ হইবে সংহার ॥

কৃষ্ণ । ওগো শ্রীমতি ! তুমি নিশ্চিন্তে গৃহে যাও গো, আমি তবে এখন আসি গো !

রাধা । ওগো সখা, কাল আস্‌বে ত গো ?

কৃষ্ণ । হ্যাঁ গো ধনি ! কাল আস্‌ব গো !

রাধা । বলি বঁধু হে, ঠিক কালই আস্‌বে ত গো ?

কৃষ্ণ । রাধে ! আজ আস্‌তে পার্‌ব না গো, ঠিক কালই আস্‌ব গো !

রাধা । ওগো কালাচাঁদ ! কাল যদি এস গো, তবে এখন যাও গো !

কৃষ্ণ । আচ্ছা গো, তবে যাই । মুনিবর ! রথ চালাও গো !

অক্রূর । রথীর যখন অনুমতি পেয়েছি, তখন আর সারথির দেরি কি গো ? জয় রাম-কৃষ্ণের জয় ! [রথ চালাইলেন]

সকলে । ওই রথে রাম-কৃষ্ণ মথুরায় যায় গো !

গীত।

ওই যায় যায় যায়, মথুরায়
আমাদের প্রাণের পাখী ;
কাল আস্‌ব ব'লে গেল চ'লে,
আমাদের দিয়ে ফাঁকি ॥
চল সখি গৃহে থাকি,
কালের মুখ চেয়ে থাকি,
কালা আস্‌বে ঠিকই,
চল গো তার আশায় থাকি ॥

বৃন্দা। ওগো, কৃষ্ণকে স্বরূপে দেখ্‌তে না পেলে অরূপে দেখ্‌তে হয় গো ? মনে মনে তাঁর রূপ ভাব' আর মুখে তাঁর নাম কর গো। এখন সবাই মিলে কৃষ্ণের জয় দিতে দিতে গৃহে যাই চল গো।

গীত।

প্রাণ কানাই, বিনয় জানাই,
এসে হে যেন কাল।
কালের আশা ক'রে মোরা,
আস্‌ব এগিয়ে নিতে কাল ॥
তুমি হে জীবনের জীবন,
রেখো হে অবলার জীবন,
দাস গোবিন্দে দিও চরণ,
যেন ভয়ে কাঁপে কাল ॥

সম্পূর্ণ।

নিমাই-সন্ন্যাস

গীতি-নাটিকা

চরিত্র।

পাত্র।

নিমাই (শ্রীগৌরাঙ্গ)... ... শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

নিত্যানন্দ (অবধূত) ঐ লীলা-সহচর।

অদ্বৈত
শ্রীবাস
গদাধর
মুকুন্দ
মুরারি
হরিদাস
নরহরি

} ... . বৈষ্ণবগণ

জগাই
মাধাই

} ... ... পাষণ্ডদ্বয়।

মহান্ত, রামসিং ছাত্রগণ।

পাত্রী।

শচী ... ... নিমাইয়ের মাতা।

বিষ্ণুপ্রিয়া ... ... নিমাইয়ের পত্নী।

নিমাই-সন্ন্যাস

প্রথম অঙ্ক

বৃক্ষতল

সূচনা-গীত।

একাঙ্গ গৌরাঙ্গ অঙ্গ হব হে সহচরী।
রাই আমার পরশ-মণি বিনে, সে মাধুরী ধরি॥
দু-আত্মা এক-আত্মা হ'য়ে, হব দণ্ডের দণ্ডধারী,
আমি পরম আত্মীয় হ'য়ে, পরমাত্মা মিশাইয়ে,
ফাল্গুন পূর্ণিমা-তিথি, গ্রহণ করিব স্তুতি,
প্রকাশ করিব জ্যোতি, যতী রূপ ধরি;—
শচী-গর্ভে অবতীর্ণ, নাম হইবে শ্রীচৈতন্য,
(আমি) জগৎ করিব ধন্য, হরিনাম শক্তি সঞ্চারি।
স্বরূপ রায় রামানন্দ, এদের সহিত করিব আনন্দ,
জগন্নাথ জগদানন্দ চন্দ্রমুখ হেরি;—
বলদেব—নিত্যানন্দ, মহাদেব অদ্বৈতচন্দ্র
দাসানুদাস শ্রীগোবিন্দ হইবে প্রেম-ভাণ্ডারী।

মহান্তের প্রবেশ।

মহান্ত — [তুক্কা]

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
জয়তি জয়তি দেব কৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রৌ।
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা॥
জয়তি জয়তি ভৃত্যাস্তস্য বিশ্বেশ মূর্ত্তেঃ।
জয়তি জয়তি নিত্যং ভাব্য সর্ব্বপ্রিয়ানাং॥

গীত।

জীব কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ,
নিত্যানন্দে মজ' পাবে চৈতন্য॥
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য,
প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব
যে করয়ে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বজ্ঞানী, স্ব-সত্ত্বেতে ধন্য॥
প্রভুর প্রিয়োত্তম, ছয় গোসাঞি তৃণবন্ত,
দ্বাদশ গোপাল. চৌষট্টী মহান্ত শান্ত, মহাদান্ত,
ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত,
অনন্ত ভ্রান্ত জীব সামান্য॥
প্রভু শ্রীনিবাস, পূরাও অভিলাষ,
ঘুচাও কু-বিলাস হৃদয়ে কর বাস,

দেহ শ্রীপদে বাস, দাসের এই আশ্বাস,
তব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত রায়, পাপী-তাপী যে তরায়,
বন্দি অরবিন্দ পদদ্বন্দ।
যাঁহার কৃপার জোরে, চৈতন্ত কীর্ত্তন স্ফুরে,
বন্দি সেই প্রভু নিত্যানন্দ ॥
গৌর ভক্তবৃন্দ যত, কেমনে কহিব তত্ত্ব,
অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
পবিত্র চরণধুলি, দেও মোরে সবে মিলি,
পার হব এ ভব-সাগর ॥
নদীয়া নগরে ধাম, জগন্নাথ মিশ্র নাম,
বসুদেব সম ভাগ্যবান্।
ভার্য্যা তাঁর শচীদেবী, রত্নগর্ভা মহাদেবী,
যাঁর গর্ভে জন্মে ভগবান্ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
বিশ্বম্ভর বিশ্বমূলাধার।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে, শুভ-লগ্নে, শুভ-দিনে
জন্মিলেন ভব-কর্ণধার ॥
চন্দ্রের গ্রহণ কালে, সহ খোল করতালে
উঠিল মঙ্গল হরিনাম।
সংকীর্ত্তন অগ্রে করি, অবতীর্ণ গৌরহরি
ধন্ত নবদ্বীপ পুণ্যধাম ॥
বাল্যকালে শিশুরূপে প্রকাশ প্রভুতরূপে
প্রভু মোর পরমেষ্ট দাতা।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, চিহ্নিত চরণ-চিহ্ন,
গৃহতলে দেখে পিতা মাতা ॥
শৈশবে প্রভুকে মোর, হ'রে ল'য়ে গেলা চোর,
গাত্র-অলঙ্কার-লোভবশে ॥
ভ্রমান্ধ সে জ্ঞানহীনে ভ্রমাইয়া সারাদিনে
গৃহে প্রভু আনিলেন শেষে ॥
বাল্যে শ্রীহরি-বাসরে, জগদীশ হিরণ্যঘরে,
কৈলা প্রভু নৈবেদ্য ভোজন।
শৈশবে ক্রন্দন করি, বলায় সকলে হরি,
শুনিবারে হরি-সংকীর্ত্তন ॥
সংসারে হ'য়ে বিরূপ, গৃহত্যাগী বিশ্বরূপ,
জগন্নাথ গেলা পরলোক।
পতি-পুত্র দুই হারা, দুই চক্ষে অশ্রুধারা,
শচী মা সহিছে দুই শোক।
শৈশবে শিশুর তুল্য, গৌরাঙ্গের কি চাঞ্চল্য,
শিশু সঙ্গে গোকুল-বিহার।
যথাকালে পাঠারম্ভ, করিলেন গৌর ব্রহ্ম,
অল্পে অধ্যাপক গুণাধার ॥
সকল পড়ুয়া মেলি, কি নির্ভয় জলকেলি,
জাহ্নবীর তরঙ্গে তুফান।
সর্ব্বশাস্ত্র করি জয়, গৌর পণ্ডিতের জয়,
সমকক্ষ নাহি বিদ্যমান ॥
গেলা প্রভু কৃপাবশে, প্রাচ্য ভূমি বঙ্গদেশে,
তীর্থ হইল পেয়ে শ্রীচরণ।

সকল ভক্তের মনে, শান্তি দিয়া অনুক্ষণে,
মহাপণ্ডিতের বিচরণ ॥
দিব্য বেশ-ভূষা-সুখ, সুদিব্য ভোজন-সুখ,
শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বসুখদাতা।
নিত্য দিব্যচন্দ্রমুখ নিরখি অতুল সুখ,
আনন্দে মগন শচীমাতা ॥
শ্রীগোবিন্দ দাসে কয়, কেশব কাশ্মিরী রয়,
বিদ্যাবলে করে দিগ্বিজয়।
প্রভু তারে বুদ্ধিবলে, পরাজিয়া তর্ক-ছলে
বিশ্বজয়ীরে করিলা জয় ॥

(সুরে)

শুন শুন শুন সবে শ্রীচৈতন্য-কথা।
আধি ব্যাধি শোক তাপ খণ্ডে মনোব্যথা ॥
জন্মালে মরিতে হয়, এ সংসার মিথ্যা।
সংসারেতে সার মাত্র শ্রীহরির কথা ॥
গৌরগুণে ভক্তি মুক্তি দূর ভব-ব্যথা।
গোবিন্দ দাসে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ-গাথা ॥

গীত।

হৃদয়-নদীয়া-পুরে, এস হে মন-মন্দিরে,
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্য নটবর।
আপনি সদয় হ'য়ে নিজগুণ প্রকাশিয়ে,
পুণ্যময় কর পাপী-কলেবর ॥

ভীষণ কলিযুগে ভীষণ ভব ভয়,
ভীষণ মরণ-দিনে ভীষণ যম-ভয়,
ভীষণ যমদূতের ভীষণ তাড়না-ভয়,
তার' অভয়-দাতা, ভয়ত্রাতা
দিয়ে এ দীনে অভয় বর ॥
কলুষ কলুষিত ঘোর এ কলিকাল,
কালে কালে কালগত, আগত নিদান-কাল,
এ কাল সে কাল গেল যে সব কাল,
ধর্‌বে এসে শেষে কেশে কাল—
পেয়ে সেই তরাস, সতত হতাশ,
এ গোবিন্দ দাস ভ্রমান্ধ বর্ব্বর ॥

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। ওগো, এখানে তুমি কে বট' গো?

মহান্ত। ওগো নিমাইচাঁদ! আমি একজন মহান্ত গো! তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

নিমাই। ওগো মহান্ত! বলি, তুমি কোন্ মহান্ত গো?

মহান্ত। ওগো নিমাইচাঁদ! আমি যে কোন্ মহান্ত, তা তোমারে কেমনে বল্‌ব গো?

নিমাই। সে কি গো, তুমি মহান্ত হয়েছ, তবু তোমার মোহ অন্ত হয় নি? তুমি কোন্ মহান্ত, তা বুঝ্‌ছ না গো?

মহান্ত। না গো ঠাকুর! আমি তোমার ও ঠাম্ কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না গো!

নিমাই। বলি, ওগো মহান্ত মশাই! তোমার নাম কি গো?

মহান্ত। ওগো ঠাকুর! আমার নাম শুন্‌বে? তা শোন না আমি বল্‌ছি গো!

গীত।

নিমাই চাঁদ হে, আমি জানি না নিজের নাম।
কোথায় জন্মেছি, তাও ত জানি না,
আরো জানি না বাবার নাম॥

নিমাই। কেন গো! তুমি এ সব নাম জান না কেন গো?

মহান্ত। ওগো নিমাইচাঁদ! কেন জানি না, বলি শুন গো!

[গীতাংশ]

যখন জন্মেছি তখন ছিল না'ক জ্ঞান,
জগৎ চিন্‌লেম যখন, তখন হতজ্ঞান,
সংসারেতে আস্থা নাই, গাই গোবিন্দের নাম,
সকল নাম হারিয়ে এখন হয়েছি নির্নাম॥

নিমাই। বলি, তুমি কি নামে পরিচয় দেও গো!

মহান্ত।— [গীতাবশেষ]

মহান্ত নামে দিই পরিচয়, জানি মহান্ত নাম,
মহান্ত বটে নাম--মোহ অন্ত নয় নাম,
মহান্তের নাম সার, শ্রীগোবিন্দের নাম,
সংকীর্ত্তনে নেচে নেচে গাই সে হরিনাম॥

নিমাই। তা' মহান্ত মশাই! এখানে কেন গো?

মহান্ত। ওগো ঠাকুর! এখানে তোমায় প্রণাম করতে এসেছি গো! শুন্‌লেম—তুমি নাকি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে জয়

করেছ, তাই তোমার গুণে মোহিত হ'য়ে তোমায় গড়্ কর‍্তে এসেছি গো!

নিমাই। ওগো মহান্ত! আমার সাধ্য কি গো যে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় কর‍্তে পারি? তবে সে কিসে বিজয় হয়েছে শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো—

গীত।

জয়-বিজয় যাহার দ্বারী,
এ বিজয় তাহারি বিজয়।
নৈলে যে জন করে দিগ্বিজয়,
কোন্ জন তায় করে বিজয়।
কেশবের নামে দিয়ে জয়,
কেশবে করেছি গো জয়,
তার দিগ্বিজয় কি আমার জয়,
এ জয়. জয় গোবিন্দের জয়,
এ জগতে কিছু নয় অ-জয়,
যে সর্ব্বজয়, যে জয়ের জয়,
দাস গোবিন্দের ভয় শমন-জয়,
তার কাছে সব জীব পরাজয়॥

মহান্ত। ওগো নিমাইচাঁদ! আমাকে তোমার সহচর কর‍্তে হবে গো!

নিমাই। ওগো মহান্ত মশাই! আমি তোমায় সহচর কর‍্ব কি গো, আমি নিজে যে শ্রীগোবিন্দের অনুচর গো! যদি সহচর হ'তে চাও, তবে চরাচরের কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দের চর অনুচরের সহচর হও গো!

গীত।

ওগো যদি হবে সহচর,
তবে হও তার সহ চর।
ভূচর খেচর জলচর নিশাচর,
যার করগত সহ চরাচর ॥
কে তোমায় করেছে ভূ চর,
কে চরায় এই জগত-চর,
যে দেখালে এই চরাচর—
না হ'য়ে তার অনুচর,
কেন তবে অনুচরের অনুচর ॥

মহান্ত। ওগো নিমাইচাঁদ গো! তোমার মত পণ্ডিত আর কেউ নেই, তাই তোমার অনুচর হ'তে চাই গো। ঠাকুর মশাই! পায়ে ধরি গো, প্রণাম হই গো! [প্রণাম] নিজের কৃপায় আমায় তোমার শ্রীপায় স্থান দেও গো!

গীত।

ধরি শ্রীপায়, ঠেলো না পায়,
রেখো পায় হে গৌরহরি।
যেন তোমার কৃপায়, আত্মা ত্রাণ পায়,
যেন যাতনা না পায় নরকে বিহরি ॥
হরণ কর আমার সকল অন্ধকার,
দূর কর আমার বাসনা-বিকার,
কেড়ে নেও আমার আমিত্ব অহঙ্কার,

তুমি নিরাকারে নীরাকার সাকারে সাকার
আকার ওহে নরহরি ॥
গুরু হ'য়ে আমার ধরেছ গৌরাকার,
ওহে নিমাই গোঁসাই দেখাও নীরাকার,
সবাকার মনে কর একাকার,
ওহে শ্রীগোবিন্দ এ দাস গোবিন্দ
যাচিছে পারের তরী ॥
(শমন-ভয়ে শিহরি)

নিমাই। ওগো মহান্ত! এখন তুমি এখান থেকে যাও গো! সমায়ান্তে দেখা ক'রো গো! এখন আমার ছাত্রগণ আস্‌ছে, এখন আর আমায় বিরক্ত ক'রো না গো!

মহান্ত। ওগো নিমাই গোঁসাই! তোমার আজ্ঞা আমার গুরু-আজ্ঞা গো! তা কেমনে লঙ্ঘন কর্‌ব? এক্ষণে প্রণাম হই! [প্রণাম] যেন দাসকে বঞ্চনা ক'রো না, প্রভু! [প্রস্থান।

ছাত্রগণের প্রবেশ।

ছাত্রগণ। জয় হ'ক্—আমাদের নিমাই পণ্ডিত মশায়ের জয় হ'ক্।

১ম ছাত্র। যা হ'ক্ ভাই, আমাদের পণ্ডিত মশায় খুব পণ্ডিত বটে গো!

২য় ছাত্র। তা না হ'লে কি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের বিজয়ী হ'তে পারেন গো?

৩য় ছাত্র। সে যদি দিগ্বিজয়ী, তবে আমাদের এই পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে একটি কথাও কইতে পার্‌লে না কেন গো? সে আবার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—না ঢেঁকি!

৪র্থ ছাত্র। ওরে ভাই, সে ঢেকিও নয়—মুষলীও নয়—পণ্ডিতও নয়, সে মূর্খ-পণ্ডিত—মূর্খ-পণ্ডিত !

নিমাই। ওগো ছাত্রগণ ! তোমরা সব তাঁকে এ কি কথা বল্‌ছ গো ? ও কথা বল্‌তে নেই। তিনি যে সত্য-সত্যই একজন মাননীয় পণ্ডিত গো !

১ম ছাত্র। তার চেয়ে আপনি ত মহাপণ্ডিত গো !

নিমাই। ওগো, এ সব পরচর্চ্চায় কাজ নেই গো। এক্ষণে বাজার করি গে চল গো !

২য় ছাত্র। ওগো ঠাকুর-মশাই ! বাজার করতে যাব কি ? কাছে পয়সা-কড়ি নেই যে গো !

নিমাই। কেন গো, পয়সা-কড়িতে কি হবে গো ?

৩য় ছাত্র। পয়সা-কড়ি নৈলে কি দিয়ে বাজার হবে গো ?

নিমাই। ওগো, তোমরা তা জান না—তাই ওকথা বল্‌ছ গো ! যাদের পয়সা নেই, তাদের কি বাজার হয় না ? তাদের মিষ্টি কথাই যে, পয়সা গো ! মিষ্টি কথায় যে, জগৎ বশ হয় গো !

১ম ছাত্র। রামঃ ! পয়সা নৈলে বাজারে যাব কোন্ মুখে গো ? সে হবে না। পয়সা কি সাধারণ জিনিষ, পয়সাতেই এই দুনিয়া ! পয়সা না পেলে শুধু মুখের মিষ্টি কথায় কেউ ভুল্‌বে না গো !

গীত।

পয়সা নৈলে মিষ্টি কথায়
ভুল্‌বে না ত লোক।
মিষ্টিকথা পয়সা হ'লে
ভূলোক হ'ত স্বর্গলোক ॥

পয়সাহীন যে লোক,
লোকে কয় তায় গরীব-লোক,
সে পায় না পুলক, সুখের আলোক,
দুঃখ ভোগে ইহলোক ॥
পয়সা বিনে কোন লোক,
দেখ্‌তে পায় না তীর্থলোক,
জনলোকে যত লোক
পয়সা বিনে বৃথা লোক ॥
পয়সা-হীনের বিরূপ ত্রিলোক,
হয় না তার ইহ-পরলোক,
দাস গোবিন্দের শমন-লোক,
যেদিন স্থির হবে চোখের পলক ॥

মুকুন্দ দত্তের প্রবেশ।

মুকুন্দ। ঐ যে নিমাই পণ্ডিত! ওকে আমার বড় ভয় হয়। আমি বৈষ্ণব ব'লে আমাকে দেখ্‌লেই শাস্ত্রের তর্ক ক'রে জ্বালিয়ে মার্‌বে! কাজ নেই বাবা, ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। শ্রীহরি ব'লে এক পাশ দিয়ে স'রে পড়ি। [গমনোদ্যত]

১ম ছাত্র। ওগো পণ্ডিত মশাই! মুকুন্দ দত্ত আপনাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, দেখ গো!

২য় ছাত্র। আমাদের পণ্ডিতকে দেখে ভয় পেয়ে পালাচ্ছে গো!

নিমাই। তা নয় গো, ও আমাকে অ-বৈষ্ণব মনে করে, তাই পালাচ্ছে গো! [মুকুন্দকে ধরিয়া] ওগো মুকুন্দ! তুমি কোথায় পালাবে গো?

মুকুন্দ। এ-হে-হে, এই ধ'রে ফেলেছে গো, এইবার সাম্‌লে আর কি? ওগো ঠাকুর! ছেড়ে দেও, আমার অনেক কাজ আছে গো!

নিমাই। কাজ আছে বৈকি? আমার হাতে তোমার এড়ান্ নেই গো! আজ পালালেও কালে তোমাকে এমন বাঁধ্‌ব যে, তখন টের পাবে গো!

মুকুন্দ। ওগো ঠাকুর! কালে কি ক'রে আমায় বাঁধ্‌বে গো?

নিমাই। মুকুন্দ গো! তোমায় কি ক'রে বাঁধ্‌ব, শোন গো!

গীত।

বাঁধিব তোমায় মুকুন্দ, গোবিন্দ নামের বাঁধনে।
এড়াতে নারিবে তখন আমার প্রেমের বাঁধনে॥
এখনো হয় নি সে কাল,
আছি চেয়ে সেই সে কাল,
হবে যখন সেই সু-কাল,
চিরকাল রবে বাঁধনে॥
তুমি গো পরম বৈষ্ণব,
ভাব মনে মোরে অ-বৈষ্ণব,
হব বৈষ্ণবের উপরে বৈষ্ণব,
পাই যদি সাধনের ধনে;—
দাস গোবিন্দ না চায় অন্য ধনে,
চায় সেই শ্রীগোবিন্দ ধনে॥

মুকুন্দ। ওগো ঠাকুর! সে যখন বাঁধ্‌বে, তখন দেখা যাবে গো! এখন আমাকে ছেড়ে দেও বাবা, আমার অনেক কাজ আছে গো!

নিমাই। ওগো মুকুন্দ! তুমি আমাকে যা ভাব, আমি তা নই গো!

মুকুন্দ। ওগো ঠাকুর! আমি তোমায় কি ভাবি গো?

নিমাই। তুমি আমায় অ-বৈষ্ণব ভাব গো!

মুকুন্দ। ওগো ঠাকুর! আমি নিজেই যে অ-বৈষ্ণব, আমি কি কখন তোমায় অ-বৈষ্ণব ভাব্‌তে পারি গো?

নিমাই। ওগো, যদি আমায় অ-বৈষ্ণব না ভাব, তবে পালাচ্ছ কেন গো?

মুকুন্দ। ওগো! আমার কাজ আছে, তাই পালাচ্ছি গো!

নিমাই। তুমি যতই কাজের দোহাই দেও, আমি তোমার মনের ভাব বুঝেছি গো! তা শোন গো মুকুন্দ দত্ত! আমি একদিন এমন বৈষ্ণব হব, তখন আর তুমি আমাকে দেখে পালাতে পার্‌বে না গো।

মুকুন্দ। ওগো ঠাকুর! বৈষ্ণব হওয়া কি সহজ কথা গো? এই দেখ না—আমি এত ক'রেও বৈষ্ণব হ'তে পারি নি গো।

নিমাই। কিন্তু আমি এমন বৈষ্ণব হব যে, শিব-ব্রহ্মাও আমার দ্বারস্থ হবেন গো!

মুকুন্দ। ওগো, ছেড়ে দেও গো! তুমি শিব-ব্রহ্মাকেও ভয় কর না? তুমি ঘোর নাস্তিক—তোমার কাছে থাক্‌তে চাই না গো! আমায় ছেড়ে দেও বাবা, ছেড়ে দেও।

নিমাই। আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়্‌ব না গো! তবে যদি কিছু অর্থ দিয়ে দেও, তবে তোমায় ছাড়্‌তে পারি গো!

মুকুন্দ। দোহাই ঠাকুর! অর্থ কোথা পাব গো? তোমার পায়ে ধরি, আমারে ছেড়ে দেও; আমার সব কাজ পণ্ড ক'রো না গো!

গীত।

পায়ে ধরি গৌরহরি, ক'রো না বিবাদ।
দীনহীন কাঙাল আমি, আমার সনে কেন এ বাদ ॥
অসমর্থ অপদার্থ
নাইক আমার অন্ন অর্থ,
অর্থ যে কি পদার্থ, জানি না তার কোন সংবাদ ॥
অভাব পূর্ণ হয় না আমার ভবের বাজারে,
জঠর-জ্বালা ঘুঁচাতে যাই পরের দুয়ারে ;—
ভিক্ষা ক'রে ভরাই ঝোলা,
এমনি আমার অভাব-জ্বালা,
শমন পুরীর দুয়ার খোলা, ভাবিতে গোবিন্দের বিষাদ ॥

শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস। নিমাই! এখানে ও কি হচ্ছে গো? নিমাইচাঁদ তোমার ঐ কুস্বভাবটা এখনও গেল না গো?

নিমাই। ওগো পণ্ডিত মশাই! আমার কি স্বভাব-দোষ দেখ্‌লেন গো!

শ্রীবাস। তুমি মুকুন্দ দত্তকে ওরূপ বিরক্ত কর্‌ছ কেন গো?

নিমাই। আজ্ঞে, এটা বিরক্ত করি নি। ওকে আমার অনুরক্ত কর্‌বার জন্য এমন কর্‌ছি গো!

শ্রীবাস। ওতে আনুরক্তি আসে না, বিরক্তিই ঘটে গো!

নিমাই। আচ্ছা, ও যদি বিরক্তই হয়, তবে এই ছেড়ে দিলাম গো! [তথাকরণ]

[মুকুন্দ দত্তের সত্বর প্রস্থান

শ্রীবাস। দেখ নিমাই! এ সব ভাল কথা নয় গো! ঈশ্বরের দয়ায় ভাল পণ্ডিত হয়েছ শুনে সুখী হ'লেম; আবার তোমার কোন নিন্দার কথা শুন্‌লে তাও আমার সহ্য হয় না গো! আমি তোমায় বড় স্নেহ করি গো! কেন যে স্নেহ করি, তা তুমি জান না, আমি বলি তুমি শোন গো!

গীত।

বাল্যাবধি নিরবধি স্নেহ করি গৌরসুন্দর।
জগন্নাথ মিশ্রের কুলে জন্মেছেন কুল-ধুরন্ধর॥
শুনি যদি তোমার কলঙ্কের কথা,
অন্তরে আমি পাই যে বড় ব্যথা,
শুনিলে তোমার সুখ্যাতি-বারতা,
উথলে আমার আনন্দ-সাগর॥
ভুবনমোহন রূপ ধর গৌরশশী,
শশী জিনি রূপ বড় ভালবাসি,
রূপের অনুরূপ সৎস্বভাব প্রকাশি,
হও গোবিন্দের নয়ন-শোভাকর॥

নিমাই। পণ্ডিত মশাই! এ সব কথা শুন্‌বেন না। আমি এখন বালক ব'লে লোক আমাকে গ্রাহ্য করে না; তাই এ কলঙ্ক রটায় গো!

শ্রীবাস। আচ্ছা, নিমাই! তুমি লেখা-পড়া শিখে কি ফল পেয়েছ গো?

নিমাই। আজ্ঞে, তা আমি বুঝি না গো!

শ্রীবাস। বলি নশ্বর, নর-দেহের চরম উদ্দেশ্য কি বুঝ্‌লে গো?

নিমাই। আজ্ঞে, তা—তা—আপনিই বলুন গো!

শ্রীবাস। শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-লাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য [illegible] সে সব না ক'রে, বৃথা শাস্ত্রালোচনা কর্‌ছ; তাতে তোমার কি ফললাভ হবে গো?

নিমাই। পণ্ডিত মশাই গো! এতে যে কি ফল লাভ হবে, তা আমি জানি না গো। তবে যা হবে, তা আমার মঙ্গল ফলই হবে গো!

শ্রীবাস। তোমার যা মঙ্গল ফল হবে, তা আর আমার বুঝ্‌তে বাকি নেই গো!

নিমাই। ওগো পণ্ডিত মশাই! আজ তা কেমনে বুঝ্‌বেন গো?

শ্রীবাস। ওগো উঠ্‌তি মুলো, পাতায় চেনা যায় গো!

নিমাই। তা বটে, কিন্তু গাছ হ'লেই কি তা'তে ফল হয় গো? ফল যথাকালে ফলে গো!

গীত।

ফলিবে কি ফল, কি আছে ভাগ্যে ফল,
যেমন কর্ম্মফল, ফল্‌বে ত তেমনি ফল।
তোমার শিক্ষার ফল, হবে না বিফল,
সুফল কি কুফল ফলিবে যে ফল,
সকল ফল হইবে সফল॥
গাছ হ'লেই তা'তে ফলে কি গো ফল,
ফল ফল্‌বার কালে আপনি ফলে ফল,
গাছ-পাকা ফল, পাকা গাছের ফল,
দেহ-গাছের ফল আপন কর্ম্মফল॥
(তোমার) শিক্ষার ফলাফল, যখন দিবে ফল,
সে ফল দেখে হবে জীবন সফল,
দাস গোবিন্দের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফল
কল্প গাছে ফলে চতুর্ব্বর্গ ফল॥

শ্রীবাস। ওগো নিমাই! তুমি পণ্ডিত ব'লে মনে মনে অভিমানী হয়েছ, তার ফলে কুফলই ফল্‌বে, সুফল ফল্‌বে না গো!

নিমাই। না গো পণ্ডিত মশাই! আপনার শিক্ষার ফল, কুফল কি বিষফল হবে না গো! পরে বুঝ্‌বেন, এখন পার্‌বেন না। আমি একদিন এমন বৈষ্ণব হব যে, শিব ব্রহ্মা, ইন্দ্র চন্দ্র, কুবের বরুণ, যম তেত্রিশ কোটী দেবতা আমার দ্বারস্থ হবেন গো!

শ্রীবাস। হায় হায়, আমি এমন চঞ্চলকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে এসেছি নিমাই! তুমি কি দেবতা, ব্রাহ্মণ, কি ঈশ্বর মান না গো?

নিমাই। সোঽহং—শ্রীভগবান্ যিনি, আমিও তিনি, তবে আমি আবার কা'কে মান্‌ব গো?

শ্রীবাস। ওগো নিমাই! এতদিনে আমার সব আশাই জলে গেল গো!

গীত।

ফুরাইল সকল আশা,
নিমাই হ'তে আর নাই কোন আশা।
ছিল যা মনে আশা তা এখন হ'ল নিরাশা॥
ছিল মনে আশা, পণ্ডিত নিমাই,
হবে একদিন বৈষ্ণব গোঁসাই,
এমন নাস্তিক যে তা কভু ভাবি নাই,
গোবিন্দ দাসের নয় ত এ ভাষা॥

যাই, আর ভেবে কি হবে? যা হবার তাই হবে।

নিমাই। ছাত্রগণ! এইবার তোমরা একবার হরি হরি বল, আজ গ্রহের ডোর মোচন কর্‌লেম গো! [তথাকরণ]

ছাত্রগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরি হরিবোল!

নিমাই। (সুরে)

আহা, মরি মরি কিবা যে মাধুরী,
নামের ভিতরে আছে।
শ্রবণে শ্রবণে, পুলক জীবনে,
নামে মন ম'জে গেছে ॥
হা কৃষ্ণ করুণাময়, কোথা তুমি এ সময়,
অসময় এস রসময়।
আর কিছু নাহি চাই, আর না রহিব নিমাই,
হরি প্রেমে হব প্রেমময় ॥
কোথা নন্দ-নন্দন, ত্রিজগত বন্দন,
ছেদন কর মায়া-বন্ধন ॥
শ্রীগোবিন্দ দাসে কয়, নিদানে কালের ভয়
হর হরি শ্রীমধুসূদন ॥

গীত।

একবার এস হে হরি, গোলক-বিহারী,
দেও দেখা কৃপা করি।
শুনে তোমার নাম, তরি পরিণাম,
হরিনাম বিনে নাই পারের তরী ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
(আর গতি নাই রে)
(ওই নাম বিনে আর গতি নাই রে)
(একবার হরি বল রে)

(বাহু তুলে নেচে নেচে একবার হরি বল রে)
হরিনাম ছেড়ে, অসার সংসার,
নশ্বর জীবনে কি সুখে বিহরি ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং,
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা,
(এমন নাম আর নাই রে)
(কৃষ্ণনাম বড় মধুর, এমন নাম আর নাই রে)
(শমন-ভয় তরাতে এমন নাম আর নাই রে)
(ভবপারে উতরিতে এমন নাম আর নাই রে)
দাস গোবিন্দের কথা, ঘুচাতে ভবের ব্যথা
থাক পড়ি গোবিন্দ চরণ ধরি ॥

গীতকণ্ঠে মহান্তের পুনঃ প্রবেশ।

মহান্ত।—

গীত।

ওই শোন হে গৌরহরি, হরি বাজায় মধুর বাঁশরী।
বাঁশীর স্বরে, ডাকে ফুকারে, কৈ রাধা প্যারী রাই-কিশোরী ॥
বলে এস হে নিমাই, শ্রীবৃন্দাবনে যাই,
গোধন চরাই বনে,
সেথা সকাতর মতি, মাতা যশোমতী
কাঁদিছে গোকুল-ভবনে.
(মা ডাকে গোপাল আয় রে ব'লে)
(তুমি নিঠুর হ'য়ে কেন নিমাই)

এস সব ফেলে, ব্রজধামে চ'লে,

তোমার বিহনে, ব্রজবাসিগণে গিয়েছে সকলি পাশরি ॥

রাধিকা শ্রীমতী, ব্যাকুলিত মতি

ডাকিছে কানাই কানাই,

তোমার অন্তরে, কিশোরীর তরে

দয়া মায়া কি নাই নিমাই ;

(সে যে কৃষ্ণগত-প্রাণ ছিল গো)

(কৃষ্ণ বিনে তার প্রাণ গেল গো)

(চল চল চল চঞ্চল পদে চল গো)

নাহি সরে ভাষ, শ্রীগোবিন্দ দাস শমন-ত্রাসে শিহরি ॥

নিমাই। হা প্রেমময়ী রাই ! হা কমলিনী কুঞ্জ বিহারিণী বৃষভানুনন্দিনী বৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরি ! [মূর্চ্ছা]

১ম ছাত্র। ওগো মহান্ত-ঠাকুর ! ঠাকুরকে কি শোনালে গো ? ঠাকুর যে মূর্চ্ছা গেল গো !

মহান্ত। ওগো, মূর্চ্ছা নয় গো—মূর্চ্ছা নয়।

২য় ছাত্র। মূর্চ্ছা নয় ত, এ কি গো ?

মহান্ত। ওগো, এটি হরিনামের ভাবাবেশ গো !

৩য় ছাত্র। ওগো মহান্ত। তোমার ও ভাবাবেশ এখন শিকেয় তুলে রাখ গো ! ঠাকুরের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়ে দেও গো !

মহান্ত। ওগো, এ মূর্চ্ছা সহজে ভাঙ্‌বে না গো, সহজে ভাঙ্‌বে না। ও যে ভাবের মূর্চ্ছা গো !

১ম ছাত্র। ওগো মহান্ত মশায় ! এ মূর্চ্ছা যে মূর্চ্ছাই হ'ক্ না, তুমি গান শুনিয়েই এ মূর্চ্ছা এনে দিয়েছ, এ মূর্চ্ছা তোমাকেই আরাম কর্‌তে হবে গো !

মহান্ত। ওগো, এ মূর্চ্ছা ভাবের মূর্চ্ছা! কেন বলি? না তোমাদের পণ্ডিত মশাই আজ সহসা এমনি ধারা পাল্‌টে গেছেন গো! ওঁকে যেন অ-বৈষ্ণব ব'লে লোকের ধারণা ছিল, তেমনি তারা এসে দেখুক্, উনি আজ কেমন পরমবৈষ্ণব হয়েছেন! এটা এঁর স্বভাবেই হয়েছে, আবার স্বভাবেই সেরে যাবে গো! ইনি সামান্য নন্ গো—সামান্য নন্।

১ম ছাত্র। ওগো মহান্ত মশাই! ইনি কে গো?

মহান্ত। ওগো বলি শোন—

গীত।

ইনি যিনি তিনি তিনি,
যিনি গড়েছেন এই ধরায়।
স্বয়ং হরি গৌরহরি
অবতীর্ণ এই ধরায়॥
নিজের নামে নিজে মত্ত,
কভু মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত, ভাবোন্মত্ত,
কভু মূর্চ্ছা, মুক্ত, উন্মত্ত—
নামের মূর্চ্ছা নামে মুক্ত,
মুক্ত পুরুষ মূর্চ্ছা কি যায়॥
হরিনাম বিলাতে নরে,
গৌরহরি দয়া ক'রে
আচণ্ডালে প্রেম বিতরে—
ভাগ্যদোষে কালের শেষে,
কেবল গোবিন্দ দাস না পায় কৃপায়॥

১ম ছাত্র। ওগো! নামেই যদি মূর্চ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে নাম শুনিয়েই মূর্চ্ছা ভাঙ্গাও গো!

মহান্ত। ওগো, তবে তোমরা গৌরহরিকে হরিনাম শোনাও না!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

নিমাই। [উঠিয়া] হরিবোল! হরিবোল! হরি হরি বোল!

১ম ছাত্র। ওগো প্রভু! সহসা তোমার এ ভাব কেন হ'ল গো?

নিমাই। কেন গো? তোমরা আমার কি ভাব দেখ্‌লে গো?

২য় ছাত্র। ওগো, তবে বোধ হয় তোমাকে বায়ুরোগে ধরেছে গো!

১ম ছাত্র। না গো না—বায়ুরোগে ধর্‌বে কেন? ও কি সেই রোগের লক্ষণ নাকি গো?

নিমাই। ওগো! আমি কি বায়ুরোগীর মত যা'-তা' কিছু বক্‌ছি না কি গো, বল?

১ম ছাত্র। না গো প্রভু! যা'-তা' বল্‌বেন কেন গো? এ আপনার বায়ুরোগ নয় গো!

নিমাই। ওগো, তবে ওরা সব বল্‌লে কেন গো?

১ম ছাত্র। এ ত আর কবিরাজ নাড়ী ধ'রে রোগ বল্‌ছে না, ও আনাড়ীতে আন্দাজ ক'রে বল্‌ছে! আপনার যা' হয়েছে, এমন ক'জনের হয় গো? যার হয়, সে সামান্য নয় গো!

নিমাই। ওগো, তবে এ আমার কি হ'ল গো?

১ম ছাত্র। নাম শুনে ভাবাবেশে মূর্চ্ছা হয়েছে গো!

নিমাই। না গো ভাবাবেশে আমার মূর্চ্ছা হয় নি গো, আমি যেন কি দেখে আত্মহারা হ'য়ে অমনধারা হয়েছিলাম গো?

১ম ছাত্র। ওগো প্রভু! কি দেখে তেমন হ'ল গো?

নিমাই। ওগো, কি দেখে এমন হয়েছে, শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো।

স্বভাবে গঠিত স্ব-ভাব,
সে ভাব বোঝা বড়ই দুর্ভাব,
অ-ভাবে এ ভাবের প্রভাব,
অভাবী না পায় সন্ধান ॥
সোঽহং ভগবান্ ভাব,
এ ভাব ভগবানের ভাব,
গোবিন্দ দাসের মনোভাব
কর অহংভাব তিরোধান ॥

নিমাই। ওগো মহান্ত! ঐ দেখ গো—একটি শ্যামবর্ণের বালক বাঁশী হাতে ক'রে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল গো! হা কৃষ্ণ! হা রাধারমণ! [মূর্চ্ছা]

১ম ছাত্র। এই নেও, পণ্ডিত মশাই যে আবার মূর্চ্ছা গেল গো!

২য় ছাত্র। ওগো, বার বার এমন ধারা হ'লে সে পণ্ডিতের কাছে কেমনে পাঠাভ্যাসের সুবিধে হয় গো?

৩য় ছাত্র। ওগো, এখন আন্ কথা ছেড়ে দেও গো, পণ্ডিত মশাই যাতে চেতন পায়, তাই কর। সকলে একসঙ্গে হরিধ্বনি দেও গো!

সকলে। হরি হরি বল হরিবোল!

নিমাই। [উঠিয়া] হরিবোল—হরিবোল! অতি মধুর নাম! ছাত্রগণ, আমি কেন এমন চঞ্চল হ'লেম, বল দেখি গো?

১ম ছাত্র। কৈ আপনি কখন চঞ্চল হ'লেন গো, আপনি ত বেশ ধীর স্থির শান্ত হ'য়েই কথা কইছেন গো!

নিমাই। ওগো! আমার এ ভাব দেখে তোমাদের কি বোধ হচ্ছে গো?

১ম ছাত্র। আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, বলি শুনুন গো!

গীত।

ভাব দেখে হতেছে মনে,
তুমি নও সামান্য, অসামান্য
গণ্য মান্য ত্রিভুবনে ॥
তোমার ভাব হেরে নয়ন,
ভাবে তুমি স্বয়ং নারায়ণ,
অথবা নারায়ণ-পরায়ণ
পরম ভক্ত এ ভুবনে ॥
হেরি তোমার এ সুলক্ষণ,
মনে ভাব হয় বিলক্ষণ,
এ লক্ষণ নয় অলক্ষণ,
গোবিন্দ দাসের লয় মনে ॥

নিমাই। ওগো, তোমাদের যেমন ধারণা হয়, বল্‌তে পার বটে গো! কিন্তু এ রকম ক'রে তোমাদের শিক্ষা দিতে প্রবঞ্চনা কর্‌তে পারি না গো!

১ম ছাত্র। কেন গো, আমাদের শিক্ষা দিতে কি প্রবঞ্চনা কর্‌ছ গো?

নিমাই। ওগো, আমি নিজেই কেমন হ'য়ে গেছি! হরিনাম ভিন্ন আর অন্য পাঠ শিখাবার ক্ষমতা আমার নেই গো। যেমন আমি তোমাদের অন্য পাঠ শিক্ষা দিতে যাই, অমনি একটি শ্যামসুন্দর শিশু আমার সম্মুখে উদয় হয়, তাকে দেখেই সব ভুলে যাই গো! তাই বলি, তোমরা অপর পণ্ডিতের কাছে পাঠ-শিক্ষা নেও গে; আমাকে এ জঞ্জাল হ'তে মুক্তি দেও গো!

সকলে। ওগো! আজ আমাদের কি দুঃখের কথা শুনালে গো?

নিমাই। ওগো! তোমাদের আবার দুঃখ কিসের গো? তোমরা যা শিখেছ, তাই যথেষ্ট হয়েছে গো! এক্ষণে আর বিফলে দিন কাটিও না, কৃষ্ণ-কথা-রসে মগ্ন হও, বৃথা শাস্ত্র-শিক্ষার কিছু দরকার নেই; কেবল হরিগুণ গাও গো—হরিগুণ গাও।

গীত।

অলস আবেশে গেল দিন কু-রসে,
কৃষ্ণনাম রসে হও নিমগ্ন।
নিকট হ'ল নিদান, নাহি পাবে ত্রাণ,
কখন্ যাবে প্রাণ, দেহ যে ভগ্ন॥
কাজ কি বিদ্যায়, বিফল শাস্ত্র-শিক্ষা,
কৃষ্ণনাম মন্ত্রে নেও গো দীক্ষা,
ভজ' হরিনাম এই করি ভিক্ষা,
ক'রো না উপেক্ষা ফুরাইল লগ্ন॥
হরিগুণ-কীর্ত্তন কর অবিরাম,
শ্রবণ যুগল ভ'রে শোন হরিনাম,
সুখ মোক্ষধাম পাবে পরিণাম,
হরিনামে হরে বিঘ্ন—
হরিনামে হরির চরণ পুরস্কার,
হরিপদ-লাভ পরম পুরুষকার,
হরি না ভজিলে বল সে দোষ কার,
এ দাস গোবিন্দ তাই ভব-রোগে রুগ্ন॥

১ম ছাত্র। ওগো গুরুদেব! আপনার মুখে হরিনাম শুন্‌তে বড় মিষ্ট লাগে, আমরা আপনার কাছ-ছাড়া হব না গো!

নিমাই। ওগো! তোমরা এতদিন আমার কাছে পাঠ-শিক্ষা করেছ; এখন একবার হরিনাম-সংকীর্ত্তন শুনিয়ে আমার মনঃপ্রাণ শীতল কর গো!

১ম ছাত্র। ওগো গোঁসাই! আমরা আপনাকে গুরু পেয়েছি বটে, কিন্তু দক্ষিণা ত দিই নি গো? এই কি আমাদের দক্ষিণান্ত হচ্ছে গো!

নিমাই। ওগো ছাত্রগণ! তোমরা আমাকে যে দক্ষিণা দিবে, সে দক্ষিণা দিলে আর দক্ষিণে যাবার ভয় থাক্‌বে না গো!

১ম ছাত্র। ওগো ঠাকুর! তবে সেই দক্ষিণাই নেও গো! কিন্তু কেমন ক'রে যে, নাম-কীর্ত্তন কর্‌তে হয়, তা ত আমরা জানি না গো।

নিমাই। ওগো! আমি তোমাদের তা' শিখাচ্ছি গো। তোমরা একজোড়া করতাল নিয়ে তাল দেও, আর আমি যেমন গাই, তোমরাও ঠিক তেমনি ভাবে গান কর গো!

সকলে—

গীত।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদনম ॥
(একবার হরি বল রে)
(বদন ভ'রে একবার হরি বল রে)
(বাহুতুলে একবার হরি বল রে)
(প্রেমভরে বাহুতুলে একবার হরি বল রে)
(যদি ভবপারে যাবে, একবার হরি বল রে)

(দিনে দিনে দিন ফুরাল, একবার হরি বল রে)
(দূরের শমন নিকট এল, একবার হরি বল রে)
(নামে শমন-শঙ্কা দূরে যাবে, একবার হরি বল রে)
(নামে তাপিত প্রাণ শীতল হবে, একবার হরি বল রে)

মহান্ত। (সুরে) জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্ব অবতার কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার অপর দেহ সেই শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়।
অন্তকার ব্যূহ কৃষ্ণ-লীলার সহায় ॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
তাই নদীয়ায় আসেন শ্রীনিত্যানন্দ ॥
তত্ত্ব-গুণ বর্ণিবারে নাহি সরে ভাষ।
আভাসে প্রকাশে ভাষে শ্রীগোবিন্দ দাস ॥

গীত।

হেলাতে রতন, হারায়ো না মন, হরি হরি বল বদনে।
হরিবোল্, হরিবোল্, সদা শয়নে স্বপনে জাগরণে ॥
ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে,
তা ব'লে কি নাম রহিবে ভুলিয়ে,
যার নামে, যার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখী,
নারদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী,
বেড়ায় শ্মশানে-মশানে যোগধ্যানে ॥

মনে কর সেইদিন ভয়ঙ্কর,
অবশ অঙ্গ যেদিন হইবে তোমার,
সেইদিন বদনে যদি বল্‌তে পার নাম,
হরি পূরাবে মনস্কাম, ত'রে যাবি মোক্ষধাম,
তোকে লবে না, ছোবে না শমনে।
যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়া সংসার,
কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার,
সংসার অসার, আঁখি মুদ্‌লে অন্ধকার,
হরি-পদ কর সার, যদি যাবি ভবপার,
রাখ রতিমতি হরির চরণে ॥
এ সংসারে গতি নাই হরি বিনে,
হরিনাম সুধা পিয়াও রে বদনে,
কলিতে তরাতে হরিনাম ব্রহ্মময়,
যে জন জানে রে নিশ্চয়, তার কি ভবে ভয়,
ভবে তরিতে পার্‌বে তুফানে ॥

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিতাই। [নাচিয়া নাচিয়া]

গীত।

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ,
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই ত আমার প্রাণ রে ॥

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-অবতার।
খেলা কৈলেন জীব-সনে গোলোক-ঈশ্বর॥
গোলোকের সম্পত্তি যা' যতনে আনিয়া।
ঘরে ঘরে বিলালেন আপনি যাচিয়া॥
শ্রীগোবিন্দ সনে তাই মিলে নিত্যানন্দ।
মিলনে আনন্দ পায় এ দাস গোবিন্দ॥

মহান্ত।–[সুরে]—গৌর প্রেমের ভাবে দেখ মাতিল নিতাই।
জোরে জোরে লাফ মারে ধরা নাহি যায়॥
নানা বর্ণের পাগ্ শিরে, রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে,
নাকে নথ, কর্ণেতে কুণ্ডল।
হাসিয়া চলিছে পথে, চরণে নূপুর বাজে;
কেবা তুমি যেন মাতোয়াল'॥

নিতাই।–[সুরে]
আমারে চেন না ভাই, বাড়ী আমার নদীয়ায়,
সদা নাচি দিয়ে নূপুর পায়।
শুনেছ নদেয় অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যাঁর,
আমি নিতাই তার বড় ভাই॥

মহান্ত। [সুরে] আ মরি মরি তুমি সে নিতাই।
গৌরাঙ্গ অগ্রজ তুমি কনিষ্ঠ নিমাই॥
চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের রস বৈসে যাহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ শ্রীচৈতন্যের কথা যেবা কয়।
তাহারে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়॥

আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাহার কৃপায় ॥
চৈতন্য কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে তার নাহি ক্ষতি ॥
সংসারের মাঝে প'ড়ে মোহের সাগরে।
গোবিন্দ দাসে ভজে নিতাই চাঁদেরে ॥

নিতাই। ওগো মহান্ত! এই কি সেই নবদ্বীপ গো?

গীত।

বল গো মহান্ত, কর মোহ অন্ত,
এই কি শ্রীমন্ত সেই নবদ্বীপ।
আমি যে অনন্ত পাই না ধামের অন্ত,
হয়েছি অচিন্ত্য ঘুরি সপ্তদ্বীপ ॥
পারি না চিনিতে নবদ্বীপ ধাম,
তাই শুধাই তোমায় সে ধামের নাম,
বল বল ওহে এই কি সেই ধাম,
আছে যথায় গৌর আমার জীবন-দীপ ॥
পৃথিবীর মাঝে আছে সপ্তদ্বীপ,
নবদ্বীপ নয় সে দ্বীপের দ্বীপ,
গোবিন্দ দাস কয় গঙ্গামা'র দ্বীপ
নবদ্বীপ নব গঙ্গাদ্বীপ ॥

মহান্ত। ওগো অনন্তদেব! চিন্তা কি গো, নিশ্চিন্ত হও। যিনি অচিন্ত্য ধন চিন্‌তে এসেছেন, তাঁর কি ধাম চিন্‌তে কষ্ট হয় গো? তুমি ঠিক ধাম চিনে এসেছ. এই সেই নবদ্বীপ ধামই বটে গো!

নিতাই। এই সেই নবদ্বীপ ধাম? আজ আমার জীবন ধন্য হ'ল! এই ধামের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে জ্বালা জুড়াই গো! [তথাকরণ]

মহান্ত। আ মরি মরি, কি দীনতা! কি সৌজন্যতা! কি বিনয়! ধন্য নিতাইচাঁদ! তোমার দরশনে আমিও ধন্য—আমার জন্ম কর্ম্ম সব ধন্য গো!

নিতাই। মহান্ত গো! তুমি আমায় গৌর বিশ্বম্ভরের বাড়ী দেখিয়ে দিতে পার গো?

নিমাই। কেন গো? কে তুমি গৌর বিশ্বম্ভরের বাড়ী যাবে গো?

নিতাই। ওগো, তুমি আবার কে গো?

নিমাই। ওগো, আমিই সেই গৌর বিশ্বম্ভর গো! তুমি কে বট গো?

নিতাই। আমি নিতাই, তোমার জ্যেষ্ঠ দাদা বিশ্বরূপ গো!

নিমাই। তুমি আমার দাদা বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ অবধূত? এতদিনে নবদ্বীপে নিত্যানন্দের শুভাগমন হ'ল! ধন্য ধন্য নবদ্বীপ! নিত্যানন্দের প্রীতে সকলে একবার হরিধ্বনি কর গো!

সকলে। হরি হরি বল হরিবোল!

নিমাই। (সুরে) সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদয়শায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশ কলাঃ
স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু। [প্রণাম]

নিতাই। ওগো প্রভুপাদ! কর কি গো? তুমি আমায় প্রণাম কর কি গো? বরং আমিই তোমার পদে প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

নিমাই। দাদা, কর কি গো? আমি যে তোমার ছোট ভাই গো!

নিতাই। তবে আর প্রণামে কাজ নেই গো! এস ভাই. আলিঙ্গন দেও গো! [উভয়ের আলিঙ্গন]

['সুরে] কা—কা কানাইয়া নাকি তুই রে।
তবে তোর চূড়া বাঁশী কৈ রে॥

নিমাই। [সুরে] কি পুছসি আমায় ভাই রে।
ব্রজের খেলায় শুধু দৌড়াই রে॥
এবার খেলায় তাহা নাই রে।
ন'দের খেলা গড়াগড়ি ধূলায় রে॥
ব্রজের খেলায় বাঁশরীর তান রে।
ন'দের খেলায় হরিনাম গান রে॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া ধরা রে।
ন'দের বেশ ডোর-কৌপীন পরা রে॥

গীত

ব্রজের খেলা ন'দের খেলা,
একজনেরি খেলা রে।
কাল-ভেদে খেলার ভেদ,
হ'ল ধূলা-খেলা রে॥
ব্রজে যখন করেছি বাস,
বাঁশীতে হয়েছি উদাস,
ছিলেম রাধার প্রেমদাস
হ'য়ে চিকণকালা রে॥
হয়েছি ন'দেবাসী,
নাম গাইতে ভালবাসি,
দাস গোবিন্দ অভিলাষী
ধরতে ভিক্ষার ঝোলা রে॥

নিতাই। [সুরে] বুঝিতে না পারি তোর খেলা রে।
কেন গৌর হ'লি ভাই কালা রে ॥

মহান্ত।—

গীত।

কালো অঙ্গ গৌর কেন ভাই, আমি সুধাই তাই।
আমারে লুকাতে ব'লে তুই লুকালি নদীয়ায় ॥
হাতে হাতে দিয়ে তালি, লুকালি ভাই বনমালী,
চোদ্দ বছর বনে বনে খুঁজিয়া না পাই ;—
আমি রে তোর শ্রীদাম সখা,
আমায় চিন্‌তে পারো নাই।
ব্রজে শুন্‌তাম বংশীধ্বনি, এখন শুনি হরিধ্বনি,
কোথায় রে তোর সেই রাই-ধনী কাহার আলয় ;—
কোথায় তোর মা যশোদা,
কোথায় রে দাদা বলাই ॥
তেজ্য করি বনমালা, পরেছ হরিনামের মালা,
কোথায় রে তোর দ্বাদশ রাখাল,
কোথায় নবলক্ষ গাই।
কাঙাল গোবিন্দের ভাব দেখে বুক ফেটে যায়। *

নিমাই। ওগো দাদা! কেন গৌর হ'লেম শুন্‌বে? তবে বলি শুন গো।

* যদি মহান্ত অভিরাম ঠাকুর হন্, তবেই। অন্যথায় এই প্রচলিত গীতটি এখানে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ, অভিরাম ঠাকুরই দ্বাপরে কৃষ্ণলীলায় পূর্ব্বজন্মে শ্রীদাম ছিলেন। সঙ্কলয়িতা।

গীত।

রাধার প্রেমের ঋণ-শোধিতে
গৌর হয়েছি নদীয়ায়।
তাই রাধারূপে রূপ মিশায়ে
নাম বিলাতে মন চায়॥
রাধা ছিল অঙ্গের আধা,
তাই রাধারূপ অঙ্গে সাধা,
রাধা আমার অসার ধাঁধা
ভবের বাধা সদা ঘুচায়॥
রাধার ঋণে আছি গো বাঁধা,
তাই নবদ্বীপে পড়েছি বাঁধা,
দাস গোবিন্দের শমন-বাধা
দমন হবে এবার ত্বরায়॥

মহান্ত। [সুরে] পরব্যোমস্থিত যিনি মহা সঙ্কর্ষণ।
কারণ অর্ণবশায়ী যিনি নারায়ণ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষ গর্ভোদশায়ক।
বিষ্ণু পরমেশ যিনি ক্ষীরোদ-শায়ক॥
বিক্রান্ত অনন্তদেব শেষ নাম যাঁর।
ইহাঁরা যাঁহার অংশ কলা অবতার॥
নিত্যানন্দ নামে সেই রামের চরণে।
আশ্রিত গোবিন্দ দাস জীবনে-মরণে॥

নিমাই। ওগো দাদা! তুমি আমার সঙ্গে চল, মায়ের চরণে প্রণাম কর্‌বে গো! আজ তুমি আমাদের অতিথি হবে গো!

নিতাই। তবে তাই যাই চল গো! [সুরে]

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। ইত্যাদি—

[গাহিতে গাহিতে নিমাই সহ প্রস্থান।

মহান্ত। (সুরে) কোটী শশধর-যিনি বদন মনোহর।

জগত-জীবন হাস্য সুরঙ্গ অধর॥

মুকুতা জিনিয়া কিবা দশনের পাঁতি।

আয়ত অরুণ দুই লোচনের ভাতি॥

আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।

চলিতে কমল পদযুগ বড় দক্ষ॥

পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাব।

শুনিতে শ্রীমুখ বাক্য কর্ম্মবন্ধ-নাশ॥

আইলা নদীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায়।

গোবিন্দ দাস আজি গৌর-গুণ গায়॥

গীত।

আজি নদীয়ায় উদয় হলেন গুণধাম্ নিতাই।

সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে ল'য়ে নাচে রে নিমাই॥

বিলাইতে হরিনাম,

তারিতে জীবের পরিণাম,

ধন্য করিতে পুণ্যধাম, অবতার কানাই বলাই॥

দ্বাপরের রাম গোবিন্দ,

শ্রীধামে গৌর নিত্যানন্দ

আনন্দে এ দাস গোবিন্দ, কালের মুখে দিবে ছাই॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

গৃহ-সম্মুখ।

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

উভয়ে।—

গীত।

মদের মত মজার জিনিষ কিছু নাই।
ক্ষীর ছানা মাখন,　　করি না ভক্ষণ,
মদে বিচক্ষণ,　　মদ চাই প্রতিক্ষণ,
নেশা বিলক্ষণ,　　না হয় যত ক্ষণ,
তত ক্ষণ মদ খাই গো সদাই ॥
মেটে ভাজা চাটে যে খেয়েছে মদ,
সুধা তার কাছে লাগে অতি বদ,
কেটে দেও যদি একটি মদের নদ,
তবে তা'তে কোকনদ হ'তে চাই ॥

জগাই। ওরে রাম সিং! রাম সিং! কোথা গেলি?

রাম সিংয়ের প্রবেশ।

রাম সিং। হুজুর! কি হুকুম হয় গো?

জগাই। ওরে রাম সিং! আমরা ঘুমাই, তুই দরজায় পাহারা দে!

রাম সিং। যো হুকুম, হুজুর!

[নেপথ্যে খোল করতালের শব্দ ও কীর্ত্তন গীত]

মাধাই। ও কিসের শব্দ হচ্ছে, রাম সিং? এ ব্যাপার কি!

রাম সিং। হুজুর! ওটা খোল করতালের শব্দ হচ্ছে গো! গৌর-চাঁদের কীর্ত্তনের দল বেরিয়েছে ব'লে বোধ হয় গো!

মাধাই। এই—তবেই সব মাটি কর্‌লে দেখ গো! এখনই মহা গণ্ড-গোল বাধাবে। বেটারা ঘুমাতে দিবে না গো! ওরে রাম সিং!

রাম সিং। হুজুর! হুকুম কি গো?

মাধাই। ঐ কীর্ত্তনে বেটাদের বারণ কর্—এখানে যেন কোন গোলমাল না করে।

রাম সিং। যে আজ্ঞে, হুজুর!

গীতকণ্ঠে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতির প্রবেশ।

সকলে।—

কীর্ত্তন।

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে।
(হরি বোল ব'লে রে গৌর নাচে)
(হরি হরিবোল ব'লে রে গৌর নাচে)
নাচে আর হরি ব'লে নয়নজলে ভাসে,
আমার গৌর নাচে ॥
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার আঙ্গিনার মাঝে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে—
আমার গৌর নাচে ॥
দেখো রে বাপ্ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে,
রাই-প্রেমে-গড়া তনু ধূলায় পড়ে পাছে,
আমার গৌর নাচে ॥

রাম সিং। ওহে কীর্ত্তনীয়ারা! কীর্ত্তন থামাও গো—থামাও।

অদ্বৈত। কেন গো, কীর্ত্তন থামাব কেন গো?

রাম সিং। আমাদের জগাই মাধাই হুজুর দু'জন ঘুমাচ্ছেন গো! তোমরা এ রকম ক'রে খোল-করতাল বাজিয়ে চেঁচালে তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে গো! তাই বল্‌ছি—থাম গো, সব থাম—থাম।

অদ্বৈত। ওগো! কীর্ত্তন থামাতে আমাদের প্রভুর হুকুম নেই গো! আমরা সংকীর্ত্তনে এসে থেমে থাক্‌তে পার্‌ব না গো!

সকলে। (সুরে) হরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি।

রাম সিং। ওগো হুজুর! এরা সব কীর্ত্তন থামাতে চায় না যে গো!

মাধাই। রাম সিং! আমাদের নাম ক'রে বল, আমরা যে নগরপাল, তাও শুনিয়ে দেও গো।

রাম সিং। যে আজ্ঞে হুজুর! তাই বলি গে গো! [গমন] ওগো কীর্ত্তনীয়ারা! শুন্‌তে পাচ্ছ গো? আমাদের হুজুর—জগাই মাধাই হুজুর নগরপাল। হুজুরের হুকুম তোমরা কীর্ত্তন বন্ধ কর গো।

অদ্বৈত। ওগো, আমরা তা পার্‌ব না গো! তোমাদের জগাই মাধাই নগরপাল হুজুরদের বল গে গো!

সকলে। (সুরে) হরি ব'লে আমার গৌর নাচে—ইত্যাদি—

রাম সিং। [জগাই মাধাইয়ের নিকট গিয়া] হুজুর গো! ওরা বল্‌লে—তোদের জগাই মাধাই নগরপালকে বল্ গে যা—আমরা কীর্ত্তন বন্ধ কর্‌ব না গো!

মাধাই। ওগো দাদা! কি ভয়ানক গোলযোগ হচ্ছে, শুন্‌তে পাচ্ছ গো?

জগাই। তাই ত গো মাধাই! এ কিসের শব্দ গো?

মাধাই। ওগো দাদা! সেই গৌর-ঠাকুরের কীর্ত্তনের দল এসে

আমাদের ঘুমে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে গো! রাম সিং বারণ কর্‌ছে, তা ওরা শুন্‌ছে না। ঐ শোন—আবার মাতিয়ে তুল্‌ছে গো!

জগাই। বটে! বেটাদের এতখানি আস্পর্দ্ধা বেড়ে উঠেছে? ন'দের নগরপাল জগাই মাধাইয়ের কথা না শুনে তাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়! মার—মার বেটাদের একধার থেকে মার্ লাগাও।

গীত।

আজ তাদের বরাতে আছে মার্।
গৌর কি কর্‌তে পারে দেখ্‌ব আজ আমার॥
দেখ্‌বি যত দলের লোক,
একধার হ'তে ঠোক,
নগরপালের নগদ ঠোক্
সহজেতে নয় যাবার॥
যদি নাম না করে বন্ধ,
ঠুকে নাম করাব বন্ধ,
দাস গোবিন্দের নাম বন্ধ,
ভ্রমান্ধের পথ অন্ধকার॥

মাধাই। [গিয়া] ওগো! তোমরা সব হল্লা কর্‌ছ কেন গো? বন্ধ কর—বন্ধ কর—হল্লা বন্ধ কর।

অদ্বৈত। ওগো, যতই বল, এ নাম আমরা কিছুতেই বন্ধ কর্‌ব না গো!

সকলে। [সুরে] হরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি—

মাধাই। ওরে বেটারা! তোদের আজ মতিচ্ছন্ন ধরেছে বুঝি নয়? মারের চোটে যখন রক্ত ছুটবে, তখন সব ঢিট্ হ'য়ে যাবি।

জগাই। এখনও যদি কীর্ত্তন না থামাস্, তা হ'লে আমি নবদ্বীপের যত বৈষ্ণব আছে, আজ সব সাবাড়্ কর্‌ব।

সকলে। [সুরে] হরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি—

মাধাই। ওগো দাদা! এত বলাবলিতেও ত এরা সব কীর্ত্তন থামালে না গো?

জগাই। তাই ত ভাই মাধাই! চেঁচানীর চোটে কানে তালা ধরিয়ে দিলে যে গো!

মাধাই। ওগো দাদা! ওরা ঐ নিতাই অবধূতের সাহস পেয়ে আমাদের কথা তাচ্ছিল্য ক'রে শুন্‌ছে না গো!

জগাই। ভাই মাধাই! তবে ধনঞ্জয় চালাই এস, সব সিধে হ'য়ে যাবে।

মাধাই। ওগো দাদা! মূর্খস্য লাঠৌষধি। লাঠিয়ে বেটাদের কীর্ত্তন থামিয়ে দিতে হবে গো!

জগাই। ঠিক—ঠিক ভাই মাধাই! সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠ্‌বে না, একটু বেঁকা ক'রে নিতে হবে গো!

মাধাই। ওগো দাদা! ঐ দেখ—সাম্‌নে সেই অবধূত অদ্ভুত সন্ন্যাসী নিতে বেটা দাদা! এই বেটাকেই মার গো!

জগাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আর দেখ্‌তে গেলে হবে না, লাগাও মার্— পটাপট্ ধনঞ্জয় চালাও গো!

মাধাই। এই বেটা নিতে! মার্ খাবি?

নিতাই। কেন ভাই মাধাই! মার্‌বে কেন, ভাই? বরং একবার মধুর স্বরে হরি ব'লে আমায় কিনে রাখ, ভাই!

মাধাই। কেন রে, তা বল্‌তে গেলেম কেন রে? হরিনামে কি হবে?

নিতাই। ও ভাই মাধাই রে! হরিনামে কি হবে বলি শোন্—

গীত।

একবার বল মাধাই মধুর স্বরে।
হরির নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে॥
জীবে যত পাপ করে,
যদি একবার নাম করে,
পাপ তাপ যায় দূরে
বল্‌তে পার্‌লে প্রাণভরে॥
নামের কতই মহিমা,
ও কেউ দিতে নারে সীমা,
এই নামে শিব ব্রহ্মা
আছেন যোগাসন ক'রে॥
নামে নারদ সন্ন্যাসী,
শুক সনক কাশীবাসী,
দাস গোবিন্দ উপবাসী,
নামামৃত নাই অধরে॥

মাধাই। ওগো দাদা! এ বেটা বেশ মিষ্টি কথা কয় গো!

জগাই। ওর মিষ্টি কথায় গ'লে গেলেম আর কি? আমাদের

হুকুম না শুনে আবার বলে কি না—আমাদের হরি ব'লে কিনে রাখ ভাই ! বলি, ওরে বেটা নিতে ! তোকে কিনে রেখে কি হবে রে ?

মাধাই। ওগো দাদা ! ও কেনা-কিনিতে দরকার নাই, তার চেয়ে হানাহানি করাই ভাল গো !

জগাই। তবে ভাই মাধাই ! মার বেটাকে মার, যা সাম্‌নে পড়ে, তাই দিয়ে মার্ লাগাও।

মাধাই। ওগো দাদা ! এখানে ত কিছুই পাই না গো !

জগাই। ও ভাই মাধাই ! আর কিছু না পাওয়া যায়, ঐ কলসীর কানা-ভাঙ্গাটা দিয়ে নিতে বেটার মাথাটা বেশ ভাল ক'রে ফাটিয়ে দেও গো !

মাধাই। ওগো জগাই দাদা ! তোমার হুকুম পেলে মাধাই সব পারে গো ! [কলসীর কানা গ্রহণ]

নিতাই। ও ভাই মাধাই ! ও কলসীর কানা নিয়ে তোমার কি হবে গো ?

মাধাই। এই কানা দিয়ে তোর চোখে মেরে তোকে কাণা ক'রে দিতে হবে।

নিতাই। কেন ভাই মাধাই ! মার্‌বে কেন গো ? আমি কি দোষ করেছি গো ?

জগাই। কি দোষ করেছিস্ শুন্‌বি ? তবে বলি শোন্—

গীত।

অমান্য করেছিস্ তুই নগরপালে।
তাদের কথা না শুনে.
কীর্ত্তনে চেঁচালি কেন পালে পালে ॥

রাত জেগে খেয়েছি মদ,
করেছি সুখে কত আমোদ,
না ঘুমালে দেহটা বদ,
তাই ঘুচাতে চাই এ জঞ্জালে ॥
তুলেছি কলসীর কানা,
দাস গোবিন্দ কাণা. মানে না মানা,
তাই মার্‌ব কানা তোর কপালে ॥

[নিতাইকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া প্রহার—রক্তপাত]

মহান্তের প্রবেশ।

মহান্ত। ওরে মাধাই! কি কর্‌লি রে? কারে কলসীর কানা মার্‌লি রে। [সুরে]

কলসীর কানা ফেলিয়া মার কোপে।
নির্ভয়ে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥
ফুটিল মুট্‌কী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
গৌর ব'লে নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করে ॥

নিতাই। [নাচিতে নাচিতে সুরে]

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি!

মাধাই। আরে গেল, বেটা যে এখনও গৌর গৌর করে গো—তবে ফের্ লাগাই এই কলসীর কানা। [প্রহারোদ্যত]

জগাই। [বাধা দিয়া] ওরে ভাই মাধাই! আর কাজ নাই। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন গো? তোমার একবারের মার খেয়েই নিতাইয়ের খুব সাজা হয়েছে গো!

মাধাই। না গো দাদা! তুমি ছেড়ে দেও, ফের্ বেটাকে মার্ব। ওর কীর্ত্তন গাওয়া আজ ঘুচিয়ে দিব গো!

জগাই। ও ভাই মাধাই রে! এই বিদেশী অবধূত সন্ন্যাসীকে মেরে আমাদের কি লাভ হ'বে, ভাই?

মাধাই। ওগো দাদা! এই বেটাকে মেরে এদের দলটা ভেঙ্গে দিলে আর আমাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না গো।

জগাই। ও ভাই মাধাই রে! নিতাইকে তুই যে, কলসীর কানা মার্লি, সে তা'তে কষ্ট পায় নি, ভাই? আবার গৌর ব'লে নেচে নেচে কি বল্‌ছে শোন্, ভাই!

মাধাই। তাই ত গো দাদা, ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়্‌ছে—ও সইছে কি ক'রে গো?

নিতাই। ও ভাই মাধাই রে! কিসে সইছি বলি শোন্—

গীত।

মারিলি কলসীর কানা
সহিবারে তা পারি রে।
কিন্তু তোদের দুঃখ আর প্রাণে
সহিতে না পারি রে॥
(আমায় মেরেছিস্ তায় ক্ষতি নাই রে)
(একবার হরি ব'লে ডাক্, জীবন জুড়াই রে,
মেরেছিস্ তায় ক্ষতি নাই রে)
করেছিস্ ভাই কত পাপ,
আমার মনে তাই অনুতাপ,

হরিনাম গান করিলে ঘুচে যাবে সব পাপ-তাপ ;
পাপী অজামিল বৈকুণ্ঠবাসী পুত্র নারায়ণে স্মরি রে ॥
(একবার হরি বল রে জগাই মাধাই)
(তোদের সকল দুঃখ দূরে যাবে ভাই,
হরি বল্ রে জগাই মাধাই)

জগাই। ও ভাই মাধাই ! এ যে মার্ খেয়েও নাম বিলায় রে !

মাধাই। ওগো দাদা! বেহায়ার ধাবা অমনি ধারাই গো, ওকে মেরে তাড়াই গো !

জগাই। না ভাই, আর ওকে মেরে কাজ নাই গো !

মাধাই। ওগো দাদা ! ওকে না মার্লে আমাদের ঘুমের উৎপাত যাবে না যে গো !

জগাই। ও ভাই মাধাই ! তা না হয় আমরা না ঘুমাব গো ! তবু যার এমন সহ্য-শক্তি, তার অঙ্গে বেদনা দিতে পার্ব না গো !

সহসা নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। একি গো ! একি গো নিত্যানন্দ রায় ! তোমার অঙ্গে রক্তধারা ঝরে কেন গো ? কে তোমায় এমন নিষ্ঠুর ভাবে মার্লে গো ? আহা, শ্রীঅঙ্গে কত ব্যথাই না পেয়েছ ? এস—এস, আমার বুকে এস গো ! [আলিঙ্গন]

মহান্ত। [সুরে]

নিতা'য়ের সব অঙ্গে রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে ॥
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥

মাধা'য়ে সম্বোধিয়ে বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতা'য়ে মারিলি কিসের তরে ॥
নিত্যানন্দ দশা হেরি নিমাই ম্রিয়মাণ।
গোবিন্দ দাস গাহে গৌর-লীলা গান ॥

নিমাই। ওরে মাধাই! তুই আমার প্রাণের ভাই নিতাইকে কেন মার্‌লি রে?

মাধাই। মেরেছি—বেশ করেছি—খুব করেছি, আরও মার্‌ব, কি কর্‌বি তুই—কি কর্‌বি?

নিমাই। ওরে পাপি! সর্ব্বদাই পাপ ক'রে এখনও তোদের পাপ-তৃষা মেটে নি? মহাপাপি! আজীবন কেবল পাপ ক'রেই গেলি? আজ আবার পাপ-তাপহারী নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে ব্যথা দিলি?

মাধাই। ওঃ শ্রীঅঙ্গ! বেটার আবার শ্রীঅঙ্গ! তা'তে ব্যথা দিয়েছি, ভারি অন্যায় করেছি!

জগাই। যাক্ যাক্, যা' হবার তা হ'য়েছে, আর ত তা ফির্‌বে না গো! এখন কীর্ত্তন বন্ধ ক'রে চুপি চুপি সব বাড়ী চ'লে যাও, এখানে আর মিছামিছি গোলমাল কর কেন গো?

নিমাই। ওরে পাপি! নিতাই তোদের এমন কি ক্ষতি করেছিল রে?

মাধাই। গোলমাল ক'রে আমাদের ঘুমাতে দেয় নি; বারণ করেছি শোনে নি, তাই তাকে মেরেছি গো!

নিমাই। উনি কি তোদের ঘুম বন্ধ ক'রে রেখেছিল নাকি রে?

জগাই। তা বাবা, ঐ রকম খোল-করতাল নিয়ে চেঁচিয়ে পাড়' ফাটালে কি ঘুম হয় গো?

নিমাই। সামান্য ঘুমের জন্য অসামান্য ধনের অঙ্গে ব্যথা দিলি?

তবে যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফলভোগ কর্ [ক্রোধে] কোথায় আমার চক্র —চক্র কৈ—চক্র ?

নিতাই। [নিমাইয়ের পদ ধারণ করিয়া] ওগো প্রভু ! কি কর গো ? সব কি ভুলে গেলে নাকি গো ? এ অবতারে তোমার ত কাউকে দণ্ড দিবার অধিকার নাই, তা কি রাগের বশে ভুলে যাচ্ছ গো ? এ অবতার যে, তোমার প্রেম-ভক্তি-করুণা দিয়ে পাপী-তাপীকে উদ্ধার করা গো ! সেই পতিত পাপীকে যদি বধ কর, তবে আর কার উদ্ধার কর্‌বে গো ?

গীত।

ক্ষমা কর হে গৌরসুন্দর
হেন ভাব ধর কিসের কারণ।
পতিত জনে ত্রাণ কারণে
গৌরহরি রূপ ধারণ।
অপরাধী জনে দণ্ড দিবার,
এ যুগে প্রভু নাই অধিকার,
নাম দিয়ে পাপী করিতে নিস্তার,
তুমি পতিত-পাতকী-তারণ ॥
কেন কর হে কোপ-বিকাশ,
কেন নিজ বিভূতি-বিকাশ,
দাস গোবিন্দের ধরায় প্রকাশ,
হেরিতে ঐ যুগল চরণ ॥

নিমাই। ওগো নিতাই ! তুমি বল কি গো ? ওরা তোমাকে এমন ভাবে মেরেছে, আর তুমি ওদের জন্য ক্ষমা চাইছ গো ?

নিতাই। ওগো প্রভু! কৃপা ভিক্ষা চাইছি, আজ এই দু'টি প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দেও গো! আঁমি এই দুটি পাপী জীবের ওপর দিয়ে আজ তোমার পতিত-পাবন নামের মহিমা বাড়াব গো!

নিমাই। ওগো নিতাইচাঁদ! যারা তোমার অঙ্গে মেরে রক্তধারা ঝরিয়েছে, তারা ক্ষমার যোগ্য নয় গো!

নিতাই। ওগো প্রভু! আমায় তেমন বেশি লাগে নি, মাত্র কপালে সামান্য আঘাত লেগেছে গো, তাও দৈবাৎ লেগেছে। আমাকে ভয় দেখান ভিন্ন ওদের আমাকে মার্‌বার মত্‌লব ছিল না গো! ওগো মায়াময়! মায়া ত্যাগ ক'রে পতিত উদ্ধারে মন দেও গো! জগাই মাধাইয়ের ওপর এই রাগের কারণ বুঝেছি গো! এক্ষণে আমার অনুরোধে এই মহাপাপী দু'টিকে তোমার ঐ অভয় পদে স্থান দেও গো!

মহান্ত। [সুরে] করযোড়ি প্রভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ।

না হ'ল নিস্তার কলি অধম দুরন্ত॥

সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।

কৃপায় কলির জীবে করিতে উদ্ধার॥

যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।

কেমনে করিবে পাপী জীবের নিস্তার॥

পতিত পাতকী জনে কর নিজ দাস।

কৃপা-কণা যাচে তাই শ্রীগোবিন্দ দাস॥

নিতাই। ওগো প্রভু! আর একটি কথা আছে, তুমি আমার জন্য জগাই মাধাই দু'জনকেই দণ্ড দিতে পার না গো!

নিমাই। কেন গো নিতাই! তা' পারি না কেন গো!

নিতাই। ওগো! মাধাই আমায় মার্‌তে এসেছে বটে, কিন্তু জগাই আমার জীবন বাঁচিয়েছে গো!

নিমাই। ওগো নিতাই! সে কি গো? জগাই তোমার জীবন বাঁচিয়েছে কি ক'রে গো?

নিতাই। ওগো নিমাইচাঁদ! তবে বলি শোন গো! [সুরে]

মাধাই মারিল কানা আমার মাথায়।
জগাই ধরিয়া তায় জীবন বাঁচায়॥
প্রথম মারিয়া পুনঃ মারিবারে চায়।
জগাই ধরিল হাতে বাধা পড়ে তায়॥
মাধাই হইলে দোষী যদি দণ্ড পায়।
জগাই তা হ'লে প্রভু পুরস্কার চায়॥
অতএব গুণমণি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ক্ষমা কর দুঁহু জনে অপার কৃপায়॥
পাপী-তাপী নিস্তারণে রাখ রাঙ্গা পায়।
আভাসে গোবিন্দ দাসে গৌর-গুণ গায়॥

নিমাই। [সুরে] কি কহ গো নিত্যানন্দ কি কহ আবার।
জগাই মাধা'য়ে ধরি করিল নিস্তার॥
তবে ত জগাই মোর অতি প্রিয়ধন।
করিব তাহারে আমি প্রেম-আলিঙ্গন॥ [তথাকরণ]

মহান্ত। [সুরে] হরিবল হরিবল হরিবল ভাই।
নিমা'য়ের কোলে দেখ পাতকী জগাই॥
প্রভু-অঙ্গ-পরশনে পাপ ঘুচে গেল।
যত মনস্তাপ ছিল দূরে পলাইল॥
গৌরাঙ্গের কৃপা দেখ পতিতের প্রতি।
পরশে কাঞ্চন করে পাতকীর মতি॥
গোবিন্দ দাসে কহে গৌর মহাজন।
যতেক আছয়ে রাং করিবে কাঞ্চন॥

গীত।

আমার গৌর গুণের সাগর।
দয়ার সাগর, প্রেমের সাগর,
ভক্তি মুক্তি দিতে জীবে
এসেছেন নদীয়া নগর ॥
আয় রে পাপী-তাপী কে কোথায়,
গৌর-প্রেমের তুফান ব'য়ে যায়,
যদি পাপ কাটাবি, তাপ জুড়াবি,
শীতল তরুর ছায়—
তবে ছুটে আয়, গৌরাঙ্গের পায়,
প্রেমিক প্রেমিকা যত নাগরী নাগর ॥

জগাই। হা গৌর! হা নদের চাঁদ! [পতন ও মূর্চ্ছা]

মাধাই। ঠাকুর! আমি মহাপাপী, আমায় রক্ষা কর গো!

নিমাই। ওরে মাধাই! তুই ন'দের নগরপাল ব'লে অহঙ্কারে দুর্ব্বল জীবের উপর কত অত্যাচার করেছিস্। সেই সুখ ছেড়ে দিয়ে আজ আমার পায়ে ধর্‌ছিস্ কেন? এতে তোর লজ্জা কি অপমান বোধ হচ্ছে না?

মাধাই। ওহে নিমাইচাঁদ! তোমার পায়ে ধর্‌তে আমার লজ্জা বা অপমান কি গো? তুমি যে কি ধন, তা' এতদিন বুঝ্‌তে পারি নি গো। ওগো, আমি অনেক পাপ করেছি গো, আমার সেই পাপ মোচন ক'রে পায়ে স্থান দেও গো। [পদধারণ]

নিমাই। মাধাই! আমা হ'তে তোর উদ্ধার হবে না রে!

মাধাই। ওগো ঠাকুর! হবে না কেন গো? জগতের উদ্ধার-কর্ত্তা হ'য়ে

যদি আমাকে উদ্ধার না কর, তবে আমি কার শরণ নিব গো ? জগাই মাধাই দুই ভাই এক সঙ্গে এক রকম পাপ করেছে, তবে জগাইকে যখন তুমি উদ্ধার করেছ, তখন এক-পাপের পাপী আমাকে উদ্ধার না করা কি তোমার উচিত হবে গো ?

নিমাই। জগাই আমার কাছে অপরাধী, তাই তার উদ্ধার হয়েছে ; কিন্তু তুই আমার ভক্ত নিতায়ের কাছে অপরাধী ; তোকে আমি উদ্ধার করতে পারব না রে ! নিতাই যদি তোকে ক্ষমা করে, তা হ'লে এ পাপ হ'তে মুক্ত হ'তে পারিস্ বটে।

মাধাই। ওগো প্রভু নিতাইচাঁদ। তুমি আমায় ক্ষমা কর গো !

[পদধারণ]

গীত।

আমি অপরাধী, ওহে গুণনিধি,
তোমার চরণতলে।
করেছি প্রহার, তাই রক্তধার
ঝ'রে পড়ে ধরাতলে ॥
অজ্ঞানতা বশে করেছি অন্যায়,
জ্ঞানদাতা প্রভু ক্ষম' গো আমায়,
পাপের ভয়ে আমার অঙ্গ যে কাঁপায়
আতঙ্ক শমন-কবলে ॥
পাতকী-উদ্ধারে তুমি অবতার,
চিনিতে জানিতে বাকী নাই আমার,
এ গোবিন্দ দাসে কর গো নিস্তার,
তরী যেন পায় তব কৃপাবলে॥

নিতাই। ওগো প্রভু! আমাকে উপলক্ষ কর্‌ছ কেন গো? তুমি নিজ গুণে দয়া কর গো!

মাধাই। ওগো ঠাকুর! আমার জন্য তুমি ওঁকে বল্‌ছ গো? তুমি দয়া না কর্‌লে ত উনি দয়া করবেন না? তাই বলি প্রভু! আগে তুমি দয়া ক'রে আমার দোষ ক্ষমা কর গো!

নিতাই। ওগো মাধাই! দয়ার সাগর গৌরাঙ্গসুন্দর আগেই তোমায় ক্ষমা করেছেন, নৈলে তোমার জন্য ভগবান্ আমাকে এত বল্‌বেন কেন গো? ওগো মাধাই! তোমাকে আমি একবার আলিঙ্গন করি এস গো! [আলিঙ্গন] মাধাই হরি বল, হরি বল, হরি বল।

মাধাই। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

জগাই। [উঠিয়া] মাধাই! ভাই! কি শুনালি, ভাই? বল আবার বল ভাই, হরি হরিবোল।

সকলে।—

সঙ্কীর্ত্তন

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে।
বল্ মাধাই মধুর স্বরে॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে,
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে শচী মায়ের উদরে,
(সে যে) ব্রজের বলাই হয়ে নিতাই, প্রেম বিলায় ঘরে ঘরে,
শিব ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী এই হরিনামের তরে,
(সে যে) আপনি হর গঙ্গাধর পঞ্চমুখে (হরির) নাম করে॥
নারদ ঋষি দিবানিশি বীণা-যন্ত্রে গান করে
থেকে ব্রহ্মলোকে চতুর্ম্মুখে বিরিঞ্চি বাঞ্ছা করে॥

হরিনামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
হরিনাম সুধারস পান করিলে ভাস্‌বি সুখের সাগরে ॥
আমরা দু-ভাই অশেষ পাপী বিখ্যাত এই সংসারে ;
হরিনামের তরী ঘাটে বাঁধা ডাক্‌লে নিতাই পার ক'রে ॥
জগাই বলে আয় রে মাধাই গঙ্গাজলে স্নান ক'রে,
আমি এই হরিনাম দিব তোরে নাচাব কোলে ক'রে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর এসে মিশ্‌ল কলির অন্তরে।
কবিরাজ আন্‌লে জড়ী, বাঁধ্‌লে বড়ী, চৌষট্টি রস নিঙড়ে ॥
অনন্ত যাঁর না পায় অন্ত, ব্রহ্মা না পায় ধ্যান করে,
সেই হরিনামে বঞ্চিত হ'লে কে তোরে রক্ষা করে ॥

সকলে। হরি হরিবোল!

গীত।

পালা পালা রে শমন, এই দেশে চাঁদ গৌর এল।
ওরে গৌর এল, নিতাই এল, নিতাই
গৌর দু ভাই এল।
ও শমন পালা পালারে গৌর এল ॥
ওরে গৌর এল, নিতাই এল, তোর অধিকার ঘুচে গেল,
ও শমন পালা পালা রে গৌর এল ॥
ওরে যে দেশেতে গৌর নাই, সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল,
ও শমন পালা পালা রে গৌর এল ॥

মাধাই। আহা, হরিনাম কি মধুর নাম! ওগো দাদা! আমরা আজ হ'তে ঐ নাম গাই এস গো!

উভয়ে।—

গীত।

হরিনাম কিবা মধুর নাম।
নাম শুনে প্রাণ জুড়াল, কিবা মধুর নাম॥
নামে মহাপাপী উদ্ধারিল কিবা মধুর নাম,
নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল কিবা মধুর নাম—
নামে শমন-শঙ্কা দূরে গেল কিবা মধুর নাম॥

[জগাই মাধাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগাই। একি! সে সব কোথায় গেল? মাধাই! মাধাই!

মাধাই। কেন গো দাদা, কি বল্‌ছ গো?

জগাই। ওরে, দয়াল নিমাইচাঁদ যে চ'লে গেল রে! আয়, মাধাই! শীঘ্র আয়, তাদের সঙ্গে যাব, শীঘ্র আয়।

[মাধাইয়ের হাত ধরিয়া দ্রুত প্রস্থান।

মহান্ত। [সুরে]

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চন্দ্র নাচে, সূর্য্য নাচে, আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোর'।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ার'॥
জড় পঙ্গু আতুরাদি উদ্ধারে পতিত।
গোবিন্দ দাস কহে হইনু বঞ্চিত॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

অঙ্গন।

নিমাই ও নিতাইকে মধ্যে রাখিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

গীত।

যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে,
নদীয়ার তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা মা যশোদার নয়নতারা,
তারা দু ভাই এসেছে রে॥
যারা ব্রজে ছিল কানাই বলাই, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা অক্রোধী পরমানন্দ, তারা দু ভাই এসেছে রে॥
যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা অযাচকে প্রেম যাচে, তারা দু ভাই এসেছে রে॥
ধর ধর ব'লে প্রেম যাচে, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে,
এই নদীয়ায় তারা দু ভাই এসেছে রে॥

[বৈষ্ণবগণের প্রস্থান।

নিমাই। ওগো নিত্যানন্দ! নগরের কত লোক আমাকে মার্‌বার যুক্তি করেছে, শুনেছ কি গো?

নিতাই। ওগো প্রভু! আপনাকে মারে কার সাধ্য গো?

নিমাই। ওগো, যারা আমায় মার্‌ব বলে, আমি তাদের জানি গো!

নিতাই। প্রভু গো! আমিও তাদের স্বভাব জানি গো!

নিমাই। শ্রীপাদ গো, তুমি কি মনে করেছ, তারা আমাকে মার্‌তে এলে, আমি বলপ্রকাশ ক'রে তাদের দমন কর্‌ব গো?

নিতাই। ওগো প্রভু! এরূপ স্থলে তাই ত কর্ত্তব্য হয় গো!

নিমাই। না গো নিত্যানন্দ! আমি তা' কর্‌ব না গো!

নিতাই। ওগো প্রভু! তবে তুমি কি কর্‌বে গো?

নিমাই। ওগো শ্রীপাদ! আমি কি কর্‌ব শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো!

গীত।

আমি লব গো এখনি সন্ন্যাস।
ডোর কৌপীন প'রে, কাঁধে ঝুলি ধ'রে,
কমণ্ডলু করে পর্‌ব বহির্বাস॥
দ্বারে দ্বারে তাদের করিব গো ভিক্ষা,
আচণ্ডালে দিব হরিনাম-শিক্ষা,
কোপ শান্ত হবে, দেবো নামে দীক্ষা,
দীনভাবে নদীয়ায় হইব প্রকাশ॥
নিজেই করিব গৃহসুখ-বিনাশ,
ভিক্ষুকের বেশ করিব বিন্যাস,
বিলাইব নাম, হব গোবিন্দ-দাস,
বিনাশিব জীবের শমনের ত্রাস॥

নিতাই। ওগো প্রভু! সে কেমন কথা গো? তুমি সন্ন্যাসী হবে, তা কেমনে সইব গো?

নিমাই। কি কর্‌ব গো শ্রীপাদ! আমার অদৃষ্টে শেষ তাই হবে গো! আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ কেবল কলির জীবের জন্য গো!

নিতাই। ওগো প্রভু! এ যে বড় কঠিন কথা শুনালে গো; আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে তুমি যদি সন্ন্যাসী হও, তবে আমাদের উপায় কি হবে গো?

নিমাই। ওগো শ্রীপাদ! আর তোমরা আমাকে দোষী কর্‌তে পার্‌বে না গো! আমি তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্যই সংসারে ছিলেম, কলির জীবের তা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে গো; তাই এক্ষণে সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে সেই পতিত জীবগণের জন্য সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষুকের বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়াব গো!

নিতাই। ওগো প্রভু! তোমার বৃদ্ধ মায়ের অবস্থা কি হবে একবার ভাব দেখি গো?

নিমাই। নিত্যানন্দ গো! মায়ের জন্যই আমি গৃহে থেকে তোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তনে আনন্দ ভোগ কর্‌ছিলেম, কিন্তু তা আর হ'ল না; এক্ষণে ভিক্ষুকের বেশে দেশে দেশে পতিত জীবের উদ্ধারে যাব গো!

নিতাই। ওগো প্রভু! তোমার কথা শুনে আমার যে কান্না পাচ্ছে গো!

নিমাই। ওগো শ্রীপাদ! কাঁদ্‌ছ কেন গো? আমি ত এখনই যাব না। যদি যাই, তবে সকলকে ব'লে যাব গো!

নিতাই। (সুরে) প্রাণ গৌরাং হে একি শুনিনু আচম্বিত।

শুনিতে পরাণ যায়, মুখে রা' না বাহিরায়,
তুমি কেন ছাড়িবে নবদ্বীপ॥

ইহা ত জানি না মোরা, সকলে মিলেছি গোরা,
অবনত মাথে আছি বসি।
নির্ঝরে নয়ন ঝরে, বুক ব'য়ে ধারা পড়ে,
মলিন হয়েছে মুখ-শশী॥
গোরা না রহিলে ঘরে, মোরা র'ব কি প্রকারে,
কি সুখে করিব নদেয় বাস।
যা' হবার তা হবে, যার কার্য্য সেই করিবে,
আভাসে কহে গোবিন্দ দাস॥

শচীর প্রবেশ।

শচী। নিমাই! নিমাই! কৈ বাপ্, কোথায় গেলি?

নিমাই। মা গো! এই যে আমি। প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

শচী। বাপ্ আমার! দীর্ঘজীবী হও, সোণার দোয়াত কলম হ'ক্—পাঁচটা বেটা-বেটী হ'ক্—তোমার সুখের সংসার হ'ক্।

নিমাই। আর মা, সবই হবে গো!

শচী। বাপ্ নিমাইচাঁদ! তোমার কাছে আমি একটি অপরাধ করেছি, বাবা?

নিমাই। সে কি মা, ও কথা কি বল্‌তে আছে গো? ছেলের কাছে মায়ের আবার অপরাধ কি গো? ছেলেই মায়ের কাছে পদে পদে অপরাধী। কি হয়েছে বল মা?

শচী। বাবা নিমাই! তোমার দাদা বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাসী হ'ল, তার কিছুদিন আগে আমাকে একখানি পুঁথি দিয়ে বলেছিল, মা! নিমাই বড় হ'লে এই পুঁথিখানি তাকে দিয়ে বল্‌বে যে, তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথিখানি পড়্‌তে বলেছে।

নিমাই। ওগো মা, সে পুঁথি কোথায় আছে গো?

শচী। বাবা নিমচাঁদ রে! সে পুথি প'ড়ে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়েছিল, পাছে তোমারও সেই দশা ঘটে; সেই ভয়ে সে পুঁথিখানি আমি পুড়িয়ে ফেলেছি গো! তুমি রাগ করবে বলে আগেই ক্ষমা চেয়েছি, বাবা!

নিমাই। না গো মা, রাগ করব কেন গো? তবে আমার দাদার একমাত্র চিহ্ন পুথিখানি থাকলে ভাল হ'ত। যাক্—যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে, তার জন্য তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে কি গো, বরং তুমিই আমাকে ক্ষমা কর গো!

গীত।

ক্ষমা কর গো ক্ষমাময়ী দয়াময়ী জননী আমার।
এ কারণে কি কারণে অপরাধ হবে গো তোমার॥
আমি মা তোমার পায়,
অপরাধী পায় পায়,
কর মা আমার উপায়, ভেবে মনে অবোধ-কুমার॥
পুঁথিখানি করেছ ছিন্ন,
চিন্তা কেন তার জন্য,
আমিও মা হ'য়ে বিপন্ন, শরণ্য তোমার—
মা হ'য়ে কি কও একি কথা,
কেন মনে দেও গো ব্যথা,
মা'র কাছে পুত্র কোথা, হানি করে মা'র মহিমার॥

শচী। ও বাপ নিমাই! তোমায় একটী কথা বলতে পারি বাবা?

নিমাই। ওগো জননি! কি বলবে বল গো?

শচী। বাপ্ নিমাই রে! লোকের মুখে শুনেছি—তুমি নাকি কোথা যাবে, বাবা?

নিমাই। ওগো মা! লোকের যে সন্তান হয়, তা কি সকলের সুসন্তান গো? আমা হ'তে এ জন্মে তোমার কোন কাজ হবে না গো মা!

শচী। ও বাপ্ নিমাইচাঁদ! একি কথা শুনালি বাবা? তোর কথা শুনে আমার বুক যে, শুকিয়ে গেল রে! নিমচাঁদ রে! তোর মনে কি আছে, তা তুইই জানিস্ রে!

নিমাই। ওগো মা, আমার মনে কি আছে, বলি শোন গো!

গীত।

হয়েছি মনে অভিলাষী, র'ব না মা, গৃহবাসী,
হব গো আমি সন্ন্যাসী, ঘুর্‌ব জীবের দ্বারে দ্বারে।
কাঁধে ঝুলি ধ'রে, খাব ভিক্ষা ক'রে,
আদরে অনাদরে
যাব সবার দ্বারে॥
মিটেছে মা আমার গৃহবাসের সুখ,
সংসারে থাকিতে বাড়ে গো অসুখ,
জীবের দুখ দেখে ফেটে গেল বুক,
তাদের নাম-তরী দিয়ে পাঠাব পারে॥
সন্ন্যাসী সাজিয়ে যাব বৃন্দাবন,
দেখিব আনন্দে শ্রীনন্দ-নন্দন,
দাস গোবিন্দ যদি পায় গোবিন্দ ধন,
হয় না যেতে তবে শমনের দ্বারে॥

শচী। বাবা নিমচাঁদ! একি কথা শুনালি, বাবা? সন্ন্যাসী হ'য়ে তুই বৃন্দাবনে যাবি কেন রে?

নিমাই। মাগো! আমি তোমার বড় অভাগা সন্তান গো, তাই, আমা হ'তে মায়ের কোন কাজ হবে না, আমাকে কৃষ্ণের সকাশে যেতে হবে গো!

শচী। বাপ্ গৌর রে! তোমার এমন মতি কেন হ'ল রে? বাবা রে, আমি আমার জন্য ভাবি না, আমার বৌমা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে, তাই ভাবি গো!

নিমাই। ওগো মা! তার জন্য ভাবনা কেন গো? তার জন্য কোন চিন্তা ক'রো না। আমায় সন্ন্যাসে যেতে অনুমতি দেও, আমার অভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার সেবা করবে গো মা!

শচী। ও বাপ্ নিমাই রে! আর ও কথা ব'লে কাঁদাস্ নে রে! একে বিশ্বরূপের শোকে পাগল হয়েছি, আবার তুইও আমায় ফাঁকি দিয়ে যাবি, বাবা? তুই সন্ন্যাসী হ'লে আর যে তোর মা বুলি শুন্‌তে পাব না রে! আর তুই আমায় মা ব'লে ডাকৃবি না, বাবা?

নিমাই। সে কি গো মা! মাকে মা বল্‌ব না ত কি বল্‌ব গো? ওগো মা! আমি সন্ন্যাসী হ'লেও যতদিন বাঁচ্‌ব, ততদিন তোমায় প্রাণ ভ'রে মা মা বলে ডাকৃব গো! এক্ষণে আমায় সন্ন্যাসে যেতে অনুমতি দেও মা, তোমার অনুমতি নৈলে যে, আমার কোন কাজ হবে না গো!

শচী। ও বাপ্ নিমাই! তুমি যদি আমায় মা ব'লে ডাক, তবে আমি তোমায় অনুমতি দিলাম গো!

নিমাই। ওগো মা! তোমার অনুমতি নিয়ে এইবার আমি সন্ন্যাসী হ'তে চল্‌লেম গো! মা গো, প্রণাম হই গো! [প্রণাম] আশীর্ব্বাদ কর, যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই গো!

গীত।

আমায় কর গো জননী আশীর্ব্বাদ।
সন্ন্যাস-গ্রহণে, গিয়ে বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ-দরশনে পূরে যেন সাধ॥
কুলে যদি কারু কেউ সাধু হয়,
ত্রিকুল-উদ্ধার তার কর্ম্মগুণে হয়,
সেই সন্ন্যাস-ভাব মনেতে উদয়,
তাই গৃহবাসে প'ড়ে গেল বাদ।
মা'র পদধূলি করিয়া সম্বল,
চল মন আমার বৃন্দাবনে চল,
গোবিন্দ দাস তুমি হরি হরি বল
ঘুচে যাবে যত বিষাদ বিবাদ॥

[প্রস্থান।

শচী। একি হ'ল! নিমাই যে আমার চ'লে গেল গো! হায় হায় আমি কি কর্‌লেম গো! নিমাইকে কেন অনুমতি দিলেম গো। নিমাই! নিমাই! হা নিমাই! [ধূলায় লুণ্ঠিত]

মহান্তের প্রবেশ।

মহান্ত। [সুরে] জগত-দুর্ল্লভ-কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয়॥
এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলে মোর বশ'।
এখন আপন সুখে কর গো সন্ন্যাস'॥

পুনর্ব্বার শচীমাতা শোকাচ্ছন্ন হৈল।
হায় কি করিনু বলি ভূমেতে পড়িল॥
হেরিয়ে মায়ের দশা নাহি স'রে ভাষ।
গৌরাঙ্গের লীলামুগ্ধ শ্রীগোবিন্দ দাস॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণু। একি! মা আমার ধূলায় প'ড়ে কেন গো? মা মা! ও গো মা! তোমার কি হয়েছে বল না গো, মা?

মহান্ত। আর কি হবে মা, সোণার গৌর সংসার ছেড়ে বিশ্বরূপের মত সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যাবে, তাই শুনে মার মূর্চ্ছা হয়েছে গো!

বিষ্ণু। কৈ গো, তিনি ত কোথাও যান্ নাই। মা, ও মা, মাগো! ওঠ—তোমার পুত্র ত সন্ন্যাসে যান্ নি গো! আর অচেতনে থেকো না মা, একবার ওঠ গো!

গীত।

ওঠ গো জননী, কেন বিষাদিনী,
থেকো না আর অচেতনে।
বধূ অভাগিনী, জনম দুখিনী,
চায় মা দেখিতে সচেতনে॥
কি দুঃখে প'ড়ে ভূতলে,
ভাসি মা নয়ন-জলে,
দেখে হৃদয় গলে—
তোমার চরণ-সেবার কারণ,
এসেছে এ দাসী দেখ নয়নে—
ধরাসনে রয়েছ কেনে
চল মা নিজ নিকেতনে॥

শচী। ওগো! কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লে গো? আমার নিমাই কি তবে এলি, বাবা?

বিষ্ণু। মা গো! তিনি ত কোথাও যান নি, তবে আস্‌বেন কি গো? আমি তোমার দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া এসেছি গো!

[গীতাবশেষ]

এসেছি মায়ের পাশে,
চরণ-সেবার অভিলাষে,
মনের উল্লাসে.—
তোমার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে,
এত দুঃখ কি কারণে—
দাস গোবিন্দ ভণে চল ভবনে
হেরিতে নিমাই-রতনে ॥

শচী। ওমা বিষ্ণুপ্রিয়া গো! আমার গৌরহরি কৈ গো?

বিষ্ণু। মাগো! তিনি এক্ষণে গঙ্গাস্নানে গেলেন গো!

শচী। গৌর আমার গঙ্গাস্নানে গেছে? চল মা, তবে গৃহে যাই চল, বাছার খাবার যোগাড় করি গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

নিতাই। হায়! তবে কি সত্যসত্যই আজ নিমাই সন্ন্যাস নেবেন গো।

মহান্ত। [সুরে] নিমাই হইবে সন্ন্যাসী।
কলির জীবের তরে, ডোর-কৌপীন প'রে
হইবেন ব্রজবাসী ॥
গৌর ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তিমান্
যেবা ইচ্ছা হবে তাঁর।

তাই হবে পূর্ণ, চিন্তা কিসের জন্য,
সে যে প্রেমের অবতার ?
দাস গোবিন্দ বলে, সকল চিন্তা ভুলে,
সার কর গোরা নাম।
নিদানে শমন, হইবে শাসন,
মুক্ত হবে পরিণাম ॥

গীত।

গৌর-প্রেম-সাগরের মাঝে
তোরা কে ডুবিবি আয়।
প্রেমধন বিলাতে গোরা এল নদীয়ায় ॥
নাম বিলাতে, কলির জীবে
গোরা বাহিরায়।
সঙ্গে চলে অবধূত
শ্রীনিত্যানন্দ রায় ॥
জীবের দশা মলিন দেখে
গোরা গৃহ ছেড়ে যায়।
প্রেমধন বিলাতে গোরা
যাচে গো সবায় ॥
হরি ব'লে বাহুতুলে
নাচে আর গায়।
নামের বলে গোবিন্দ দাস
শমন ভয় এড়ায় ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

শয়নগৃহ-সম্মুখ।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও নিমাই আসীন।

সখীগণের নৃত্যগীত।

সখীগণ।—

যুগল কিশোর-কিশোরী।
দুহু আঁখি পানে, দুঁহু মুখ চায় ।
যত দুখ যায় পাশরি॥
পরাণ বঁধুয়া পাইয়া স্বজনী
থাক সুখে সুখী হইয়া.
মরমের দুখ দূর কর আজি
মরমেয় কথা কহিয়া,
আমরা সবাই দূরে র'ব গিয়া,
বাজাব প্রেমের বাঁশরী॥

[প্রস্থান

নিমাই। ওগো প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি অমন কাঁদ্‌ছ কেন গো?

বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ! তুমি নাকি আমায় ছেড়ে সন্ন্যাসে যাবে গো, তাই শুনে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে গো!

গীত।

প্রাণ কাঁদে হে প্রাণনাথ, শুনি নিদারুণ কথা।
তুমি হে সন্ন্যাসে যাবে ; আমারে রাখিবে কোথা ॥
তুমি যে আমার সংসারের সার,
তোমার চরণ মোর আশা ভরসার,
ছেড়ে যা বে কান্ত, মাতা পরিবার,
শুনি বাজে বুকে বাজের ব্যথা ॥
তুমি যদি নাথ হইবে উদাসী,
কি সুখে ভবনে রহিবে এ দাসী,
তোমার অদর্শনে নয়ন-জলে ভাসি
রাখে প্রভুর পায়ে দাসীর এই মাথা ॥

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া! এ কথা তুমি কোথায় শুনেছ গো? মিছে কথা শুনে কেন কষ্ট পাও গো?

বিষ্ণু। ওগো, আমার মাথা খাও. তুমি সত্যকথা বল গো?

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া, ও কথা ব'লো না গো! এ সংসারে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম ভজনাই সার কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম গো! এক্ষণে এস, আমরা উভয়েই সেই ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দিই। প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! বিষ্ণুর ভজনা ক'রে তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সার্থক কর গো!

বিষ্ণু। ওগো বুঝেছি গো, তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ফাকি দিয়ে চ'লে যাবে গো!

নিমাই। ওগো প্রিয়ে, সত্যই বুঝেছ গো! আমি সন্ন্যাসী হ'লে তোমার তাতে বড়ই কষ্ট হবে গো! কিন্তু কি কর্‌ব বল? কেবল কৃষ্ণ-সেবার জন্যই বাধ্য হ'য়ে আমাকে এ কাজ কর্‌তে হবে গো!

মহান্তের প্রবেশ।

মহান্ত।— (সুরে)

কিবা হৈল দুর্ম্মতি, বিষ্ণুপ্রিয়া গুণবতী,
কি ক্ষণে আনিনু তোমা ঘরে।
দিবানিশি কাঁদাইনু, সুখমাত্র নাহি দিনু,
কৃপা করি ক্ষমা কর মোরে॥
করি ধন-আহরণ, আপন-জন-পোষণ
বিশ্বমাঝে সবে করে সুখী।
সুখ নাহি দিনু তোরে, জন্মের তরে দেশান্তরে,
চলেছি একাকী তুহা রাখি॥
গোবিন্দ দাসে গায়, স্বামী পানে বামা চায়,
নয়নের তারা নাহি চলে।
শুকাইল মুখ-ইন্দু, অঙ্গ কাঁপে মৃদু মৃদু,
মূরছিয়া পড়ে পতি কোলে॥

বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ গো! তুমি যে আমাকে কাঁদিয়ে চ'লে যাবে, তা আমি আগে হ'তেই জেনেছি গো!

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! তুমি তা কেমনে জেনেছ গো?

বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ। বেশ কথা বলেছ গো! আমি কেমনে জান্‌লেম, তবে বলি শোন গো!

গীত।

ওহে প্রাণনাথ হে, আমি জেনেছি বিলক্ষণ।
কয়দিন হ'তে নিরবধি হেরিতেছি অলক্ষণ॥
দক্ষিণ চক্ষু নাচে ঘনে ঘনে,

অঙ্গ আমার কাঁপে সঘনে,
চেয়ে দেখি নবঘনে
রক্ত-বৃষ্টির লক্ষণ।
দিবসে পেচক ডাকে,
শিবাকুল উচ্চে হাঁকে.
যখন চাই যেইদিকে,
দেখি লাখে লাখে তুর্লক্ষণ ॥

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া! এতে তোমার কোন ভয় নেই গো!

বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ! আর একদিন ঐ কথা বলেছিলে গো, ও কথা তোমার মুখের কথা গো!

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! আবার কবে কি বলেছিলেম গো?

বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ গো! যেদিন আমার পায়ে হোঁচট্ লাগে, সেদিন বলেছিলে নয় যে, ভয় কি আমি আছি গো?

নিমাই। হঁ্যাগো বিষ্ণুপ্রিয়া! তা বলেছিলেম বটে গো!

বিষ্ণু। ওগো! তবে আজ তুমি আমাকে ফাকি দিয়ে চ'লে যাবে কেন গো?

নিমাই। ওগো, আমি ত একেবারে যাব না, আবার যে ফিরে আস্‌ব গো!

বিষ্ণু। প্রাণনাথ! এ কথাটি তোমার ভুলান কথা গো!

নিমাই। কেন গো, ভুলান কথা কেমনে জান্‌লে গো?

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত। সন্ন্যাস নিয়ে যে চ'লে যায়, সে কি আর ঘরে ফিরে গো? তাই বল্‌ছি নাথ! এ তোমার দোষ নয়, আমার কপালের দোষ গো! এতদিনে আমার কপাল ভাঙ্‌ল গো!

গীত।

এতদিনে ভাঙ্‌ল বুঝি এ পোড়া কপাল।
স্বামী থাক্‌তে বৈধব্য ভোগ, ভাগ্যের লেখা হ'ল কাল॥
কত করেছি যে মহাপাপ,
তাইতে পাই গো এই মনস্তাপ,
কে ঘুচাবে এ সন্তাপ,
তোমা বই কে আছে কৃপাল॥
বুঝি না কিছু আপন,
করি না কথা গোপন,
সত্য না এ সব স্বপন,
বুঝ্‌তে নারি এ জঞ্জাল॥

নিমাই। ওগো প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! এ তোমার স্বপ্ন নয় গো, আর আমিও কৌতুক করি নি গো; সত্যই আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে বৃন্দাবনবাসী হব গো, তুমি আমাকে মনের সুখে বিদায় দেও গো!

বিষ্ণু। প্রাণনাথ গো! তুমি আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে, আর আমি মনের সুখে তোমারে বিদায় দিব, তাও কি হয় গো? ওগো, তোমার পায়ে ধরি—আর অমন কথা ব'লো না। তুমি সন্ন্যাসে গেলে কি আমার মনের সুখ থাকে গো? আমি প্রাণ ধ'রে তোমায় বিদায় দিতে পার্‌ব না গো!

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! আমি ত কোন অন্যায় করিনি, বরং সৎপথেই চলেছি গো, এতে তোমার দুঃখ কি গো?

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত! দুঃখ যে কি, তা আর তোমারে কি বল্‌ব গো? স্বামী যে, স্ত্রীলোকের দেবতা গো! ইহ-পরকালে স্বামীর

সুখেই যে, স্ত্রী সুখী গো! সেই স্বামী যদি সংসার ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে যায়, তা'তে কি স্ত্রীর মনে সুখ থাকে গো? আমি প্রাণ ধ'রে তোমায় বিদায় দিতে পার্‌ব না গো!

গীত।

বিনয় করি পায়ে ধরি, ব'লো না দিতে বিদায়।
তোমায় সন্ন্যাসে বিদায় দেওয়া, আমার যে বিষম দায়॥
আর কেবা আছে আমার,
সান্ত্বনা কে দিবে গো আর,
বল গো সেবা কর্‌ব কাহার,
যদি স্বামী ছেড়ে যায়॥
নারীর নাই কোন সঙ্গতি,
নারীর পতিই পরম গতি,
দাস গোবিন্দের মনের গতি
কালের গতি রোধিতে চায়॥

নিমাই। ওগো প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি অত কাতর হচ্ছ কেন গো? স্বয়ং মা জননীই আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিয়েছেন গো, এখন আর এ কথা বলা তোমার সাজে না গো! এই দেহ এখনই আছে—এখনই নাই। এমন দেহ ধ'রে ঈশ্বরের নাম না নিয়ে অসার সংসারে মোহে ম'জে থাক্‌লে পরকালে গতি কি হবে গো?

বিষ্ণু। ওগো নাথ! বল কি গো? মা তোমায় সন্ন্যাসে যেতে বিদায় দিয়েছেন? তুমি পরকালের গতির জন্য মায়ের অনুমতি পেয়েছ; কিন্তু আমার যে, ইহ-পরকালের গতি তুমি গো! আমি তোমাকে

কেমনে বিদায়-অনুমতি দিব গো? আর মা যে, ছেলেকে সন্ন্যাসে যেতে অনুমতি দিয়েছেন বল্‌ছ, তা কি হ'তে পারে গো?

নিমাই। হাঁ্যা গো বিষ্ণুপ্রিয়ে! সত্যই বল্‌ছি—মা আমায় অনুমতি দিয়েছেন গো।

বিষ্ণু। ওগো মা তোমায় অনুমতি দিয়েছেন? তা' হ'তেও পারে গো! তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বেশি দিন বাঁচ্‌বেন না, তাই হয় ত অনুমতি দিয়েছেন গো! কিন্তু আমি এ ভরা যৌবন নিয়ে এতকাল কি ক'রে কালযাপন কর্‌ব গো? আমাকে তুমি কার হাতে দিয়ে যাবে গো? মা চ'লে গেলে তখন আমায় কে রক্ষা কর্‌বে গো?

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! যিনি সকলের রক্ষক, সেই ঈশ্বর তোমায় রক্ষা কর্‌বেন গো! তুমি এ পতিহারা হ'লে সেই জগৎপতির সেবা কর্‌বে গো!

বিষ্ণু। ওগো নাথ! আমি বুঝেছি গো—আমাকে পরিত্যাগ করাই তোমার সন্ন্যাস গো! তা' আমি না হয় বাড়ী হ'তে চ'লে যাচ্ছি, তবু তুমি মাকে ত্যাগ ক'রে তোমার বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না গো। তাতেও যদি না হয়, তবে আমি না হয় বিষ খেয়ে, কি গঙ্গার জলে ডুবে মরি গো, তবু তুমি বাড়ী হ'তে যেয়ো না গো!

গীত।

যেয়ো না যেয়ো না, মাকে কাঁদাইও না,
ধরি তব শ্রীচরণ।
তোমার সুখের কারণ, আমার জীবন ধারণ,
এখন না হয় হ'ক্ মরণ॥
(আমার ছার-জীবনে আর কাজ কি আছে)

(স্বামী যদি সন্ন্যাসী হয় গো—

তবে ছার-জীবনে কাজ কি আছে)

আমার ইহ-পরকাল, গতি চিরকাল

তুমি ওহে প্রাণপতি,

তোমায় বিদায় দিয়ে, কি সুখ লাগিয়ে

করিব গৃহেতে বসতি,

(তার চেয়ে আমি মরি গো)

(সকল জ্বালা জুড়াইতে আমি মরি গো)

দাস গোবিন্দ বলে, কুতূহলে

গঙ্গার কোলে নেও শরণ ॥

বিষ্ণু। [সুরে]

কি কহিব মুই আর, আমি তোমার সংসার,

সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।

তোমার নিছনী ল'য়ে, মরিব মুই বিষ খেয়ে,

সুখে নিবসহ তুমি ঘরে ॥

আমার কারণে যদি, ত্যজ গেহ গুণনিধি,

এ দেহে সে গেহ না চাই।

যার তরে দেহ-গেহ, সেই তুমি যদি ত্যজহ,

তবে আর মোর কেহ নাই ॥

তোমার ও মুখ চেয়ে, এ ভরা যৌবন ল'য়ে,

কত আশা করেছি সংসারে।

সব আশা ভেঙ্গে দিয়ে, যাবে হে সন্ন্যাস-নিয়ে,

সেবা-দাসী রহিতে কি পারে ॥

শুন হে নদের-চাঁদ, ছিঁড়ো না মায়ার বাঁধ,
দাস গোবিন্দ কহে করযোড়ে ॥
নদে হ'তে চ'লে যাবে, কে তরাবে কলির জীবে,
কে পাঠাবে পতিতেরে পারে ॥

নিমাই। ওগো প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি কি আমার প্রাণের বেদনা এখনও বুঝ্‌তে পার নি গো?

বিষ্ণু। প্রাণকান্ত গো! এমন সুখের সংসারে তোমার আবার কি বেদনা গো?

নিমাই। প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমি সংসার কর্‌তে এ জগৎ-সংসারে আসি নি গো!

বিষ্ণু। ওগো নাথ! তবে তুমি কি কর্‌তে এসেছ গো?

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! আমি সংসারের জীবের দুঃখ মোচন কর্‌তে এসেছি গো!

বিষ্ণু। প্রাণনাথ গো! ও আবার কি কথা গো? সংসারের লোকে আপনাপন সংসারের লোকের দুঃখেই কাঁদে গো, তুমি এ আবার কি বল্‌ছ গো?

নিমাই। ওগো, আমি যা বলি, তাই ঠিক গো! জীবের দশা মলিন দেখে আমি জীব তরাতে নদীয়াতে এসেছি গো!

বিষ্ণু। বলি, সংসারে থেকে কি সে কাজ হয় না গো?

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়ে! আগে তাই ভেবেছিলেম গো, তাই সকলকে প্রেমভরে নাম বিলাতে গেলেম; কিন্তু তারা সে হরিনাম নিলে না গো! তাই আমি তাদের জন্য কাঁদ্‌ব। শুধু আমি কাঁদ্‌ব না, আমি চ'লে গেলে তুমি কাঁদ্‌বে—মা কাঁদ্‌বে—পাতকী জীব সেই সব রোদন শুন্‌বে, আর দেখ্‌বে গো!

বিষ্ণু। ওগো, তা'তে তোমার জীব তরাণ কেমনে হবে গো ?

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া! লোকে যে সংসার ছাড়ে, তা একটা দুঃখে ছাড়ে ত গো ! তাই সংসারের লোক তখন তোমাদের দুঃখ দেখে বুঝ্বে যে, আমার কাছে তারা নাম নিলে না ব'লে সেই দুঃখে আমি সন্ন্যাসী হ'লেম ; তখন তারা আমার প্রতি দয়ালু হ'য়ে নাম গ্রহণ কর্‌বে গো !

বিষ্ণু। ওগো ! আমাকে আর মাকে না কাঁদালে কি তোমার জীব-উদ্ধার হবে না গো ?

নিমাই। না গো ! তোমাকে আর মাকে কাঁদ্‌তে দেখে জীবের মতি-গতি বদ্‌লে যাবে গো, এ নৈলে তাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই গো !

মহান্ত।— [সুরে]

ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া, শুন মন দিয়া
গৌরাঙ্গ-লীলার কথা।
জীব-তরাইতে, এল নদীয়াতে
দিতে হরিনাম-গাথা ॥
করিছে মননে, যাবে বৃন্দাবনে,
প্রাণকৃষ্ণে অন্বেষণে।
কৃষ্ণ কৃপা বিনা, কাজে বিঘ্ন নানা,
হেরিব সে ধনে সাধনে ॥
গোবিন্দের দয়া, ঘুচাইবে মায়া,
পাপী জীবের অন্তরে।
শ্রীগোবিন্দ দাসে, করুণা প্রকা'শে
তুলে নিবে নিজ ক্রোড়ে ॥

গীত।

অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ-লীলা কিবা চমৎকার।
কেহ নয় কার, সব মনের বিকার
হ'ল নামের অধিকারে সব একাকার॥
কলির পতিত কলুষিত নরে,
নাম দিয়ে প্রভু নিয়ে যাবেন পারে,
মলিন দশা জীবের দেখিতে না পেরে,
ধরেছেন হরি নিমাই-আকার॥
নাম বিলাইতে এই জগত মাঝে,
নদের নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী যে সাজে,
দেখ দেখ সবে আপন মনের মাঝে
তিন রূপে গড়া নিমাই-আকার—
রাম-কৃষ্ণ রাধা তিন রূপ ভাব,
গৌর ভাবের ভাব হ'ল আবির্ভাব,
স্বভাবীর স্বভাব, অভাবীর অভাব
পাপের প্রভাব হরে গৌর-অবতার॥

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত! একান্তই যদি তুমি বৃন্দাবনে যাবে, তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল গো!

নিমাই। না গো বিষ্ণুপ্রিয়া! তা' হয় না গো! পথে নারী বিবর্জ্জিতা। কামিনী কাঞ্চন সংসারের বন্ধন যে গো, সন্ন্যাসীর সে কামিনী-কাঞ্চন ভোগের নয়, ত্যাগের গো!

বিষ্ণু। ওগো নাথ! তা হবে না কেন গো? রামচন্দ্র যখন বনে যান্, তখন কি আপন নারী সীতা সতীকে সঙ্গে নিয়ে যান্ নি গো?

নিমাই। প্রিয়ে গো! তিনি ত আমার মত সন্ন্যাস নেন নি, তিনি পিতৃসত্য পালনে বনে গিয়েছিলেন, তাই ভাই বা ভার্য্যাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, আর আমি যে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাব গো, আমার পক্ষে স্ত্রীসঙ্গে যাওয়া যে, বিড়ম্বনা গো!

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত! সন্ন্যাসী হ'লে কি তার সঙ্গে নারী থাক্‌তে নেই নাকি গো?

নিমাই। না গো বিষ্ণুপ্রিয়া! শাস্ত্র মতে সন্ন্যাসীর স্ত্রী সঙ্গ নিষেধ যে গো! বিশেষ, তুমি যদি সঙ্গে থাক, তা' হ'লে জীবের করুণা হবে না যে গো!

বিষ্ণু। ওগো নাথ! তবে আমার কি হবে গো?

নিমাই। ওগো, আমি কাঙ্গাল, আর তুমি কাঙ্গালিনী হবে, তবে জীবের দয়া হবে গো!

বিষ্ণু। ওগো কান্ত! আমি যে তোমার দাসী গো, আমাকে ছেড়ে তুমি কেমনে যাবে গো?

নিমাই। ওগো! আমিও যে তোমারি গো! যেখানে-সেখানে থাকি, তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী গো! আর মায়া বাড়িও না—প্রণয়-বাঁধন মোচন ক'রে দিয়ে বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি দেও গো।

বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ গো! বার বার সেই কথা? তুমি এমন নিষ্ঠুর গো!

নিমাই। হ্যাঁগো বিষ্ণুপ্রিয়া! আমাকে যা' ভাব, আমি তাই গো! এক্ষণে আমি যাই গো!

বিষ্ণু। ওগো, তুমি গেলে আমি কি কর্‌ব ব'লে দেও গো?

নিমাই। [স্বগত] সহজে হবে না দেখ্‌ছি, বিভূতি প্রকাশ কর্‌তে হবে। ওগো প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! মিছে কেন মায়ায় মুগ্ধ হও গো? আমি

যেমন তোমার স্বামী, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ এই জগতের সবার স্বামী গো! তাঁর ভজনা করা—সেবা করা সংসারের নর-নারী মাত্রেরই সার কর্ম্ম গো! তুমি আমার অভাবে সেই জগৎপতি শ্রীপতি শ্রীগোবিন্দের ভজনা কর গো!

বিষ্ণু। ওগো প্রাণপতি! আমার জগৎপতি শ্রীপতি শ্রীগোবিন্দ যে তুমি গো!

নিমাই। হ্যাঁ গো, তাই ত বটে গো! এই দেখ—আমি কে গো?

গীত।

ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া, স্থির কর হিয়া,
আমি সেই শ্রীপতি, তুমি মোর শ্রীমতী,
বিষ্ণুপ্রিয়ে সতী স্বয়ং শ্রীরাধিকে॥
এ সংসার শুধু মিথ্যা মায়ার চক্র,
মায়াচক্রে ঘোরে সতত কুচক্র,
হের মোর করে শোভে শঙ্খ চক্র,
গদা পদ্মধারী কে আমি ভূলোকে॥
এই আমি তোমার স্বামী এ ধরায়,
আমার স্বামী সেই শ্রীগোবিন্দ রায়,
দাস গোবিন্দের যবে জীবন বাহিরায়
দেখা দিও ত্বরায় তাহারে পলকে॥

[সহসা অপসরণ ও বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রকাশ।]

বিষ্ণু। ওগো! একি দেখি গো! আমার স্বামী কোথা গো? শঙ্খ চক্রধারী তুমি কে গো? ওগো! সেই নদেরচাঁদ নিমাইচাঁদের অনুরূপ ভিন্ন আমি কাউকে স্বামী ভাব্‌তে পার্‌ব না গো!

[সহসা বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান—নিমাই প্রকাশ]

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়ে! স্বামীর জন্ম জগৎস্বামী নারায়ণে রূপকে উপেক্ষা কর্‌লে গো?

বিষ্ণু। ওগো! তুমিই ত আমার নারায়ণ গো! তবে আমায় ছেড়ে কেন যাবে গো?

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! আমি কি তোমায় ছাড়্‌তে পারি? আমি যে সত্যই তোমার নারায়ণ গো?

বিষ্ণু। ওগো নারায়ণ গো! নারায়ণ হ'য়ে তুমি সন্ন্যাসী সেজে যাচ্ছ কেন গো?

নিমাই। ওগো, বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমি জীবের দুঃখ দূর কর্‌তে সন্ন্যাসী সেজেছি গো! লোক-চক্ষে তোমাকে উপেক্ষা কর্‌লেও, যখনই তুমি আমায় ভাব্‌বে, তখনই তোমাকে দেখা দিব গো!

বিষ্ণু। ওগো! তাই বল গো, যেন আমি চরণ-ছাড়া না হই গো!

মহান্ত।— [সুরে]

দূরে গেল শোক দুঃখ, আনন্দে ভরিল বুক,
চতুর্ভুজ হেরি আচম্বিতে।
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ নিরখিয়া
পতি-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে চিতে॥
সাদরে সাধিয়া সতী, সঙ্গে ল'য়ে নিজ পতি,
শয়নে শয়ন তরে যায়।
সাবধান বিষ্ণুপ্রিয়া, পাহারা দেও জাগিয়া,
নৈলে নিমাই সন্ন্যাসে যায়॥
হৈল গভীর রাত্রি, নাহি কেহ পথ-যাত্রী,
হেনকালে গৌর বাহিরায়।
নিমাই-সন্ন্যাস কথা, মধুর অমিয় কথা
গোবিন্দ দাসে আজি গায়॥

গীত।

এইবার নিমাই-চাঁদ চলে সন্ন্যাসে।
ঘুমে অচেতন বিষ্ণুপ্রিয়া অলস আবেশে ॥
গৃহ পরিহরি চলেন গৌরহরি,
ঘুমাও ওগো সতী বেদনা পাশরি,
তোমার জীবন-হরি, নদের নিমাই-হরি
ব'লে হরি হরি যায় গো প্রবাসে ॥
ত্যজি' গৃহবাস, ধরি বহির্বাস,
দণ্ড-কমণ্ডলু ল'ন্ শ্রীনিবাস,
নাম দিতে জীবে পরম উল্লাস,
ঝুলি কাঁথা কাঁধে চলেন মলিন বাসে ;
গৌর-লীলা সুধা করিবারে পান,
তৃষিত ভকত সুযোগ না পান্,
দাস গোবিন্দের যাবে যবে প্রাণ,
যেন গৌর গৌর ব'লে গঙ্গাজলে ভাসে ॥

নিমাই। আর মায়া কেন? থাক বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি চল্‌লেম গো! এ জীবনে আর নারী-সঙ্গ কর্‌ব না, কেবল সাধু-সঙ্গ ক'রে, জীব উদ্ধার তরে পরের দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে, সেধে সেধে, যেচে যেচে নাম বিলাব গো! [উদ্দেশে] মাগো! তোমায় প্রণাম হই। [প্রণাম] এক্ষণে তোমার নিমাই সন্ন্যাসে চল্‌ল গো, জগৎ গোঁসাই তোমাদের শোকে শান্তি দিবেন গো! জয় বৃন্দাবনচন্দ্রের জয়!

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। [সহসা নিদ্রাভঙ্গ] এ্যা, একি! একি! তিনি কৈ? হায় হায় তবে কি আমার সর্ব্বনাশ ক'রে সন্ন্যাসে চ'লে গেল নাকি! মা! ওমা! মাগো! একবার এস ত গো!

শচীর প্রবেশ।

শচী। ঐ বুঝি নিমাই আমার চ'লে গেল! তাই বুঝি বৌমা আমাকে মা মা ব'লে অমন ধারা ডাক্‌ছে! কে গো? বৌমা ডাক্‌ছ নাকি গো?

বিষ্ণু। হঁ্যা গো মা, আমি অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ডাক্‌ছি গো!

শচী। ওগো বৌমা! অমন ক'রে ডাক কেন গো? নিমাই আমার ভাল আছে ত গো?

বিষ্ণু। ওগো মা! তিনি বুঝি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছেন গো! [রোদন]

শচী। সে কি কথা গো বৌমা! আমার নিমাইচাঁদ ফাঁকি দিলে বল কি গো!

বিষ্ণু। ওগো! ঐ দেখ—ঐ সব বসন-ভূষণ ফেলে তিনি কোথায় চ'লে গেছেন গো।

শচী। হায় হায়। তবে বুঝি আমাদের নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে পালায় গো! এস বৌমা, দেখিগে এস গো! নিমাই! নিমাই! বাপ্ আমার! তোর মনে কি এই ছিল, বাবা? [উভয়ের প্রস্থান।

মহান্ত।— [সুরে]

ওই নেচে নেচে গোরা সন্ন্যাসেতে যায়।
যায় আর ভয়ে ভয়ে পাছু ফিরে চায়॥
বহুদূর গিয়ে পায় কাঞ্চন নগর।
দেখিলে তথায় এক বিটপী সুন্দর॥

সুরধুনী তীরে সেই বৃক্ষ মনোহর।
তার তলে বসিলেন নিমাই সুন্দর॥
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।
যৌবনে যোগীর সাজ সেজেছে সুন্দর॥
হেনকালে আসে সেথা কেশব ভারতী।
দেখিয়া তাহারে গোরা করিল প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কয় গোঁসাই, দেও ভক্তি বর।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥
সর্ব্বশেষে কহে এ অধম গোবিন্দ দাস।
সুন্দর নিমাইরূপ সুন্দর সন্ন্যাস॥

গীত।

জীব তরাইতে, প্রেম বিলাইতে
গোরা সন্ন্যাসে যায় গো।
এমন দয়াল জীবের দুঃখে
কে আছে কোথায় গো॥
(তোরা দেখে আয় গো)
(কে এল ওই নবীন যোগী দেখে আয় গো)
(জীবের দশা মলিন দেখে, কে এল
ওই নবীন যোগী তোরা দেখে আয় গো)
(হরি ব'লে নাচে গায়, কে ওই দেখে আয় গো)
পাতকী গোবিন্দদাস, ত্যাগ ক'রে গৃহবাস।
গোরার সঙ্গে যেতে চায় গো!

সম্পূর্ণ।

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

গীতিকা

মন্তব্য।

অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় কতকগুলি সুনির্ব্বাচিত মহাজনী পদাবলীর সুসজ্জিত সন্নিবেশ মাত্র। গোবিন্দ অধিকারী প্রথমে কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন; সেই সূত্রে অনেক মহাজনী পদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। অবশেষে তিনি কীর্ত্তনের দলকে যাত্রায় পরিণত করেন; সেইজন্য তাঁহার পালার অনেক গানে স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাবে মহাজনী পদাবলী পরিদৃষ্ট হয়। পরে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ সেগুলিতেও গোবিন্দের ভণিতা দিয়া গান করিতেন। এই অষ্টকালীয় নিত্যলীলায়ও অপরিবর্ত্তিত মহাজনী পদগুলিতেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমরা প্রাচীন পদকল্পতরু গ্রন্থ দৃষ্টে ভণিতাগুলি যথাযথ রাখিয়া দিলাম।

যাঁহারা অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সম্যক্ রস আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা "পদকল্পতরু" গ্রন্থের শেষভাগে বহুপদযুক্ত সুবিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত চারি প্রকার অষ্টকালীয় নিত্যলীলা দেখিতে পাইবেন।

অধুনা অষ্টকালীয় নিত্যলীলার কীর্ত্তন-গায়ক বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে চলিত অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তনের ন্যায় পূর্ব্বে ঊষাকাল হইতে পরবর্ত্তী ঊষাকাল পর্য্যন্ত অবিরাম অষ্টকালীয় নিত্যলীলার গান চলিত। বড় শ্রমসাধ্য বলিয়া আজ-কাল উহা দুর্ল্লভ হইয়া গিয়াছে।

বিনীত
সঙ্কলয়িতা।

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা।

নিশান্ত-লীলা

নিশি পরভাতে শেজ সঞে উঠল
নন্দালয়ে নন্দলাল।
মঙ্গল-আরতি করত যশোমতী
দীপ উজারল কাঞ্চন থাল॥
পাখালিয়া বদন দশনগণ মাজল
জননীক যতনে নবনী ক্ষীর খাই।
একদণ্ড দিন ভৈ গেল তৈখনে
দ্বিতীয়ে গো-দোহন গৃহে যাই॥
তৃতীয়ে সখা সহ বৎসক লালন
বৃষে বৃষে যুদ্ধ-কেলি কত ঠান।
চারি দণ্ড দিন গৃহে আওল পুন
সুগন্ধি তৈল নীরে করল সিনান॥
পঞ্চমে বহুবিধ বেশ ষষ্ঠে করু
সখা সনে ভোজন পান।
আচমন সারি শয়ন করু পালঙ্কে
উদ্ধব দাস গুণ গান॥

প্রভাত

গৃহে রাধা ঠাকুরাণী প্রভাত সময় জানি
জাগি কৈলা দন্ত ধাবন।
সখী সঙ্গে রসোদ্গার স্নান বেশ মনোহর
তবে গেলা নন্দের ভবন॥
পথে গো-দোহন হরি কৌতুকে দর্শন করি
যশোমতী-গৃহে আগমন।
করিয়া রন্ধন-কার্য্য কৃষ্ণ-ভুক্ত-শেষ ভোজ্য
ভুঞ্জি তবে কৈলা আচমন॥
ব্রজেশ্বরী বধূ প্রায় লালন করিলা তায়
দিলা বহু বাস বিভূষণ ;
প্রাতঃকালের লীলা-সূত্র সংক্ষেপে যে কিছুমাত্র
উদ্ধব করিল বিরচন॥

পূর্ব্বাহ্ণ

পূর্ব্বাহ্ণে সখা মেলি গোষ্ঠ-গমন-কেলি
নানা বেশ করিয়া সাজনি।
ধেনুগণ লৈয়া সঙ্গে চলিলা বিপিন রঙ্গে
পাছে ধায় জনক জননী॥
আর যত ব্রজবাসী পথে আইসে অনুব্রজি
কৃষ্ণ সবায় করিলা বিদায়।
রাই-মুখ নিরখিয়া ধেনু সখা সঙ্গে লৈয়া
যমুনা-পুলিন-বনে যায়॥

তাহা গো বয়স্য থুইয়া   সুবলেরে সঙ্গে লৈয়া
রাধা-কুণ্ড তীরে উপনীত।
রাধিকা যশোদা পায়   বিদায় হৈয়া যায়
নিজ গৃহে আসি উৎকণ্ঠিত।
জটিলা-আদেশ কাজে   করি সূর্য্য-পূজা সাজে
তুলসীরে বনে পাঠাইল।
তার মুখে শুনি বার্ত্তা   আনন্দে করিলা যাত্রা
সূত্র মাত্র উদ্ধব গাইল॥

মধ্যাহ্ন

(বন ভ্রমণ)

—১—

মধ্যাহ্ন সময়ে রাই   সূর্য্যের মণ্ডপে যাই
পূজা-সজ্জা তাহাই রাখিয়া।
সখীগণ করি সঙ্গে   কৃষ্ণ-দরশন-রঙ্গে
কুণ্ড-তীরে মিলিলা আসিয়া॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে   নানা ভাব-বিভূষণে
ভূষিতা হইলা শ্যাম গৌরী।
সকৌতুকে কুন্দলতা   যজ্ঞ-বিধানের কথা
পুষ্পদানে বাঁশী গেল চুরি॥
হিন্দোলা অরণ্য-লীলা   তবে মধু-পান কৈলা
রতি-যুদ্ধ করি জল-খেলা।

ভোজন শয়ন করি পাশ-ক্রীড়া শুক-শারী-
পাঠ শুনি সূর্য্যালয়ে গেলা ॥
কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হৈয়া সূর্য্যের মণ্ডপে গিয়া
করাইল সূর্য্যের পূজনে।
বটুকে করিয়া সঙ্গে কতেক কৌতুক-রঙ্গে
এ উদ্ধব দাস রস ভণে ॥

—২—

রাধাকুণ্ড সন্নিধানে হর্ষ-বর্ষদ বনে
বকুল-কদম্ব-তরু-শ্রেণী।
বান্ধিয়াছে দুই ডালে রক্তপট্ট-ডোরি ভালে
মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনী ॥
পুষ্পদল চূর্ণ করি সূক্ষ্ম-বস্ত্র মাঝে ভরি
সুকোমল তুলি নিরমিয়া।
পাটার উপরে মুড়ি ডুরি-বন্ধ কোণা চারি,
কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া ॥
রাই-কর আকর্ষণ করি অতি হর্ষ মন,
তুলিলেন হিন্দোল উপরে।
কর-মুঠে আঁটি ডোরি দোলা-পাটে পদ ধরি
সুমুখ-সমুখি মুখ হেরে ॥
হেনকালে সখীগণে, করি নানা রাগ গানে
পুষ্পের আরতি দুহুঁ কৈল।
উদ্ধব দাস ভণে সবে কৈল নির্ম্মঞ্ছনে
অতিশয় আনন্দ বাড়িল ॥

— ৩ —

নাগর অতি বেগে ঝুলায়।
অথির রাই সখী নিষেধয়ে তায়॥
ধনী বিগলিত-বেণী।
শিথিল রাই-কুচ-কঞ্চুক উঢ়নী॥
মণি-আভরণ খসই।
উড়য়ে বসন হেরি নাগর হসই॥
শ্রম-জলে তনু ভরই।
কনয়া-কমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই॥
এ অতি অপরূপ শোভা।
উদ্ধব দাস ভণ কানু-মন-লোভা॥

— ৪ —

বিচলিত বেশ কেশ কুচ-কাঁচলী
উড়তহিঁ পহিরণ বাস।
কবহিঁ গৌরী-তনু ঝোঁখই ঝাঁপই
কবহুঁ হোত পরকাশ॥
অপরূপ ঝুলন-রঙ্গ।
রাইক প্রতি তনু হেরইতে মোহন
মন মাহা মদন-তরঙ্গ॥ ধ্রু॥
অতিশয় বেগ বাঢ়াওল তৈখনে
অলখিত ভেল হিণ্ডোর।
রাধা চপল ডোর করে তেজল
কত কত কাকুতি বোল॥

কর গহি কানু- কণ্ঠ ধরি কমলিনী
ঝুলত জনু হিয়ে হার।
নব ঘন মাঝে বিজরী জনু দোলত
রস বরিখত অনিবার॥
মনোভব-মঙ্গল কানু কয়ল পুন
অলখিতে দোলা মাঝ।
উদ্ধব দাস ভণ চতুর-শিরোমণি
পূরল নিজ মন-কাজ॥

—৫—

(বংশী চুরি)

ঝুলনা হইতে আসিয়ে তুরিতে
গগনে নিরখে বেলা।
ফুল তুলিবারে চলিলা সত্বরে
সকল আভীর-বালা॥
ভরি ফল-ফুলে শাখা সব লোলে
আসিয়া পরশে মূল।
সখী সব মেলি করিয়া ধামালী
তোলয়ে বিবিধ ফুল॥
সকল কানন মণিতে বান্ধন
পরাগে পূরিত বাট।
করি মধুপান অলি করে গান
ময়ুর ময়ূরী নাট॥

স্থগন্ধি করবী তোলয়ে গরবী
অশোক কিংশুক জবা।
এ থল-কমল তোলয়ে সকল
দিনমণি জিনি আভা॥
জাতী যূথী তথি তোলল যুবতী
মল্লিকা মালতী চাঁপা
পুন্নাগ কেশর তোলয়ে নাগর
গড়ল বিনোদ ঝাঁপা॥
রসিক নাগর গুণের সাগর
কুসুম রচনা করে।
হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইয়া
রাইয়েরে দিবার তরে॥
ভুজ-যুগ তুলি রাই স্থবদনী
তোলয়ে লবঙ্গ ফুল
রসিক-শেখর হইলা বিভোর
দেখিয়া ভুজের মূল॥
ফুলঝাঁপা লৈয়া যতন করিয়া
রাইক নিকটে আসি।
ধনীর আঁচলে দিলেন বিভোলে
ফুলের সহিত বাঁশী॥
পাইয়া মুরলী রাধিকা সে খেলি
রাখিলা বিশাখা পাশে।
বিশাখা যতনে করিলা গোপনে
শেখর দেখিয়া হাসে॥

—৬—

সখীগণ মেলি লইয়া মুরলী
চলিলা নিভৃত ঘরে।
নাগর-শেখর পড়ল ফাঁপর
মুরলী নাহিক করে॥
লাজে লাজায়লি না দেখি মুরলী
রাইয়ের বদন চায়।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী
সখীর নিকটে যায়॥
মদন-মোহন পাইয়ে চেতন
সুথির করিল চিত।
মুরলী-হরণ রাইয়ের করণ
গমনে বুঝল রীত॥
রাই রসবতী সখীর সঙ্গতি
মুরলী করিল চুরি।
রঙ্গ বাঢ়াইতে শেখর গোপতে
নাগরে কহল ঠারি॥

—৭—

ইঙ্গিত বুঝিয়া নাগর আসিয়া
ধরল রাইক করে।
সে সব আটব সাটব দেখিতে
রাধিকা ডরলি ডরে॥

ভয়ে ভীত বালা গেল সব কলা
মুখে না নিঃসরে রা।
হিয়া দুলু দুলু চাহে ঢুলু ঢুলু
এলাইল সব গা॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন
ধনীরে ধরিল চোর।
মাগয়ে মুরলী উটকে কাঁচুলী
মদনে লইলা ভোর॥
ধনী কহে কান কর অবধান
ললিতা লইল বাঁশী।
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল
রমণী করয়ে হাসি॥
রাইয়ের বচনে চলিলা তখনে
মদন-মোহন রায়।
ললিতা জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া
মুরলী বিশাখা ঠাঁয়॥
ললিতা বচন বুঝিয়া তখন
বিশাখা সাটোপে বোলে।
মুঞি বিশাখিকা জানহ অধিকা
মুরলী চম্পক-কোলে॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
কহয়ে চম্পকলতা।

তুঙ্গবিদ্যা পাশে মুরলী রাখিয়া
ইন্দুরেখা গেল কোথা ।।
চিত্রা চমকিতা চলিল তুরিতা
দেখিয়া এ সব রঙ্গ ।
রঙ্গ দেবী পাশে বসিলা তরাসে
সুদেবী তাহার সঙ্গ ॥
নাগর-শেখর না পাই ঠাহর
সবারে ধরিয়া বুলে ।
সকল যুবতী করিয়া যুকতি
বসিলা মাধবী-মূলে ॥
হাসিয়া ললিতা রুষি কহে কথা
শুন হে নাগর-রাজ ।
তরল বাঁশের শুখান কঠোর
তাহাতে কাহার কাজ ॥
ফোরা কাঠিখান কি তার বাখান
কহিতে না বাস লাজ ।
মাগিহ আমারে দিব যে তোমারে
যদি বা থাকয়ে কাজ ॥
তাহার বচন শুনিয়া তখন
কহয়ে শেখর রায় ।
শুনহ নাগর না হও কাতর
মুরলী ধনীর ঠাঁয় ॥

—৮—

সখীগণে কানু পুছত কত বার।
কোন চোরায়ল মুরলী হামার ॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহা পুন ছোড়লি, কাঁহা পুন চাই ॥
অব তুহুঁ কৈছন করবি উপায়।
সরবস-ধন তুয়া কোন চোরায় ॥
কাতর-নয়ানে নেহারই কান।
সখীগণ মোহে মুরলী দেহ দান ॥
কর গহি মুরলী কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
গোবিন্দ দাস ক‌হ যুবতী সমাজ ॥

—৯—

এ ধনি সুন্দরি কহ পুন তোয়।
দেহ মুরলী ধনী রাখহ মোয় ॥
জীবন অবধি ধনি তুয়া বশ হাম।
গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম ॥
মুরলী বিহনে মোর তনু ভেল ভার।
শীতল মনোরথ মুরলীক তার
সো সব গুণময় মুরলী মঝু গেল।
হাহা হত-বিধি এত দুখ দেল ॥
হেরইতে কানুক ইহ অনুতাপ।
শশি-মুখি-হৃদয়ে হরষে পুন কাঁপ ॥

ধাবসে ধরি ধনী নাগর-পাণি ॥
ইঙ্গিতে শেখর বাঁশী দিল আনি ॥

—১০—

মুরলী পাওল যব্ রাইক পাশ ঃ
নাগর-শেখর মনহি উল্লাস ॥
পুন সব সখী সহ করল পয়ান।
নাগরী কর ধরি নাগর কান ॥
বন-দেবতী বনে কয়ল সুসাজ।
সেবয়ে সতত সকল ঋতুরাজ ॥
নিতি নিতি নব নব শোভন হোয়।
কহ মাধব দুঁহু জন বন মোয়

(অপরাহ্ণ)

অপরাহ্ণে দিবা-শেষে কৃষ্ণ গোষ্ঠ পরবেশে
বটু-স্থানে সূর্য্যের প্রসাদ।
সখাগণ কাঢ়ি খায় কত বা কৌতুক তায়
বলরামের আনন্দ-উন্মাদ ॥
হেথা রাধা সখীসঙ্গে আইলা আপন গৃহে
উপহার করি কৈল স্নান।
তবে নানা বেশ করি চঢ়ে অট্টালিকোপরি
কৃষ্ণ-পথে অর্পিয়া নয়ান ॥
তবে কৃষ্ণ বেণু পূরি গো-গণ একত্র করি
সখা সঙ্গে গৃহে আগমন।

পথে রাই সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-মন
চলি গেলা আপন ভবন ॥
যশোমতী কৃষ্ণ পাইয়া চন্দ্র-মুখ নিরখিয়া
নিছিয়া লইল রাম-কানু ।
এ দাস উদ্ধব ভণে ঘরে গেল সখাগণে
গোষ্ঠে প্রবেশ কৈনু ধেনু ॥

(সায়ংকাল)

সায়ংকালে সুধামুখী অন্তরে হইয়া সুখী
আপনার সখীগণ দিয়া
গোবিন্দের কারণে নানা উপহার-গণে
পাঠাইলা যতন করিয়া ॥
সে সখী রাণীকে দিয়া গোবিন্দেরে খাওয়াইয়া
শেষ লইয়া আইলা রাই-স্থানে।
রাই কৃষ্ণ-শেষ পাঞা নিজ-সখীগণ লঞা
সুখে বসি করিলা ভোজনে ॥
কৃষ্ণ করি সায়ংস্নান রম্য বেশ মনোমান
ব্রজেশ্বরী করেন লালন ।
আম্র নারিকেল যত আর পক্ক-অন্ন কত
ভুঞ্জি কৈল গোষ্ঠেরে গমন ॥
করি গো-দোহন লীলা আর যত যত খেলা
পুন আইলা আপনার গৃহে।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভুঞ্জে পিতা মাতার মন রঞ্জে
সায়ং-লীলা সোঙরয়ে হিয়া ॥

(প্রদোষ কাল)

গোবিন্দ প্রদোষ-কালে রাজ-সভা আসি মিলে
গুণিগণ-কৌতুক দেখিল।
নানান্ কৌতুক দেখি কৃষ্ণ হইলা মহাসুখী
তা সবারে বহু ধন দিল ॥
মাতা অতি যত্ন করি সভা হৈতে আনি হরি
দুগ্ধ ভুঞ্জাইয়া শোয়াইলা।
ক্ষণেক শুতিয়া কৃষ্ণ মনে হৈয়া সতৃষ্ণ
সঙ্কেত-কুঞ্জেতে পুন গেলা ॥
আছে মনে অভিলাষ গোবর্দ্ধনে করি রাস
এই চিন্তি আইলা তথাই।
দেখি গোবর্দ্ধন-শোভা অতি মনে হৈয়া লোভা
বংশী-স্বরে আকর্ষয়ে রাই ॥

(রাত্রি-বিলাস)

মানস-সুরধুনী নিকট নীপ-তরু
কুসুমিত কানন-সাজ।
মাদন পুহুঁ পহিঁ প্রকট বল্লী তরু
সুষমিত ভূধর-রাজ
তঁহি বিরাজিত শ্যামর-চন্দ্র।
নাগরীগণ সঙ্গে অবহুঁ মিলু ধনী
নিভৃত রাস অনুবন্ধ ॥ ধ্রু ॥

ইহ রস-লালসে অথির সুমানস
মধুর বাজাওত বাঁশী।
চঞ্চল-দৃগঞ্চলে ঐছে নেহারনি
কুলজাগণ-কুল-নাশী ॥
কত অনুভাবহিঁ অন্তর বিভাবিত
ততহিঁ মনোহর হাস।
ঐছন রূপ লাগি কৈছে সুরঙ্গিণী
ধাই না মিছু তছু পাশ ॥
অন্তর সুমাধুরী যাক জাগু হরি
তাহে কি বিঘিনি বিচার।
লোলিত নিরন্তর কৃষ্ণকান্ত অন্তর
মিলিব কি ধনীক সঞ্চার ॥

—২—

নিরূপিত বাতহিঁ অতি উলাসিত
গাতে না ধরই আনন্দ।
অন্তরে সঞ্চরু যৈছন মনোরথ
তৈছে রচহ পরবন্ধ ॥
সখি হে! আজু সু-নিরজনে কান।
রঙ্গিণী সবহুঁ মেলি অব সাজহ
ঐ ছন রস সুবিধান ॥ ধ্রু ॥
চান্দনী রাতি ছান্দনে সব ভূষণ
দূষণ জনু নহু কোই।

বাদন-যন্ত্র স্বতন্ত্র লেই চল
রাস-রভস যথি হোই ॥
যব হাসি রাই সুভাখি রচন ইহ
বিকসিত ভাব-কদম্ব।
কিয়ে কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত সুখ-সম্পদ
মিলব কব্ অবিলম্ব।

—৩—

বেশ পসারি সোঙরি ঘন হরি হরি
ঘরে সঞে ভেলি বাহার।
রস-ভরে দিগ- বিদিগ নাহি হেরই
তাহে কি বিঘিনি বিচার ॥
দেখ সখি! রাই চলিল অতি রঙ্গে।
মদন-সুমোহন লোভন ছন্দন
ঐছে সুরঙ্গিণী সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
কত অভিলাষে বিলাসক যোগহি
বদনে নিরন্তর হাস।
সাঁঝাহি বৈছন বিধুবর উদয়ক
পূরবহিঁ কুমুদিনী হোত বিকাশ ॥
ঘন-দল-মাল বিশাল তমাল হেরি
তরখি তরখি রহি যায়
সরস দৃগঞ্চলে পুনহি বিলোকই
ইহ নহ কানু সখী সমুঝায় ॥

আগে নিরখহ মানস-সুরধুনী
ওহি পূরব তহিঁ আশ।
নিকটে ধরাধর সুখদ পরাপর
যহিঁ মনোমোহন পরম নিবাস॥
শুনি সখী বাণী সুমানি সুরাগিণী
বেগে ততহিঁ চলি যায়।
সে রস-তৃষ্ণ কৃষ্ণকান্ত সম্বোধই
এহি এহি বর তায়॥

—৪—

(উভয় দর্শন)

সুমুখে সুনাগর হেরি রহুঁ রাধা।
চীর দেই ঝাঁপল মুখ-শশী আধা॥
ও বর-নাগর বিধু মুখ হের।
লোল দৃগঞ্চল তছু পর দেল॥
বিহসি সুধামুখী শশিমুখ চাই।
থোরহিঁ দূরে রহল ঠমকাই॥
আজুক অপরূপ মিলন-অঙ্গ।
পহিলহিঁ দরশনে উপজল রঙ্গ॥
অতিহুঁ তিয়াসে পাশে মিলু কান।
কি করব অব ধনী কিছুই না জান॥
অঙ্গহিঁ অঙ্গ পরশ-রসে ভোর।
সরস সম্ভাষই যুগল কিশোর॥

সহচরী যূথ সবহুঁ সুখে চায়।
কৃষ্ণকান্ত নয়নে শীধু সম ভায়॥

—৫—

(মিলন)

কুসুমিত কুঞ্জে। অলিকুল গুঞ্জে॥
মলয়-সমীরে। বহে ধীরে ধীরে॥
রসবতী সঙ্গে। রসময় রঙ্গে॥
ধনী করি বুকে। শুতলি সুখে॥
ধরি কুচ-কলসে। ঘুমল অলসে॥
কিশোরী কিশোর। নিঁদে ভেল ভোর॥
রহলি আবাসে। দিন ভেল শেষে॥
কানন-দেবী। কোকিল সেবি॥
করায়লি গানে। জাগল কানে॥
ধনী উঠি বৈঠে। কচালই দিঠে॥
শেখর ঠাড়ি। লই জল-ঝারি॥
তুহু-মুখ চাঁদে। ধোয়াই সুছাঁদে॥
পান কর্পূরে। তুহুঁ-মুখ পূরে॥

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দ অধিকারী কৃত পালার গানের যে সকল গীত পূর্ব্বে যথা সময়ে সংগৃহীত হয় নাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন আসরে এক গানের পরিবর্ত্তে অন্য গান গাহনা হইত, সেই সকল গান এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

দানলীলা

গীত।

শোন রাধা, মান' বাধা, কেন বিফল আগ্রহ।
দিবসে পাইবে কিসে শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ॥
দেখ বিমানে রবিগ্রহ, দিবসে ঘটাও কি গ্রহ,
বিরূপ তোমায় শুভগ্রহ, তাই ঘটে বিরহ-নিগ্রহ।
রুষ্ট তোমায় দুষ্ট গ্রহ, নষ্টবুদ্ধি করে সংগ্রহ,
পেলে গোবিন্দের অনুগ্রহ, কাটে তোমার এ কুগ্রহ॥

গীত।

প্রভাতে সকল, বনিতা মণ্ডল, গোরস মথন করে।
ছান্দনি মথনি, মথয়ে গোপিনী, ঘন ঘন জয় পূরে॥
গোপীগণ রসবতী, গোবিন্দ যাহার পতি,
দেখিতে মূরতি মনোহর।
লাবণ্য ললিত রসে, বসন্ত কোকিল ভাষে,
নৃত্য গীত পঞ্চম সুস্বরে॥
নবনী নিকর করি, ঘোল রাখে ভাণ্ড ভরি,
তবে গোপী সাজায় পসরা।

ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি, সর ছানা নানাবিধি,
ক্ষীর রাখে ভরি সরা সরা ॥
পসরা সাজন করি, বেশ করে ব্রজ নারী,
কুণ্ডলে কবরী বান্ধে বামে।
স্বর্ণ সিঁথি পরে শিরে, সিঁথিতে সিন্দূর পরে,
লোটন টানিয়া ফুলদামে ॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম,
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়,
যমুনা কিনারে দিতে দেখা ॥
নাগর যে ছিল তথি, হেরিয়া ব্রজ যুবতী,
দান ছলে আগুলিল আসি।
শ্রীগোবিন্দ কয়, গোবিন্দ মুখ নিরখয়,
যেমন চকোরে মিলে শশী ॥

গীত।

নূতন আমদানী দানী পথের মাঝে মাগিছে দান।
জানি না বুঝি না সখী, দানীরে কি দিব দান ॥
দান লইতে হইয়ে দানী, কদম তলাতে আমদানী.
নূতন দানী দেখি ইদানী, কে করিবে দান প্রদান ॥
হাতে ছড়ি দাঁড়ায়ে পথে. রঙ্গ করে রমণীর সাথে,
দাস গোবিন্দ মাথা পেতে করে এ দেহ সম্প্রদান ॥

গীত।

রাই-মুখ হেরি বড়াই কয়।
এত কি আমার প্রানেতে সয়॥
রাখাল হইয়া ছুঁইতে চায়।
আর কি করিব নাহি উপায়॥
এত বলি রাই ধাইয়া চলে।
লুকাতে নিকুঞ্জে দানীরে ছলে॥
দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।
লুকায় যাইয়া কুঞ্জের মাঝে॥
রাই কানু তথা দর্শন পাই।
রহে দোঁহে দুঁহু বদন চাই॥
প্রতি অঙ্গে দানী লইল দান।
রতি রতি-পতি মূরতি মান॥
যা ছিল মানসে পূরিল আশ।
আনন্দে মগন গোবিন্দ দাস॥

গীত।

বড়াই কহে শুন দানী কহি তোমারে।
মোর বোলে পথ ছাড়ি দেহ গোপিকারে॥
আমার বচনে নৌকা কর যমুনায়।
তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্যামরায়॥
এত শুনি বনমালী বলেন হাসিয়া।
যাহ মধুপুরে সবে পসরা লইয়া॥

তোমা সবাকারে বড় দেখিনু কাতর।
অন্যোপায় করি আমি দিব রাজ-কর॥
এত বলি গোপীগণে দিলেন বিদায়।
পসরা তুলিয়া দিল রাধার মাথায়॥
বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান্।
যমুনারে বাড় বলি হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
যমুনার কূলে গোপী উত্তরিল গিয়া।
দেখিল বহিছে নদী দু-কূল হানিয়া॥
কেমনে হইব পার করেন বিচার।
হেনকালে নৌকা আইল কর্ণধার॥
দেখিতে সুন্দর নৌকা সৃজিল কানাই।
হীরা নীলা খচিত মাণিক্য ঠাঞি ঠাঞি॥

গীত।

তরী নিয়ে তীরে এসে দাঁড়াও গো কর্ণধার।
আমরা কুলবালা, থাক্‌তে বেলা, হতে হবে নদী পার॥
হয়েছে অনেক বেলা, ব'য়ে গেল হাটের বেলা,
মথুরায় যায় অবলা, নিয়ে দধি দুগ্ধের ভার॥
তরী নিয়ে এস মাঝি, কেন আছ মাঝামাঝি,
পার হবে বড়াই মা-জী তাইত ডাকি বার বার॥
সামান্য যমুনা নদী, পার নাহি কর যদি,
ভয়াল সে ভবনদী গোবিন্দ কে করিবে পার॥

গীত।

ইদানী আমি দানী এ দানী-ঘাটেতে।
দান দিয়ে তবে ধনি, হবে লো যেতে॥
করিবারে পারাপার, আছি আমি কর্ণধার,
নিয়ে যাব ঝিঁকে মেরে সুখে পরপারেতে।
দেখে ওই জীর্ণ তরী, ভয় কেন কর সুন্দরী,
তুফানে কি আমি ডরি, দেখ স্মরি মনেতে॥
দিলে দান হাতে হাতে, তবে নৌকায় পাবে যেতে,
ওগো ধনি দান দিয়ে উঠে বস নায়েতে—
আমি ত নই কাঁচা দানী, অগ্রে দান দেও গো ধনি,
আছেন ওই রাই রঙ্গিণী, জানে ভাল ফাঁকি দিতে॥
দাস গোবিন্দ দীন হীন, সহায় সম্বল বিহীন,
ফুরাইলে জীবনের দিন, হবে নিদানে তারিতে॥

গীত।

শুন ওগো রাই, কহিতে ডরাই,
এবার বড়াইয়ের ভাঙ্গিল বড়াই।
দান ঘাটে যে দানী, হয়েছে নূতন আমদানী,
সে দানী তোমারি দানী প্রাণ কানাই॥
বেত্ ছড়ি ল'য়ে হাতে, দাঁড়ায় আসিয়া পথে,
গোপবালা আগ্‌লে না মানে দোহাই,
বলে দান দেহ দেহ, জীবন যৌবন দেহ,
দাস গোবিন্দের সন্দেহ, গোবিন্দ দানী হয়েছে তাই॥

গীত।

পার হ'তে তরী চড়্‌তে দানের কড়ি চাই।
কুলনারী পার করি, দেয় গো নারী যা চাই॥
মাঝিগিরি ভাল জানি, পাল তুলে দাঁড় টানি,
ঝিঁকে মেরে হালখানি ধ'রে, করে নেও যাচাই।
তরীর মাঝে চড়ি যেই নারী, উনি কোন গোপের কুলনারী,
চিন্‌তে নারি কে ও নারী, আমি নারী হেরি ফিরে চাই॥
দিয়ে দেও গো পারের কড়ি, তবে ত তরী ছাড়্‌তে পারি,
ক'রো নাকো অধিক দেরী, পাড়ি দিতে সময় চাই—
তোমরা সবে গোপের বালা, খোল আগে পসরার ডালা,
ননী এনে গোবিন্দে ছলা, এমন হেলায় দিলে নাহি চাই॥

গীত।

ওহে দানী ইদানী একি কর রঙ্গ।
তুফানে ছাড়িলে তরী না দেখি জলে তরঙ্গ॥
যত ব্রজের গোপের নারী, দানীরে ভেবে আপনারি,
তরিতে রহিতে নারি, সহিতে নারি রসরঙ্গ।
ওহে মাঝি এসো না কাছে, ভয় যদি কেউ দেখে পাছে,
নারীর অরি কতই আছে, ঘটাইতে কু-রঙ্গ॥
দাস গোবিন্দ বলে ওগো ধনি, এ দানী নয় গো অন্য দানী,
শ্রীমতীর প্রেমের দানী, শ্রীগোবিন্দের অন্তরঙ্গ॥

গীত।

মাঝ্ যমুনায় এনে তরী তুফানে ফেলো না গো।
হাল ধ'রে থাক কাণ্ডারী, নারীর কথা ঠেলো না গো॥
একে অবলা কুলবালা, গোপবালা আর রাজবালা,
তাদের নিয়ে একি জ্বালা, ঘটাও কালা বল না গো॥
মথুরার হাটেতে যাব, দধি দুগ্ধ বিকাইব,
দাস গোবিন্দ কয় আর কি কব, এ সব কালার ছলনা গো॥

গীত।

শ্রীরাধা সনে কাণ্ডারী পড়িল যমুনা-জলে।
রঙ্গ দেখে মনোদুঃখে ভাসি যে নয়নের জলে॥
আর যাব না সে মথুরায়, চড়িব না গো পরের নায়,
নারী পেয়ে আনাড়ী মাঝি তরী বুঝি-বা ডোবায়,
কালো কানাই করে কেলি কিশোরী ল'য়ে জলে॥
গোবিন্দের এ গোপন-লীলা, বুঝিতে নারি নারী অবলা,
দাস গোবিন্দ বলে, ছাড় গো ছলা, শ্রীগোবিন্দ যমুনার জলে॥

গীত।

এ ভাবের আছে ভাব-ভাবিনী।
বিপদ্‌ভঞ্জন কৃষ্ণ কৃপাময় তিনি॥
যার নামে যায় ভয়, তার সঙ্গে কিবা ভয়,
অভিনব লীলা কিবা দেখালে লো সজনী॥

নিয়ে তরীতে রাধারে, কৃষ্ণ ছলনা ক'রে,
যমুনার কাল জলে ডুবিল তরণী ॥
ধরি রাধা দুই করে, ভয়ে বেড়িল কৃষ্ণেরে,
উভয়ে একাঙ্গ সই হইল তখনি ॥

গীত।

রাধাকৃষ্ণ দোঁহে জল কেলি করিয়া।
যমুনা তীরে উঠে সহচরী মিলিয়া ॥
ত্বরা করি শুষ্ক বসন সবে পরিয়া।
নদীতীরে বসে সবে হরষিত হৈয়া ॥
কৃষ্ণ কহে দেহ রাই বেতন মোর।
তবে আমি ছাড়িব অঞ্চল তোর ॥
এতবলি চুম্বয়ে রাই-বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান ॥
পূরিল মনোরথ দোঁহে আনন্দে ভোর।
রাধাবিনোদিনী ও নন্দকিশোর ॥
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল।
গোবিন্দদাস চিত্তে আনন্দ ভেল ॥

নিমাই সন্ন্যাস

গীত।

আহা মরি মরি, কিবা যে মাধুরী,
নামের ভিতরি আছে।
শ্রবণে শ্রবণে, পুলক জীবনে,
নামে মন ম'জে গেছে॥
হা করুণাময়, কোথা এ সময়,
অসময় এস রসময়।
আর কিছু না চাই, আর না র'ব নিমাই,
হরি প্রেমে হব প্রেমময়॥
শ্রীনন্দ-নন্দন, জগৎ-বন্দন,
ছেদন কর মায়া-বন্ধন।
গোবিন্দ দাসে কয়, নিদানে কালের ভয়,
হর হে শ্রীমধুসূদন॥

গীত।

কি জানি কেবা যেন ভুলাইল মন।
সেই বুঝি চিকণ-কালা মদনমোহন॥
বৃন্দাবনে যেতে ডাকে বেণু রবে ধেনু হাঁকে,
অঙ্গ গড়া তিনটী বাঁকে সে বংশীবদন।
বাঁশী শুনে প্রাণ উদাসী, চাই না হ'তে গৃহবাসী,
হব গো তাই ব্রজবাসী, পাব শ্রীগোবিন্দ ধন॥

গীত ।

যা কর হে গৌর হরি আমি তোমায় ছাড়্ব না ।
কার কাছে আর যাব গৌর, আমায় কেউ ত লবে না ॥
কত পাপী উদ্ধারিলে, কত লীলা প্রকাশিলে,
আচণ্ডালে প্রেম বিলালে আমায় কি প্রেম দিবে না ।
জীব তরান হ'ল নাকি, আমি যে রয়েছি বাকি,
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকি করুণা কি পাব না ॥
গোবিন্দ দাসের মতন, পাপী নাই কেউ এখন,
পতিত-পাবন তুমি কেমন জান্‌তে কি তা পার্‌ব না ॥

বিবিধ

শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ
মকরন্দ পান কর মন-ভৃঙ্গ ।
বিষয় কেতকী, কাননে ভ্রম কি,
সে বনে ভ্রম কি, যে বনে ত্রিভঙ্গ ॥
বৃন্দাবন প্রেম-সরোবর মধ্য,
অনন্তরূপিণী কোটী গোপী-পদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীল-পদ্ম রাধা-পদ্ম,
ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মৃণাল সঙ্গ ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি
মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
(যদি) রাখ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
মন মধুপুরে (যেন) দিও না ভঙ্গ ॥

গুন্ গুন্ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ,
মধুপানে যাবে ভবের ক্ষুধাগুন,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ
নিগু‍র্ণ গোবিন্দ গায় গুণ প্রসঙ্গ ॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

জীব! কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ,
নিত্যানন্দে মজ, পাবে শ্রীচৈতন্য ॥
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য,
প্রভুর মত কিন্তু নাহিক প্রভুত্ব,
প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে করয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্ব জ্ঞানী, স্বসত্বেতে ধন্য ॥
প্রভুর প্রিয়মস্ত ছয় গোসাঞি তৃণবস্ত,
দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মোহান্ত, শান্ত মহাদান্ত,—
ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত,
অনন্ত ভ্রান্ত জীব ত সামান্য।
প্রভু শ্রীনিবাস! পূরাও অভিলাষ,
ঘুচাও কু-বিলাস হৃদয়ে কর বাস,
দেহ শ্রীপদে বাস দাসের এই আশ্বাস,
তব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ ॥

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

প্রেম সুধার, কি সু-ধার, কু-আধার করয়ে ছেদন।
মূলাধারের মূলাধারে, শ্রীরাধারে দেও সদন ॥
কিবা ধারে কিবা আধারে, যেবা ধারে যে আধারে,
ত্যজিয়ে সকল বাধারে, রাধারে কর গো সাধন।
নিরাধারে নীরাধারে, ভাসাও নাম-অধরে,
শ্যামাধরের বামাধারে বসায় বামা ধ'রে—
উভয়ে উভয় ধারে, তথাকারে অভয় ধারে,
কর সম্বোধন বদনাধারে, হও নি-বেদনে নিবেদন ॥

গীত।

রাগিণী বারোঙা—তাল একতালা।

দীনবন্ধু হে,—
সেইদিন দেখ্‌ব তোমায়
কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিন শমন রাজা মোরে,
শমন জারি ক'রে কোন ফেরে,
ঘোরে দ্বারে বদ্ধ হব আমি।
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী ॥
যদি অকপট প্রেমে, (একবার) ডাকৃতাম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন কপট গো প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি।

হরি তুমি অতি সৎ, আমি গো অসৎ,
অসৎ সঙ্গে বসত্ অসৎগামী।
এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর,
জান সর্ব্বান্তর অন্তর্য্যামী ॥
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অন্য গতি ভারত ভূমি।
কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিংবা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী ॥

গীত।

ভৈরবী – একতালা।

সখী, কে তারে বলে গো কালো।
যার রূপ মনোহর, হেরি দিগম্বর,
শ্মশানবাসী হ'য়ে আছেন চিরকাল ॥
কালোরই কামনা করি চিরকাল,
জন্মে জন্মে যেন পাই সেই কালো।
কালার ভজনে নাহি কালাকাল,
ভজিলে সে কালো তরে পরকাল' ॥
কালোর চরণ করিলে ধারণ,
জীবনে মরণ হয় নিবারণ,
তার শ্রীচরণ করিলে স্মরণ,
ভয়ে পলায় সেই কাল.

তিনি কখন সাকার কখন নিরাকার,
কখন কি আকার হয় যে বাঁকার,
কালোরূপে নাশে কাল অন্ধকার,
রূপ কোটী চন্দ্র জিনি, নামেমাত্র কালো ॥

গীত।

রাগিণী বসন্ত—তাল আড়া।

নমস্তে নমস্তে মাতঃ নমস্তে সারাৎসারা।
পরমা পরমেশ্বরী, পরম ব্রহ্ম পরাৎপরা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি, যে কিছু আদি অনাদি
তুমি মা সকল আদি সোমাদি আদি অন্তরা।
ব্রহ্ম কি রুদ্র সঙ্গীতে ব্যপ্ত সপ্ত স্বরে,
সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, সা, গাওয়ে সুরাসুরে —
রাগ সুর তালে মানে, হও তুমি মূর্ত্তিমানে,
সকলে তোমায় মানে, বর্ত্তমানে ধরায় ধরা ॥
পশু পক্ষ চরাচর, অমর অপ্সর, কিন্নর কি নর, সর্ব্বাণী বাণী উচ্চার।
বেদ বিধি তন্ত্রে মন্ত্রে বিরাজিত সকল যন্ত্রে,
গোবিন্দ দাসের আদ্যোপান্তে হয়ো সকান্ত সহ সাকারা ॥

জন্মাষ্টমীর গীত।

আজ শ্রীহরি শ্রীব্রজমণ্ডলে।
আজ নন্দালয়ে জন্ম লয়ে ভক্তাধীন জানালে ॥
দেখ গোপের কিবা সাধ্য, সাধিলে গো কি অসাধ্য
অবাধ্য হইল বাধ্য বধ্য শিশু ছলে ॥

কোন গোপ হেরি হরি, বলে রক্ষা কর হে হরি,
কেহ হরি দেখে হরিষেতে হরি হরি বলে।
কেহ বিস্মৃত-বিষ্ণু-মায়াতে, পদধূলি লইয়ে হাতে,
তুলে দেয় কৃষ্ণের মাথে 'জিও জিও' বলে॥

বিবিধ

রাগিণী সিন্ধু—তাল জলদ-মধ্যমান।

এ লোকে এলো কে এ বালক।
এ যে বড় সুন্দর বালক॥
চন্দ্র অবনীতে উদয় পূর্ণ, শূন্য করিয়ে গোলোক।
যে হরি ত্রিলোক-তিলক,
যার পূজা করয়ে ত্রিলোক,
কি ইহলোক কি পরলোক।
যার পর নাহি পর লোক,
সেই লোক বালক কপটরূপে, প্রকট বিশ্ব-পালক॥
অবোধ লোকে নারে চিন্তে,
চিন্‌তে পারে সুবোধ লোকে।
প্রবোধ হইলে লোকের, যায় সর্ব্ব গর্ব্ব থর্ব্ব লোকে॥
ধন্য রে গোকুলের লোক,
হলো অদৈন্য দুকুলের লোক,
পুণ্যফলে পুণ্যের লোক, কিন্নর-লোক কি বিষ্ণুলোক,
কি ধ্রুবলোক কি ব্রহ্মলোক॥

একবার যে লোক দেখে গোলোকপতি,
অম্‌নি হয় অশ্রুপুলক।
জনলোক কি তপলোক, স্বর্গলোক কি মর্ত্ত্যলোক,
উন্মত্তচিত্ত সকলে, নৃত্য করে নিত্যলোক॥
কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক,
যে রূপেতে দেখে যে লোক,
সে রূপেতে সুখী সে লোক,
সর্ব্বলোকে লাগয়ে ঝলক্।
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রলোক, চন্দ্রসহ চন্দ্রলোক,
হেরিয়ে গোবিন্দ লোক, গোবৃন্দ হারায়ে পলক॥

গীত।

কে না জানে কেনা আছে
পিরীতে সুসম্প্রীতে।
যে জনা এর রস বোঝে না,
সেই মজে না এর পিরীতে॥
রাই কেনা শ্যামের পিরীতে,
শ্যাম কেনা রায়ের পিরীতে,
সখী কেনা যুগল পিরীতে,
শিষ্য কেনা গুরুর প্রীতে,
ত্রিজগৎ কেনা পিরীতে,
গোবিন্দ কেনা গোপীর পিরীতে॥

গীত।

আমি প্রাণ সঁপেছি শ্যাম-চরণে।

সবে বলে ছাড় ছাড়, ও কথা ছাড় গো ছাড়,

তোমরা ছাড়িবে ছাড় স্বজনে।

আমি ছাড়িতে নারিব জীবন-মরণে॥

সখি ত্যজ ভয় কুল-লাজ, ভজ শ্যাম রসরাজ,

কি বা কাজ হয় কাল-হরণে॥

বারেক ভাবিলে কাল, কাল-জয়ী চিরকাল,

কালাকাল নাহিক কালো শরণে।

আমার কালো বসন, কালো ভূষণ পরণে॥

সখি-কুলে কি লুকাবে কুল, কি করিবে গো জাতি-কুল,

প্রতিকূল হলো কাল কালো-বরণে।

যা করে গোকুলচাঁদ, যেরূপে আকুল চাঁদ,

নখ-চাঁদে নিল চাঁদ শরণে।

হৃদি-কৌমুদী প্রফুল্ল যার কিরণে,

দাস গোবিন্দ চায় মরণে শ্রীগোবিন্দ-চরণে॥

গীত।

শ্যাম সোহাগী হব আমি,

শ্যামের লাগিয়ে মর্‌ব গো।

যে হবে মোর শ্যাম-বিবাদী,

আমি তারি পায়ে ধর্‌ব গো।

চাই না ছার রূপা সোনা,
(অনেক আছে দেখা-শোনা,)
কর্‌ব শ্যামের উপাসনা,
শ্যাম-কলঙ্ক সোনা-দানা,
আমি গেঁথে গলায় পর্‌ব গো ॥
শ্যামের কথা যেথা পাব,
নিত্য তার কাছে যাব,
কালো শ্যামের গুণ গাব,
শ্যামরূপ হেরে মর্‌ব গো ॥
শ্যাম যে আমার প্রাণ-গোবিন্দ,
চাই তাই শ্যামের পদারবিন্দ,
দাস গোবিন্দ কয় হে গোবিন্দ
তোমার চরণ গুণে ত্‌র্‌ব গো ॥

গীত।

পিলু—পোস্তা।

হরি হরি বল ওরে আমার মন।
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন।
ভাব্‌লি না সে কালবরণ,
কিসে হবে কাল নিবারণ ॥
সদা যেন মত্ত বারণ করিছ ভ্রমণ।
মত্ত হ'য়ে সম্পদে, না ভজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তার পদে পদে, দিবে যে শমন।

যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ,
ভাব্‌লি না সে হরি পদ,
ঘটালি আপন আপদ এ আর কেমন ॥
কারে বল আপন আপন,
কর রে মন কি আলাপন ?
সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন ;
আপন যে চিন্‌লি না তারে,
যে ভব দুস্তারে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাব্‌লে তাঁরে, পালাবে শমন ॥

গীত।

বিষয়-বিষানল ঔষধ হলাহল,
হ'ল দুই অনল, প্রবল, অবল দুর্ব্বল প্রাণ।
যেমন বিষদায় নীলকণ্ঠ,
নিত্যধন নীলকণ্ঠ, উৎকণ্ঠ হে— তথাপি উৎকণ্ঠ হে—
যে দায় শিব পাগল, জীবে কি হয় সমাধান ॥
অবধান কর যে বিধান, তুমি কালিয়-দমন কংসারী—
নাম ধরি হে নামাভাস, দীন হীন গোবিন্দ দাস,
হৈ দাসের দাস, যোগ্য অসার সংসারি ॥
রাখ অনেক দাসে অনেক দায়ে,
এ দাসে রাখ এ দায়ে, সঙ্কটে তার হে—
যেমন প্রহ্লাদে বিষ-দায়ে পরিত্রাণ ॥

গীত।

ভজিয়া যাহার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্মপদ,
পাষাণ মানবী যে পদে।
ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেব-রাজ্য পায় ইন্দ্র,
ইন্দু শিব শিরে পান পদে॥
ঐ পদ ভেবে গোবিন্দ, সদানন্দ সদা আনন্দ,
নিরানন্দ করিলেন জয়।
ম'জে নাথ তব পায়, কি সম্পদ ধ্রুব পায়,
গোলোকে স্থান দিলে তায়॥
শুন চিন্তামণি বলি, ঐ পদ চিন্তিল বলি,
বলি রাজা বিন্ধ্যাবলী সনে।
ভক্তিবলে হ'য়ে বলী স্তুতলেতে রাজা বলি,
তুমি দ্বারী তাহার ভবনে॥
প্রহ্লাদ ঐ পদ বলে, অনলে পর্ব্বতে জলে,
হস্তী তলে নাস্তি মৃত্যু জানি।
ওহে নাথ নন্দকুমার, সেই পদ ভেবে তোমার,
গোকুলে নাম রাধা কলঙ্কিনী॥
শ্যাম বলে শুন রাই, বিষাদে আর কার্য্য নাই,
এ কলঙ্ক ঘুচাব তোমার।
এত বলি চলে শ্যাম, যথা নন্দরাণী ধাম,
গোবিন্দ দাস হরিষ অন্তরে॥

সমাপ্ত

বাণীপাঠম্ বোধিকা

[শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীকৃত]

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বিচিত্রা প্রকাশনী